রত্নমালা
গ্রহরত্ন ও সেরা জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা–১২৪
মোবাইল – ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

৫৩ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

আয়ুর্বেদ শিখুন
প্রচুর আয় করুন
Certificate by Govt of India Organisation
Ayursathi Academy
89612 70039

কলকাতা ঃ ৫৩ বর্ষ, ৩২ সংখ্যা, ১৭ জ্যৈষ্ঠ – ২৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৬ ঃ ১ জুন – ৭ জুন, ২০১৯

Kolkata : 53 year : Vol No.: 53, Issue No. 32, 1 June - 7 June, 2019 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ঐতিহাসিক জয়ের জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র

মোদীকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রবল শক্তিধর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কিছুদিনের মধ্যে জাপানে অনুষ্ঠিত শীর্ষ বৈঠকে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের বার্তাও দিয়েছেন ট্রাম্প।

রবিবার: ভোটে ভরাডুবির ধাক্কায় ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডানা ছাটলেন

মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অত্যন্ত গুরুত্বহীন ভোটার লিস্টের কাজ দেখবেন অভিষেক। তার জায়গায় দলে অনেকটাই বড় জায়গা পেলেন শুভেন্দু অধিকারী।

সোমবার: ফের কলকাতার পুলিশ কমিশনার হলেন অনুজ

শর্মা। নির্বাচনী দণ্ডবিধি উঠে যাওয়ার পর তাকে ফিরিয়ে আনল মমতা সরকার। প্রসঙ্গত, লোকসভা ভোটের সময়ে এই শহরের পুলিশ কমিশনারের দায়িত্ব সামালানো রাজেশ কুমারকে পাঠানো হল কম্পালসারি ওয়েটিংয়ে।

মঙ্গলবার: উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ১০টি জায়গা

দখল করল ১৩৭ জন। আরও উল্লেখযোগ্য মাধ্যমিক পরীক্ষায় যারা মেধা তালিকায় প্রথম সারিতে ছিল না, তারাই এবার শীর্ষ স্তরে।

বুধবার: একসময়ের ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা, হালফিলে বীরভূমের দাপুটে তৃণমূল নেতা তথা বিতর্কিত

মণিরুল ইসলাম দিল্লিতে কৈলাশ নাথ বিজয়বর্গীয়র হাত থেকে বিজেপির পতাকা নিলেন। এই নিয়ে রাজ্য জুড়ে পুরনো ও নব্য বিজেপির মধ্যে বেঁধেছে বিতণ্ডা।

বৃহস্পতিবার: দেশ–বিদেশের অতিথিরা যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র

মোদীর শপথে যোগ দিতে ব্যস্ত তখন চরম অসৌজন্যতার পরিচয় দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমে যাবেন বলেও শেষপর্যন্ত বিজেপির বিরুদ্ধে রাজনীতি করার অভিযোগ তুলে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তৃণমূলনেত্রী।

শুক্রবার: দ্বিতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন

নরেন্দ্র ভাই দামোদর দাস মোদী। যে বিশাল জনসমর্থন নিয়ে তাঁর প্রত্যাবর্তন ঘটেছে তাতে সারা বিশ্ব কুর্নিশ করছে নমোকে। পশ্চিমবঙ্গে থেকে আপাতত ক্যাবিনেটে এলেন ২ জন। বাবুল সুপ্রিয় ও দেবশ্রী চৌধুরী।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

কাটোয়া–দাঁইহাটও গেরুয়া হতে চলেছে?

দেবাশিস রায় : মুকুল রায় মানেই নাকি রাজনীতিতে ভাঙা–গড়ার ম্যাজিক। মুকুল রায় মানেই নাকি পশ্চিমবাংলায় রাজনৈতিক ধ্বংস ও সৃষ্টির সন্ধিক্ষণ। সম্প্রতি শেষ হওয়া লোকসভা নির্বাচনের পরেও তাঁর সেই ভাঙা–গড়ার খেলা অব্যাহত। রাজ্যজুড়ে প্রবল গেরুয়া ঝড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘাসফুলের সাজানো বাগান তছনচ করার মধ্য দিয়েই আরও একবার নিজেকে মেলে ধরছেন একদা তৃণমূল কংগ্রেসের সেকেন্ড ইন কমান্ড তথা বর্তমানে বিজেপির এই শীর্ষস্থানীয় রাজ্য নেতা।

সেই মুকুল রায় জুনের প্রথমদিকে কাটোয়া শহরে আসছেন। এমনই খবর পূর্ব বর্ধমান জেলার আনাচকানাচে ভেসে বেড়ানোয় দেড়শো বছরের পুরনো কাটোয়া ও দাঁইহাট শহরে তৃণমূলের পুরবোর্ডেও পালাবদলের জল্পনা তুঙ্গে উঠেছে। রাজ্য তথা দেশজুড়ে তুমুল বেগে প্রবহমান গেরুয়া ঝড়ের দাপটে এবার এই দুই শহরের নীল–সাদা পুরবোর্ডও ভেঙে পড়তে চলেছে বলে মনে করছেন আম জনতা।

যদিও জেলা বিজেপির সভাপতি কৃষ্ণ ঘোষ কাটোয়ায় মুকুল রায়ের আসার খবরের সত্যতা এই মুহূর্তে স্বীকার না করলেও খুব শীঘ্রই তাঁর আসার সম্ভাবনাকেও খারিজ করেননি। তিনি বলেন, মুকুল রায় জুন মাসে কাটোয়ায় আসবেন কিনা জানি না। আবার তিনি শীঘ্রই আসতেও পারেন। সেটা সময় হলেই জানা যাবে। তবে, বিজেপি জেলার এই দুই পুরবোর্ডের ক্ষমতা দখলকে যে পাখির চোখ করেছে সেটা দলীয় নেতৃত্বের হাবেভাবেই বেশ মালুম হল।

ভাগীরথী নদীর ডান তীরবর্তী পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী দুই শহর কাটোয়া ও দাঁইহাটের পুরবোর্ড তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে। কিন্তু, লোকসভা নির্বাচনের পর রাজ্যজুড়ে প্রবল গেরুয়া ঝড়ের জোর ঝটকা লেগেছে এই দুই পুরসভাতেও। দু'টি পুরসভাতেই বিপুল ভোটের ব্যবধানে তৃণমূল কংগ্রেস পরাজিত হয়েছে বিজেপির কাছে। এমনকি, কাটোয়া বিধানসভা ক্ষেত্রেও বিজেপি লিড পেয়েছে।

এই পরাজয়ের জন্য কাটোয়ার প্রাক্তন পুরচেয়ারম্যান তথা শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অমর রাম সরাসরি দায়ী করেছেন কাটোয়ার বিধায়ক তথা পুরচেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ

চট্টোপাধ্যায়কে। দীর্ঘদিন ধরে রবিবাবুর ঘোরতর বিরোধী গোষ্ঠীর নেতা রূপে পরিচিত অমর রাম। গত ২৮ মে কাটোয়া পুরসভায় এই দুই নেতা সহ উভয়পক্ষের কাউন্সিলরদের উপস্থিতিতে বিভিন্ন বিষয়ে বোর্ড মিটিং চলাকালীন চরম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। সভাকক্ষে কাচের গ্লাস ছুঁড়ে, টেবিল চাপড়ে তুমুল বাকবিতন্ডা চলে। ঘটনায় দুই কাউন্সিলর সঞ্জীব মুখোপাধ্যায় ও সুফল রাজোয়ার আহত হন। ওই পরিস্থিতির মধ্যেই অমর রাম তাঁর অপর দুই অনুগামী কাউন্সিলর শ্যামল ঠাকুর ও প্রণব দত্তকে পাশে নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। অমরবাবু কাটোয়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের পরাজয়ের কৈফিয়ত চেয়ে রবিবাবুকে পদত্যাগ করতে বলায় তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হলে সভার কাজ স্থগিত হয়ে যায়।

এদিন সংবাদমাধ্যমের সামনে রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, অমর রাম সহ কয়েকজন কাউন্সিলর বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন। তাই এভাবেই এদিন এধরনের একটি ক্ষেত্র তৈরি করা হয়েছে। অন্যদিকে অমর রাম বলেন, রবিবাবু তৃণমূল কংগ্রেসকে হারিয়ে বিজেপিকে খুশি করেছেন। তাই বিজেপিতে কে যাবেন সেটা মানুষ বুঝতে পারছেন। আমি তো রবিবাবুর অনেক আগে থেকেই তৃণমূলে আছি এবং দলকে লিড দিয়েছি।

এদিকে দাঁইহাট পুরসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রবল গোষ্ঠী কোন্দল অব্যাহত। এখানেও বিধায়ক অনুগামীদের সঙ্গে আদি তৃণমূলীদের দ্বন্দ্বের কারণে এবারের ভোটে বিজেপি ব্যাপক লিড পেয়েছে। এরপরই শহরের আনাচকানাচে বিভিন্ন কাউন্সিলরদের নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, তাঁরা নাকি শীঘ্রই বিজেপিতে যোগদানের জন্য তলে তলে তৎপরতা শুরু করে দিয়েছেন।বিজেপির জেলা সভাপতি (সাং কাটোয়া) কৃষ্ণ ঘোষ বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত কাটোয়া ও দাঁইহাট পুরসভার অনেক কাউন্সিলরই আমাদের দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন। অনেকেই বিজেপিতে যোগদানের ব্যাপারে অনেকখানি এগিয়ে গেছেন। বিষয়টির ওপর আমরা তীক্ষ্ণ নজর রেখেছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, খুব শীঘ্রই কাটোয়া ও দাঁইহাট পুরসভা থেকে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতাচ্যুত হবে। এখন এটাই দেখার যে, কাটোয়া ও দাঁইহাটে মুকুল ম্যাজিক কতটা কাজ করে।

বজবজ পুরসভায় বিজেপির উত্থান

ভাইস চেয়ারম্যানও কি পা বাড়িয়ে?

কুনাল মালিক : ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী অভিষেক ব্যানার্জী বিপুল ভোটে জয়লাভ করলেও, এই কেন্দ্রের বজবজ পুরসভা এলাকার ২০টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৯টি ওয়ার্ডে বিজেপি জয় লাভ করেছে। একটি ওয়ার্ডে তৃণমূল জিতেছে মাত্র ৩ ভোটে। এমনকি বজবজ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্তর ৪ নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপি জিতেছে ২৭৩ ভোটে।

চেয়ার পার্সন ফুলু দে–র ওয়ার্ডে তৃণমূল জিতেছে মাত্র ৫৫ ভোটে। পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলের ডাকাবুকো কাউন্সিলর দীপক ঘোষের ওয়ার্ডেও বিজেপি জিতেছে ২০৮ ভোটে। এছাড়াও নজর কেড়েছে বিজেপি ২ নম্বর ওয়ার্ডে, যেখানে বিজেপির লিড ৫৭৪ ভোট, ওয়ার্ড নম্বর ৩, যেখানে বিজেপির লিড ৫০৭, ওয়ার্ড ১৪ বিজেপির লিড ৬০৫, ওয়ার্ড ১৬ বিজেপির লিড ৮৫৭।

এই ফলাফলে তৃণমূল শিবির কার্যত হতাশ। স্বভাবত প্রশ্ন উঠছে আগামী বছর পুরসভা নির্বাচনে তৃণমূল পুর বোর্ড ধরে রাখতে পারবে তো? অন্য একটি সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে খুব শীঘ্রই গেরুয়া শিবিরকে চাঙ্গা করতে বজবজে সভা করতে আসছেন বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং। বাতাসে আরো গুঞ্জন যে, পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত বিজেপিতে চলে যেতে পারেন। কারণ তাঁকে নাকি 'সাবাতোজ' করে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে গৌতম দাশগুপ্ত বলেন, সারা রাজ্যেই গেরুয়া ঝড়ের ফলে ভোটের মেরুকরণ হয়েছে। তাই আমার ওয়ার্ডেও বিজেপি জিতেছে। 'সাবোতোজ' প্রসঙ্গে তিনি কিছু বলতে চাননি। তিনি বলেন, আমি আমার নিজস্ব ওয়ার্ড ৯ নম্বর ওয়ার্ডে জিতেছি। ৪ নম্বর ওয়ার্ড বরাবরই বামপন্থীদের। তবুও গত নির্বাচনে আমি জিতেছিলাম। আপনি কি বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন? এর উত্তরে তিনি বলেন এসবই গুজব, ভিত্তিহীন সংবাদ।

কম ভোট

দোষ কার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৩৪ বছরের বাম শাসনের পর ২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যের সরকার গঠন করে। মাত্র ৮ বছরেই তৃণমূলের অন্দরে ত্রাহি ত্রাহি রব। ২০১৯ এর লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের পর এখন গেরুয়া ঝড়ে তৃণমূলের সাজানো বাগান লণ্ডভণ্ড। অথচ গত ৮ বছরে রাজ্যে সামগ্রিকভাবে

কাটাছেঁড়া

যে উন্নয়ন হয়েছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। রাস্তাঘাট, পানীয় জল, স্বাস্থ্য, পরিবহন, পর্যটন সবক্ষেত্রেই আমূল পরিবর্তন হয়েছে। এছাড়াও জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নানা পরিষেবা চালু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। কন্যাশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী, সবুজসাথী, সমব্যথী, বৈতরণী নানা প্রকল্পে উপকৃত মানুষ। লোকশিল্পী থেকে সাংবাদিক মহলও পরিষেবা পাচ্ছেন। অন্যদিকে নরেন্দ্র মোদী সরকারের তেমন হাতে গরম কোনও পরিষেবা এ রাজ্যের মানুষ পায়নি। বলা ভালো পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। উল্টে পেট্রল ডিজেল গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি, জিএসটি, নোটবন্দী নানা ইস্যু তৃণমূলের মূল বিষয় ছিল। এমন কি জিরো ব্যালেন্স অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা না ঢোকা, কালো টাকা উদ্ধার না করা, সহ নানা ব্যাপারে তৃণমূল প্রচারে ঝড় তুলেছিল। ''চৌকিদার চোর হ্যায়'' শ্লোগান তুলে তৃণমূল নেতা–নেত্রীরা হাততালিও পেয়েছিলেন প্রচুর। কিন্তু তা সত্ত্বেও মোদী ঝড়ে এ রাজ্যের তৃণমূলের এখন যায় যায় অবস্থা! সকলের প্রশ্ন তৃণমূল আবার ২০২১ সালে ক্ষমতায় ফিরবে তো?

এরপর পাঁচের পাতায়

সৌজন্যের সাত দিনে কাঁটা বাংলায়

ওঁকার মিত্র : গত লোকসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশ থেকে নতুন সরকারের শপথ গ্রহণ। ২৩ থেকে ৩০ মে। সাতদিনে নরেন্দ্র মোদী কতবার নত হয়েছেন এবং প্রণাম করেছেন তা এখন রাজনৈতিক চর্চায় পরিণত হয়েছে। মা থেকে বাবা বিশ্বনাথ। আদবানী থেকে প্রণব মুখোপাধ্যায়। বিজয় দিবসের ধন্যবাদ মঞ্চে আগত জনগণ থেকে শেষ দিনে মহাত্মা গান্ধী, অটল বিহারী বাজপেয়ী ও শপথ অনুষ্ঠানে সমবেত অতিথি। মাথা নত করতে কসুর করেন নি মোদী। এও এক ধরনের সৌজন্যের রাজনীতি। দীর্ঘ রাজনৈতিক প্রচারের তিক্ততা কমিয়ে নতুন সংস্কৃতির স্বাদ দিতে চেয়েছেন এই চৌখস নেতা। তিনি জানেন সৌজন্যে অবসান হয় বিতর্কের। নিষ্কন্টক থাকে চলার পথ।

সৌজন্যের সাতদিনে মোদী যখন নত মস্তকে রাজনীতির হাওয়া ঘোরাচ্ছেন তখন চরম অসৌজন্যের রাজনীতিতে বিষময় হয়ে উঠছে পশ্চিমবঙ্গের বাতাবরণ। দিকে দিকে শুরু হয়েছে ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস ও দখলের রাজনীতি। একদল নেতা নেমে পড়েছেন দল ভাঙাতে আর একদল নেতা–নেত্রী নেমে পড়েছেন অশান্তিতে ইন্ধন দিতে। উলুখাগড়া বঙ্গবাসী ভুগছে চরম সংঘর্ষের আশঙ্কায়। এই বাতাবরণ বদলাতে অবিলম্বে নেতাদের বয়ানবাজী বন্ধ করা জরুরি। এ রাজ্যে ২০১১ সালে রাজনৈতিক পালা বদলের পর যে নেত্রী 'বদলা নয়, বদল চাই' বলে সৌজন্যের বারিবর্ষণে নিভিয়ে দিয়েছিলেন অশান্তির আগুন, তিনিও নেমে পড়েছেন দল বাঁচাতে। সংকীর্ণ রাজনীতির অজুহাতে বয়কট করেছেন প্রধানমন্ত্রীর শপথ অনুষ্ঠান। সবাই মিলে সৌজন্যের কাঁটা তৈরি করছেন বাংলায়।

মূল লক্ষ্য যদি ক্ষমতা হয় তাহলে নিশ্চিত করে বলা যায় বাংলার ভবিষ্যত রাজনৈতিক দলাদলিতে সংঘর্ষময় হতে চলেছে। যার বলি হবে বাংলার জীবন–যৌবন, রুজি–রোজগার। মনে রাখতে হবে রাজনৈতিক ক্ষমতা পরিবর্তনশীল। তাকে ধরে রাখতে অসহিষ্ণুতা নয় সৌজন্যই চাবিকাঠি।

বিজেপি কর্মীদের ওপর বোমাবাজির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : নরেন্দ্র মোদীর প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথের দিন দক্ষিণ শহরতলির নোদাখালি থানা এলাকার আলমপুরে বিজেপি কর্মীদের ওপর তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বোমাবাজির অভিযোগকে কেন্দ্র করে ব্যাপক গণ্ডগোল ছড়ায়। সূত্রের খবর বিজেপির কর্মী–সমর্থক ও নেতৃত্ব এদিন সকালে আলমপুর হাই রোড এলাকায় বিজেপির পতাকা লাগিয়ে মিষ্টি বিতরণ করছিল। সেই সময় তৃণমূল আশ্রিত কিছু দুষ্কৃতী বোমা বাজি করে ও শূন্যে গুলি চালায়। পথ চলতি মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। বেশ কয়েকজন আহত হন। নোদাখালি থানার বিশাল পুলিশবাহিনী এলাকায় গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পড়ে থাকা তাজা বোমা উদ্ধার করে পুলিশ।

এরপর পাঁচের পাতায়

পুরসভাতেও শাসকের আধিপত্য হারানোর আশঙ্কা

অরিন্দম রায়চৌধুরী : রাজ্যে শাসকদলের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি, স্বজন পোষণ এবং গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের বিরুদ্ধে বিগত দিনে নানা অভিযোগ ওঠে। কালে কালে তা প্রকাশ্যেও আসে। এমনকি দলনেত্রীর গোচরেও যায়। যার কারণে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বহুবার সংশ্লিষ্ট নেতৃত্বদের সতর্কীকরণও করেন। কিন্তু কার্যত তাঁর সেই নির্দেশিকাকে বুড়ো আঙুল দেখান সংশ্লিষ্ট নেতৃবৃন্দ। এসবের বিরুদ্ধে জনমানসে ক্ষোভও পুঞ্জীভূত হয়। যার প্রভাব পড়ে সদ্যসমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে। ৪২টি আসনের মধ্যে ১৮টি আসন দখল করে বিজেপি। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার পাঁচটি লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে বনগাঁ ও বারাকপুর দুটি লোকসভা কেন্দ্র শাসকদলের হাতছাড়া হয়। এছাড়া বারাসত ও দমদম এই দুটি লোকসভা কেন্দ্রে শাসকদল জয়ী হলেও বিজেপির ভোট বৃদ্ধি পায় ব্যাপক হারে। বারাসত লোকসভার সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রের হাবড়া বিধানসভায় শাসকদলের লিড নেই। সেখানে বিজেপি এগিয়ে তিরিশ হাজারেরও বেশি ভোটে। অথচ এই কেন্দ্রের দায়িত্বে স্বয়ং খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক।

উত্তর ২৪ পরগনা

বারাসত পুরসভার ৩৫টি ওয়ার্ডের মধ্যে ২৮টি ওয়ার্ডেও শাসকদল পিছিয়ে পড়েছে। এমনকি মন্ত্রী সুজিত বসুর বিধানসভা কেন্দ্রেও তৃণমূলের লিড নেই। দেগঙ্গা, মধ্যমগ্রাম এবং সব্যসাচী দত্তর বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে লিড না পেলে ডা. কাকলি ঘোষ দস্তিদার জিততে পারতেন না বলে সূত্রের খবর। অথচ এসব ব্যাপারে জেলা নেতৃত্ব নীরব। সূত্রের খবর, তলে তলে বেশ কিছু জেলা নেতৃত্ব দলকে হারানোর জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন। তারা বিজেপিতে যোগদানের জন্য পা বাড়িয়ে রয়েছেন বলেও সূত্রের দাবি। এ কারণে সাধারণ তৃণমূল কর্মী, সমর্থকরা পুরনো মুখের পরিবর্তে নতুন মুখ আনতে চাইছেন। পাশাপাশি বনগাঁ লোকসভা হাতছাড়া হওয়ার কারণ অনুসন্ধানেরও দাবি জানাচ্ছেন তারা বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে জানা যায়। এদিকে বারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত চারটি পুরসভা তৃণমূলের হাতছাড়া হতে চলেছে বলে সংশ্লিষ্ট মহল থেকে জানা গিয়েছে। আগামী বছর পুরসভা নির্বাচন। তাতে শাসকদল তার আধিপত্য বজায় রাখতে পারবে কিনা, এ নিয়েও সংশ্লিষ্ট মহলে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

সপ্তদশ লোকসভায় মহিলা সদস্য ৭৮

নিজস্ব প্রতিনিধি : সপ্তদশ লোকসভায় ৫৪২ জন প্রতিনিধির মধ্যে মহিলা প্রতিনিধি রয়েছেন ৭৮ জন। এটা লোকসভার ইতিহাসে সর্বকালীন রেকর্ড। গতবার ছিল ৬২ জন। এবার পশ্চিমবঙ্গ থেকে মহিলা প্রতিনিধি রয়েছেন ১১ জন। গতবার ছিল ১২ জন। এটি বাংলা থেকে সর্বোচ্চ সংখ্যক মহিলা লোকসভার সদস্য। পশ্চিমবঙ্গ থেকে রয়েছেন দেবশ্রী চৌধুরি (রায়গঞ্জ), মহুয়া মৈত্র (কৃষ্ণনগর), ডা. কাকলি ঘোষ দস্তিদার (বারাসত), নুসরত জাহান রুহি (বসিরহাট), প্রতিমা মণ্ডল (জয়নগর), মিমি চক্রবর্তী (যাদবপুর), মালা রায় (কলকাতা দক্ষিণ), সাজদা আহমেদ (উলুবেড়িয়া), লকেট চট্টোপাধ্যায় (হুগলি), অপরূপা পোদ্দার (আরামবাগ) এবং শতাব্দী রায় (বীরভূম)। এই ১১ জনের মধ্যে দেবশ্রী চৌধুরি ও লকেট চট্টোপাধ্যায় হলেন বিজেপি–র আর বাকিরা হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের। আর এই ১১ জনের মধ্যে প্রথমবার লোকসভায় গেলেন ছ'জন। তৃণমূল কংগ্রেসের চার জন এবং বিজেপি–র দু'জন। বাকি পাঁচজন সকলেই তৃণমূল কংগ্রেসের। যারা ষোড়শ লোকসভার সদস্য ছিলেন।

বাংলার মহিলা মুখ দেবশ্রী চৌধুরী

সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনে এরাজ্য থেকে মোট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ছিলেন ৪৬৬ জন। এর মধ্যে মোট প্রতিদ্বন্দ্বী মহিলা প্রার্থী ছিলেন ৫৪ জন। যা সাড়ে ১১ শতাংশের সামান্য বেশি। এই ৫৪ জনের মধ্যে ১৭ জন ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের। জয়লাভ করেন ন'জন। নতুন মুখ কৃষ্ণনগর (১২) কেন্দ্রের সাংসদ মহুয়া মৈত্র। রাজ্যের কনিষ্ঠতম সাংসদ বসিরহাট (১৮) কেন্দ্রের নুসরত জাহান রুহি। যাদবপুর (২২) কেন্দ্রের সাংসদ মিমি চক্রবর্তী আর কলকাতা দক্ষিণ (২৩) কেন্দ্রের সাংসদ মালা রায়। অন্যদিকে এই ৫৪ জনের মধ্যে পাঁচজন ছিলেন 'ভারতীয় জনতা পার্টি'র। জয়লাভ করেন দু'জন। আর এই দু'জনই লোকসভার নতুন মুখ। রায়গঞ্জ (৫) কেন্দ্রের সংসদ দেবশ্রী চৌধুরী আর হুগলি (২৮) কেন্দ্রের সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়। আর এই ৫৪ জনের মধ্যে আটজন ছিলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের। ছ'জন ছিলেন সিপিআই(এম) এবং বাকি ১৮ জন ছিলেন অন্যান্য রাজনৈতিক দলের। প্রসঙ্গত, ২০০৯–এর লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের ৩৬৮ জন প্রার্থীর মধ্যে মহিলা ছিলেন ২৯ জন। যা ১০ শতাংশেরও কম। এদের মধ্যে মাত্র সাত জন নির্বাচনে জয়ী হন। ২০১৪–য় রাজ্যের ৪৭২ জন প্রার্থীর মধ্যে মহিলা ছিলেন ৫১ জন। যা ১১ শতাংশের কম। এদের মধ্যে জয়ী হন১২ জন। আরও একটি কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

এরপর পাঁচের পাতায়

Alipur Barta: 53 year : Vol No.: 53, Issue No. 32, 1 June - 7 June, 2019

নরেন্দ্র মোদী রিটার্নসে উত্তাল শেয়ার বাজার

পার্থসারথি গুহ

নরেন্দ্র মোদী রিটার্নসের প্রেক্ষিতে পৃথিবী বিখ্যাত শেয়ার বিশারদ এজেন্সিগুলো এখনও ভারত সম্পর্কে খুব বুলিশ বা তেজিয়ান মনোভাব পোষণ করছে। তাঁদের মতে, নিফটি আগামী ৪–৫ বছরের নিরিখে ৩০ হাজার ছুঁয়ে ফেলতে পারে। বলাবাহুল্য সেক্ষেত্রে সেনসেক্স ১ লাখের ঘর ছাপিয়ে চলে যাবে আরও অনেকটাই ওপরে। এত কিছু বড় টার্গেট বেঁধে দেওয়া হলেও যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণেও যে চিত্র ধরা পড়ছে তা বলছে নিফটি আগামী কিছুদিনের মধ্যে ১২ হাজারের গণ্ডি অতিক্রম করলেও খুব বেশি একটা ওপরে যেতে পারবে না। মেরেকেটে ১৩ হাজার হতে পারে নিফটি। তবে এটাও ঠিক খুব একটা পতনের জায়গায় নেই ভারতের শেয়ার বাজার। ১১ হাজারকেই আপাতত নিফটির সাপোর্ট ধরা হচ্ছে।

২০১৯ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত বিজেপি রাজ চলার প্রভূত সম্ভাবনা ছিল আগেই। তাতেই শিলমোহর পড়ল লোকসভা ভোটের ফলাফলে। সামনের এই ৫–৬ বছরের মধ্যে বড় কোনও অঘটন না ঘটলে একটা অসম্ভব স্থিতিশীলতা চলে আসবে শেয়ার বাজারের অভ্যন্তরে। বাজার লাগাতার বাড়ার পিছনে আরও কয়েকটি উপাদান অবশ্য কাজ করছে। তার মধ্যে জিএসটি চালু হওয়া, ভালো বর্ষা, দেশি–বিদেশি ফান্ডগুলির ভারতের বাজারের প্রতি আস্থা পোষণ করা,

অর্থনীতি

নোটবন্দি পরবর্তী বেশ কয়েকটি নির্বাচনে বিজেপির তাক লাগানো ফলাফল করা, রাজ্যসভায় আগামী বছর খানেকের মধ্যে ঘাটতি মিটিয়ে নেওয়া, মোদির সংস্কার রথ অব্যাহত থাকা, সুদের হার নিরন্তর কমতে থাকা ইত্যাদি এতগুলো ইতিবাচক খবর রয়েছে যা ভারতের বাজারকে অক্সিজেন জোগাচ্ছে পুরোদমে।

এর সঙ্গে ভারতের শেয়ার বাজারের এই অভূতপূর্ব উচ্চতায় চলে যাওয়ার পিছনে চিনের সর্বনাশও একটা অত্যন্ত বড় কারণ। চিনের সর্বনাশেই কার্যত ভরা জ্যৈষ্ঠের মধ্যেও পৌষ মাস ভারতের শেয়ার বাজারে। চিন থেকে গত ১–২ বছর ধরেই বিপুল পরিমাণ টাকা তুলে নিতে দেখা

যাচ্ছে বিদেশি এফআইআইদের। তাঁরাই হয়তো এখন ভারতের বাজারে সেই টাকা লগ্নি করেছেন। যদিও বিগত এক বছরে ভারতের বাজারে বলার মতো কিছু ভূমিকা নেই এফআইআইদের।

বরং অনেক বেশি শক্তি বাড়াতে সক্ষম হয়েছে ঘরোয়া ফান্ডগুলি। ভারতের শেয়ার বাজার জুড়ে ডোমেস্টিক বা দেশি ফান্ডের ক্রমবর্ধমান শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে গত ১ বছর ধরেই। আর এই এক বছর তো বিদেশিদের কার্যত সাইডলাইনে রেখে ভারতের অর্থ বাজারের ব্যাটন নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে ডিআইআই বা মিউচুয়াল ফান্ডগুলি। এই কর্তৃত্ব খুব সহজে ডোমেস্টিকরা ছেড়ে দেবেন বলে মনেও হচ্ছে না। সেক্ষেত্রে এই অর্থবর্ষ শেষ হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ ২০–এ মার্চ–এপ্রিল পর্যন্ত ফান্ড–এর জোগান অব্যাহত থাকতে পারে। এখনও পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে চোখে পড়লে বিদেশি এফআইআইরা যেমন রোজ হাজার কোটির মাল বেচছেন, তার পালটা ভারতীয় ফান্ড প্রায়ই তার বেশি কিনছে। আসলে পেনশন, ইপিএফ সহ বিভিন্ন জায়গার টাকা হাতে আসাতে ভারতীয় সংস্থাগুলি বলিয়ান হয়ে উঠছে এটা জলের মতো পরিস্কার। এটা নিঃসন্দেহে শেয়ার বাজারের প্রেক্ষিতে খুব বড় খবর। ভারতীয় লগ্নিকারী তাই বুক ঠুকে দাবি করছেন আগামী স্বর্ণালী যুগের কথা, যা শেয়ার বাজারের অক্সিজেন জোগান দেবে নিয়ম করে।

ইতিমধ্যেই অবশ্য ভারতের অর্থবাজার ১২ হাজারের ওপর শক্ত পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা শুরু করেছে। যার জেরে ১২ হাজারের শক্ত রেজিস্ট্যান্স পার করার চেষ্টা চলছে নিফটির। এই জায়গাটা পার করে দাঁড়িয়ে গেলে পরবর্তী ধাপ যে ১৩ হাজার তা বলাইবাহুল্য। আর আগামী ৫ বছরের জন্য নিফটিকে ২০ হাজারে দেখছেন প্রত্যেক অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞই। তাঁদের সাফ কথা, সাড়ে ৫ হাজারি নিফটি মোদী–১ জমানায় ১২ হাজার হয়েছে। সুতরাং আও ৫ বছরে ২০–২২ হাজার নিফটির ক্ষেত্রে আশা করাই যেতে পারে। সেক্ষেত্রে সেনসেক্সে ৭০ হাজার ছুঁয়ে ফেলতেই পারে অনায়াসে। এভাবেই নানা জল্পনার মধ্যে এগোবে ভারতের অর্থবাজার।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১ জুন – ৭ জুন, ২০১৯

মেষ : কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে। গৃহ–ভূমি ও জমি–জমা সম্পর্কিত বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে উর্ধ্বতন লোকেরা আপনাকে ভাল চোখে দেখবে। কর্মে পদোন্নতির যোগও রয়েছে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। শিল্পীদের পক্ষে সময়টি শুভ।

বৃষ : পত্নীর শরীর ভাল যাবে না। পূর্বকল্পিত কাজগুলি সুসম্পন্ন করতে সক্ষম হবেন এবং প্রশংসা পাবেন আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। বিবিধ সমস্যা এলেও আপনি সাফল্য পাবেন। শিক্ষায় শুভ ফলে বাধার যোগ। কর্মস্থলে গোলযোগের সম্ভাবনা রয়েছে।

মিথুন : উচ্চমার্গের মানুষের সাথে যোগাযোগ হবে এবং তাঁদের দ্বারা আপনি উপকৃত হবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। গৃহে আত্মীয় সমাগমে ঘটবে। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভযোগ রয়েছে। কর্মস্থলে গুপ্ত শত্রুতার যোগ।

কর্কট : দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে কিঞ্চিৎ বাধা আসবে। তথাপি আপনি সাফল্য পাবেন। শিক্ষায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। সপ্তাহের শেষে আয় যোগ বৃদ্ধি পাবে। শিরঃপীড়ায় অথবা চক্ষুপীড়ায় কষ্ট পাবেন। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভফল পাবেন।

সিংহ : লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। মনের দোদুল্যমান অবস্থার জন্য ক্ষতি হয়ে যাবে। আর্থিক বিষয়ে বাধা এলেও চেষ্টা করলে আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। কর্মস্থলে সাবধানে চলতে হবে। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। সাবধানে চলাফেরা করতে হবে।

কন্যা : গৃহভূমি সম্পর্কে শুভফলের যোগ রয়েছে। বন্ধু বা বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তির সাহায্য পাবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। নূতন কোনও ব্যবসায় হাত দেবেন না। সপ্তাহের শেষে মানসিক শক্তি কমে যাবে। রক্তের উচ্চচাপজনিত পীড়ায় কষ্ট।

তুলা : নাতিদীর্ঘ তীর্থভ্রমণযোগ রয়েছে। নূতন কর্মলাভের যোগ এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিবাহের যোগাযোগ হতে পারে। পিতার পক্ষে সময়টি ভাল। লেখাপড়ায় চেষ্টা করলে শুভ ফল পাওয়া যাবে। ব্যবসা–বাণিজ্যে ভাল ফল লক্ষিত হয়। ভাগ্যোন্নতির যোগ রয়েছে।

বৃশ্চিক : শরীর খুব ভাল যাবে না। অত্যধিক দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে আপনি হিমসিম খাবেন। ভ্রাতা বা ভগ্নীর সাহায্য পাবেন। শিক্ষায় ফল ভাল হবে। আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার উন্নতি ঘটবে আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। ব্যবসায় লাভ হবে। নূতন নূতন কাজের যোগাযোগ আসবে। মাথা ঠাণ্ডা রাখুন।

ধনু : আর্থিক বিষয়ে বাধা এলেও আপনি অর্থ পাবেন। যোগাযোগ মূলক কাজগুলি আপনি এখন করতে পারেন। প্রতিটি কাজ খুব চিন্তা করে করবেন। শরীর আপনার ভাল যাবে না। বিশেষ করে যকৃৎ সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ব্যবসায় ভালো ফল পাবেন।

মকর : ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। গৃহে শান্তি বজায় থাকবে প্রোমোটারদের পক্ষে সময়টি ভাল। মনের উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে। বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। শিক্ষায় সফলতা আসবে। স্নেহ প্রীতির বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। যাঁরা সাহিত্যিক বা লেখক তাঁদের পক্ষে সময়টি শুভ।

কুম্ভ : দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে বিবিধ সমস্যা দেখা দেবে। কর্মস্থলে গোলযোগ লক্ষিত হয়। ক্রয়–বিক্রয় ক্ষেত্রে সময়টি ততটা ভাল নয়। ঋণ নেওয়া বা ঋণ দেওয়া কোনটাই করবেন না। লেখাপড়ায় মোটামুটি ফল পাবেন। বুদ্ধি করে চলুন।

মীন : আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। কিন্তু শরীর আপনার এখনও তেমন ভাল নয়। বিশেষ করে অতিরিক্ত চিন্তাধারার কাজগুলি আপাততঃ করবেন না, শিক্ষায় ভাল ফল পাবেন এবং মানসিক শান্তি বৃদ্ধি পাবে, ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়।

স্টেট ব্যাঙ্কে ৫৫২ স্পেশ্যালিস্ট অফিসার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৫৫২ জন স্পেশ্যালিস্ট অফিসার নেবে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া। প্রাথমিকভাবে পাঁচ বছরের চুক্তিতে নিয়োগ হবে সংস্থার ওলেয়থ ম্যানেজমেন্ট বিজনেস ইউনিটে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : CRPD/SCO–WEALTH/2019–20/06.

State Bank of India
THE BANKER TO EVERY INDIAN

Job Opportunity

শূন্যপদের বিবরণ : রিলেশনশিপ ম্যানেজার : ৪৮৬টি (সাধারণ ১৮৭, তফসিলি জাতি ৮৫, তফসিলি উপজাতি ৪১, ও বি সি ১২৭, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৪৬)। এর মধ্যে চলাফেরায় ৫টি শূন্যপদ সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক। সঙ্গে ওলেয়থ ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত কাজে কোনও ব্যাঙ্কে বা কোনও আর্থিক সংস্থায় রিলেশনশিপ ম্যানেজার পদে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স : ১–৪–২০১৯ তারিখে ২৩ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতন : প্রতি বছরে ৬ লাখ থেকে ১৫ লাখ টাকা। কাস্টমার রিলেশনশিপ এক্সিকিউটিভ : ৬৬টি (সাধারণ ২৭, তফসিলি জাতি ১০, তফসিলি উপজাতি ৭, ও বি সি ১৬, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৬)। এর মধ্যে চলাফেরায় অসুবিধা আছে এমন প্রতিবন্ধীদের জন্য ১টি শূন্যপদ সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক, সঙ্গে আর্থিক পণ্য–সংক্রান্ত তথ্য নথিবদ্ধ করার কাজে অভিজ্ঞতা এবং উচ্চমানের যোগাযোগের দক্ষতা থাকতে হবে। এর পাশাপাশি বৈধ টু হুইলার ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে। বয়স : ১–৪–২০১৯ তারিখে ২০ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতন : প্রতি বছরে ২ লাখ থেকে ৩ লাখ টাকা।

তফসিলিরা ৫, ও বি সিরা ৩ এবং দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা ১০ বছরের বয়সের ছাড় পাবেন।

প্রাথমিকভাবে বাছাই করা প্রার্থীদের নির্বাচিত করা হবে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে।

অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটগুলির যে কোনও একটির মাধ্যমে : https://bank.sbi/careers বা https://www.sbi.co.in/careers প্রার্থীর চালু ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ১২ জুন। মনে রাখবেন, অনলাইন আবেদনের সময় প্রার্থীর জেপিজি বা জে পি ই জি ফর্ম্যাটে স্ক্যান করা রঙিন পাসপোর্ট মাপের ফটো (২০০ x ২৩০ পিক্সেল ডাইমেনশনে ২০ থেকে ৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) এবং কালো কালি দিয়ে করা সই (১৪০ x ৬০ পিক্সেল ডাইমেনশনে ১০ থেকে ২০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে। এছাড়াও প্রার্থীর সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি, সচিত্র পরিচয়পত্র, বয়স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় নথিপত্র, অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট ও পূরণ করা ফর্ম–১৬ স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে।

আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিট করার পর সিস্টেম জেনারেটেড রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে। পূরণ করা আবেদনপত্রের এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন।

অনলাইনে ফি বাবদ দিতে হবে ৭৫০ টাকা (তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১২৫ টাকা)। ফি জমা দেওয়া যাবে ক্রেডিট কার্ড বা ডেবিট কার্ড বা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। ফি জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড ই–রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। প্রিন্ট আউট কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। পরে কাজে লাগবে।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

ভারতীয় নৌবাহিনীতে টেকনিক্যাল অফিসার

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেশ কিছু টেকনিক্যাল অফিসার নিয়োগ করবে ভারতীয় নৌবাহিনী। ট্রেনিং দিয়ে নিয়োগ করা হবে ১০+২ (বি টেক) ক্যাডেট এন্ট্রি স্কিমের মাধ্যমে, পার্মানেন্ট কমিশনে। কোর্স শুরু হবে ২০২০–র জানুয়ারি মাসে। কেবলমাত্র অবিবাহিত পুরুষরাই আবেদন করতে পারবেন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ফিসিক্স, কেমিস্ট্রি ও অঙ্কে মোট অন্তত ৭০ শতাংশ নম্বর সহ উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল। পাশাপাশি, মাধ্যমিক অথবা উচ্চমাধ্যমিকে ইংরেজিতে অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর থাকতে হবে। সেই সঙ্গে বি ই বা বি টেক পড়ার জন্য সর্বভারতীয় জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন (মেন), ২০১৯ (বি ই বা বি টেকের জন্য) পরীক্ষায় প্রার্থীকে অবশ্যই উত্তীর্ণ হয়ে থাকতে হবে।

দৈহিক মাপজোক : উচ্চতা ১৫৭ সেমি (গোর্খাদের

ক্ষেত্রে ১৫২ সেমি)। উচ্চতার সঙ্গে মানানসই ওজন থাকতে হবে। দৃষ্টিশক্তি : ন্যূনতম দূরের ক্ষেত্রে ৬/৬, ৬/৯ হওয়া চাই, চশমা সহ ৬/৬ পর্যন্ত সংশোধনযোগ্য। রাতকানা হলে বা বর্ণান্ধতা থাকলে আবেদন করবেন না।

বয়স : জন্মতারিখ হতে হবে ২–৭–২০০০ থেকে ১–১–২০০৩ এর মধ্যে।

প্রার্থী বাছাই করা হবে সার্ভিস সিলেকসন বোর্ডের দু'পর্যায়ের ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন (মেন), ২০১৯–এর অল ইন্ডিয়া র‍্যাঙ্কের ভিত্তিতে প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করা হবে। তালিকাভুক্ত প্রার্থীদের অগস্ট থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে ইন্টারভিউ হবে কলকাতা বা ভোপাল বা কোয়েম্বাটুর বা বিশাখাপত্তনম বা বেঙ্গালুরুতে। ইন্টারভিউ চলবে ৪ দিন ধরে। ইন্টারভিউয়ের প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষায় ইন্টেলিজেন্স টেস্ট, পিকচার

কাজের খবর

পারসেপশন টেস্ট এবং গ্রুপ ডিসকাশন হবে। এই পরীক্ষায় ব্যর্থ হলে সেদিনই প্রার্থীকে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সফল হলে দ্বিতীয় ধাপের পরীক্ষায় থাকবে সাইকোলজিক্যাল টেস্ট, গ্রুপ টেস্টিং ও ইন্টারভিউ। সবশেষে মেডিক্যাল এক্সামিনেশন হবে। গোটা প্রার্থী বাছাই পরীক্ষা চলবে ৩–৫ দিন ধরে। প্রথমবার ইন্টারভিউ দিতে গেলে এসি থ্রি টিয়ারের রেলভাড়া পাবেন।

চূড়ান্ত সফল প্রার্থীদের কেরলের এঝিমালা ন্যাভাল আকাদেমিতে ৪ বছরের বি টেক কোর্স করতে পাঠানো হবে। কোর্সের শেষে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি টেক ডিগ্রি পাবেন। প্রশিক্ষণের সমস্ত ব্যয়ভার করবে নৌবাহিনী। ট্রেনিংয়ে সফলদের সাব লেফটেন্যান্ট র‍্যাঙ্কে নিয়োগ করা হবে।

অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.joinindianarmy.gov.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। রেজিস্ট্রেশন করা যাবে ৩১ মে থেকে ১৭ জুন পর্যন্ত। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্ত পূরণ করার সময়ে জে পি জি বা এফ আই টি টি ফর্ম্যাটে প্রার্থীর স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফটো–সহ বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় প্রয়োজনীয় নথিপত্র আপলোড করতে হবে। যথাযথভাবে অনলাইন দরখাস্ত পূরণ করে 'Submit' করুন। সাবমিটের পর পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। প্রিন্ট আউট–সহ যাবতীয় নথিপত্রের মূল কপি ইন্টারভিউয়ের সময় সঙ্গে রাখবেন।

খুঁটিনাটি জানতে দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

শব্দবার্তা ১৩১

১			■	২			৩
	■	■	■		■	■	
৪		৫			■	■	
■	■		■	৬	৭	■	
৮	■	৯	১০	■		■	■
	■		১১				১২
	■			■	■	■	
১৩				■	১৪		

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। পঞ্চদশ শতকের এই ভক্ত ও সাধকের দোঁহাবলী আজও মধুর ২। কাগজের তাড়া যা দিয়ে গাঁথা হয় ৪। অন্ততপক্ষে, খুব কম করেও ৬। সম্মত ৯। কাব্যে 'আমার' ১১। রুপোর শুভ্র উজ্জ্বলতা ১৩। নিষ্ফল খাটুনি ১৪। নৌকার শ্রেণি।

উপর–নীচ

স্বর্ণ ২। মৃতপ্রায়, অর্ধমৃত ৩। নদীর তীর ৫। নমস্কার, আদাব ৭। বাসের বা চায়ের জমি ৮। সদ্বিষয়ে আলাপ আলোচনা ১০। মানুষ ১২। দিল্লির বিখ্যাত সংশোধনাগার।

সমাধান : শব্দবার্তা ১৩০

পাশাপাশি : ১। শ্রীরামপুর ৫। সিদ্ধ ৬। শোক ৭। তানসেন ৯। নমস্কার ১১। হর্ষ ১২। ঘাম ১৩। তৎপরতা।

উপর–নীচ : ২। রামরহিম ৩। রসিকতা ৪। রমজান ৮। সেখানকার ৯। নজরানা ১০। রহমত

ঘোরো সব তীর্থ বার বার
জ্যোতিষ তীর্থ সুনির্মল শাস্ত্রী একবার
নিম্নলিখিত সমস্যা প্রতিকার আমরা সর্বদাই সচেষ্ট
✡ পড়াশুনায় বাধা/ব্যর্থতা
✡ চিকিৎসায় সাড়া না মেলা
✡ মামলা/ মোকদ্দমা

✡ প্রেমে/বিবাহে বাধা
✡ কালসর্প যোগ
✡ মাঙ্গলিক যোগ
ইত্যাদি বিচার করে অল্পমূল্যে উপযুক্ত প্রতিকার ব্যবস্থা করা হয়।
জ্যোতিষ শিখে স্বনির্ভর হোন
রাসবিহারী/কালীঘাট/বহু বাজার/বেহালা
9051494244/7890042718

রামকৃষ্ণ মিশনে কারিগরি প্রশিক্ষণ, যোগ্যতা অষ্টম পাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ওয়েল্ডিং, টিগ ও মিগ এবং মোবাইল ফোন রিপেয়ারিংয়ের প্রশিক্ষণ দেবে রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষা মন্দির। অন্তত ক্লাস এইট পাশ ছেলেরা প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন।

ওয়েল্ডিং (গ্যাস, ইলেক্ট্রিক ও আর্ক) কোর্সের মেয়াদ ৬ মাস। ক্লাস শুরু ১ জুলাই। সপ্তাহে ৩ দিন ক্লাস। ভর্তির ফি ১,৫০০ টাকা। মাসিক ফি ১৫০ টাকা। এই কোর্স সম্পর্কিত তথ্যের জন্য ফোন করতে পারেন এই নম্বরে : ৯৮০০১২৪৪১৩।

টিগ ও মিগ কোর্সের মেয়াদ ৩ মাস। বেসিক ওয়েল্ডিং জানা থাকলে তবেই এই কোর্সটি করা যাবে। ক্লাস শুরু ১ জুলাই। সপ্তাহে ৩ দিন ক্লাস। ভর্তির ফি ১,৫০০ টাকা। তথ্যের জন্য যোগাযোগের নম্বর : ৯৮০০১ ২৪৪১৩। মোবাইল ফোন রিপেয়ারিং কোর্সের মেয়াদ ৬ মাস। সপ্তাহে ৩ দিন ক্লাস। কোর্স শুরু হবে ১ জুলাই। ভর্তির ফি ১,৫০০ টাকা। মাসিক ফি ১৫০ টাকা। তথ্যের জন্য যোগাযোগের নম্বর : ৯৯৩২২–৪১৫৫৮।

ভর্তির ফর্ম সংগ্রহ করতে হবে এই ঠিকানা থেকে : রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষা মন্দির, বেলুড় মঠ, হাওড়া – ৭১১ ২০২।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে
৯৮৭৪০১৭৭১৬

ALLERGY ASTHMA CENTRE
CONSULTING PHYSICIAN SPECIALLY FOR ALLERGY ASTHMA URTICARIA
ALLERGIC RHINITIS SNEEZING RECURRENT COUGH AND COLD
FOR ALLERGY TEST AND TREATMENT AND IMMUNOTHERAPY VACCINES
ADD: 2/2A, Dr. SURESH SARKAR ROAD, KOLKATA- 700014.
BEHIND MOULALI MAZAR Near ENTALLY CINEMA HALL
E.mail : pandeynaren@yahoo.com
Website: www.mediland-diagnostic.com
www.drnerenpandey.in
Dr. Naren Pandey
Phone : 9830062336

নিরাপদ রক্তদান ও ক্যান্সার প্রতিরোধের প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : নিরাপদে রক্তদান ও ক্যান্সার প্রতিরোধ–বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেবে কফি হাউস সোশ্যাল অ্যাসোসিয়েশন। চার দিনের প্রশিক্ষণ। ৮ ও ৯ জুন বেলা ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত থিওরির ক্লাস। ১৩ ও ১৪ জুন বেলা ১২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত প্রোজেক্ট ও ফিল্ড ওয়ার্ক। অন্তত মাধ্যমিক পাশ তরুণ–তরুণীরা প্রশিক্ষণ নিতে পারেন। কোর্স ফি নেই। কশান ডিপোজিট বাবদ ২০০ টাকা জমা দিতে হবে। ২০২০–র মার্চ মাসে কশান ডিপোজিটের টাকা ফেরত পাওয়া যাবে বলে অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। সার্টিফিকেট প্রদানের অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে ৯ জানুয়ারি।

প্রশিক্ষণ নিতে আগ্রহীদের অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.chssa.in কশান ডিপোজিট বাবদ ২০০ টাকা ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে জমা দিতে হবে উপরোক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমেই। অনলাইন দরখাস্তের শেষ দিন ২ জুন। তথ্যের জন্য ফোন করতে পারেন এই নম্বরে : ৯৮৩০৪ ২৪৩৮৫।

আতস কাঁচে

স্ত্রীকে খুন, গ্রেফতার স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি : নিজের স্ত্রীকে খুন করে থানায় সেই স্ত্রী নিখোঁজের অভিযোগ জানাতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলেন খোদ অভিযুক্ত স্বামী। অভিযুক্তের নাম বাবুসোনা ওরফে ফজলুর রহমান জমাদার। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জীবনতলা থানার ঘুঁটিয়ারি শরিফ শ্রীনগর গাজীপাড়ার জমাদার পাড়ায় এলাকায়। তবে স্ত্রীর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক মেনে নিতে না পেরেই তাকে খুন করেছে বলে পুলিশকে জানিয়েছে অভিযুক্ত স্বামী ফজলুর। যদিও নিহত টুকাই ওরফে রাফিজা সরদারের (১৯) পরিবারের অভিযোগ পণের দাবিতেই স্ত্রীকে খুন করেছে ফজলুর। শনিবার সকালে ঘুঁটিয়ারি শরিফ ফাঁড়ির পুলিশ স্থানীয় হালদার পাড়া এলাকার একটি নির্মীয়মাণ বাড়ির নিচ থেকে উদ্ধার করেন গৃহবধূ রাফিজার দেহ। নিহতের পরিবারের অভিযোগ শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে রাফিজাকে। এ বিষয়ে ঘুঁটিয়ারি শরিফ ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করেছেন নিহতের পরিবারের সদস্যরা। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় অভিযুক্ত মৃতার স্বামী ফজলুর রহমান জমাদারকে আটক করেছে পুলিশ। পুলিশি জেরায় সে স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে খুনের কথা স্বীকার করেছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। শনিবার সকালে থানায় স্ত্রী নিখোঁজের ডাইরি করতে এসেই পুলিশি জেরার কাছে নিজের দোষের কথা স্বীকার করে ধরা পড়ে যায় ফজলুর।

ফেল করে আত্মঘাতী ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি : উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফল বের হতেই অনলাইনে ফলাফল দেখে অকৃতকার্য হওয়ায় বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হল এক ছাত্রী। মৃত ছাত্রীর নাম রিঙ্কি পাত্র (১৮)। মৃত ছাত্রীর বাড়ি ক্যানিং থানার গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হেড়োভাঙা গ্রামের ধোপার মোড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে সোমবার সকালে উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফল ঘোষণা হতেই ক্যানিংয়ের নলিয়াখালির জি এন হরিনারায়ণী বিদ্যাপীঠের উচ্চমাধ্যমিক ছাত্রী রিঙ্কি পাত্র অনলাইনে ফলাফল দেখে। ফলাফল দেখে অকৃতকার্য হওয়ায় বাড়িতে গিয়ে কাউকে কিছু না জানিয়ে বিষ খায়। পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা রিঙ্কি কে বাড়ি উঠানে পড়ে থাকতে দেখে ডাকাডাকি শুরু করেন। ততক্ষণে ওই ছাত্রী র মুখ থেকে গ্যাঁজা বের হতে শুরু করলে স্থানীয় প্রতিবেশীরা তড়িঘড়ি উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা ওই ছাত্রীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

ওই ছাত্রীর বাবা নিতাই পাত্র বলেন, পড়াশোনায় খুব একটা ভালো না থাকলেও বাড়িতে কেউ কোনও দিন বকাঝকা করত না। কেন যে বিষ খেয় আত্মহত্যা করল বুঝতে পারছিনা। অন্যদিকে জি এন হরিনারায়ণী বিদ্যাপীঠের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শ্যামল কুমার মণ্ডল বলেন, রিঙ্কি পাত্র পড়াশোনায় খুব একটা খারাপ ছিল না।উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফল নিতে স্কুলে আসেনি। শুনলাম অনলাইনে ফলাফল দেখে অকৃতকার্য হওয়ায় বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। রিঙ্কি একজন ভালো ফুটবলার ছিল। এমনকি বেশ কয়েকবার সুন্দরবন কাপ টুর্নামেন্ট খেলে স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করেছে। এমন ঘটনা খুবই বেদনাদায়ক।

আত্মঘাতী যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি : গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হল এক যুবক। মৃত যুবকের নাম পিন্টু নস্কর (২৬)। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার বিকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার দিঘীরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের কালীমন্দিরের কলতলা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে অন্যান্য দিনের মতো এদিনও দুপুরে খাওয়া দাওয়া সেরে পরিবারের সকলে বাইরে ছিলেন প্রচন্ড দাবদাহের হাত থেকে শান্তি পেতে। এরই ফাঁকে পিন্টু তার ঘরের মধ্যে ঘুমিয়ে ছিল। এরই মধ্যে এক ফাঁকে নিজের ঘরের মধ্যে গলায় দড়ি দেয় পিন্টু। পরিবারের লোকজন দেখতে পেয়ে তড়িঘড়ি পিন্টুকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা পিন্টু নস্করকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়ে ঠিক কি কারণে ওই যুবক আত্মহত্যা করল সেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বাসন্তীতে উদ্ধার বোমা

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রচুর বোমা উদ্ধারকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন প্রান্তে কমবেশি উত্তেজনা ছড়িয়েছে। রবিবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের ফুলমালঞ্চ গ্রামপঞ্চায়েতের ওস্তাগার পাড়ায় প্রচুর বোমা উদ্ধার করাকে কেন্দ্র করে নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। এদিন সকালে স্থানীয় কয়েকজন শিশু খেলতে গিয়ে ভোলা ওস্তাগার নামে স্থানীয় এক ব্যক্তির বাড়ির পিছনে অনেক গুলি বোমা পড়ে থাকতে দেখে। তারা এসে বড়দের বিষয়টি জানালে সকলে মিলে গিয়ে ঘটনাস্থল থেকে প্রায় ২৫ পিস বোমা উদ্ধার করে। এরপর এ বিষয়ে স্থানীয়রা বাসন্তী থানায় জানালে পরে পুলিশ এসে বোমা গুলি উদ্ধার করে জলের মধ্যে চুবিয়ে সেগুলিকে নষ্ট করে নিয়ে যায়।

এর পাশাপাশি এতগুলো বোমা কি উদ্দেশ্যে কে বা কারা এখানে এনেছিল সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ।

অন্যদিকে সাধারণ মানুষজনের আশাঙ্কা আবারও কি বাসন্তীতে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব শুরু হওয়ার আগাম ইঙ্গিত দিল এই বোমা গুলি?

ডুবে মৃত্যু ভাই-বোনের

নিজস্ব প্রতিনিধি : পুকুরের জলে ডুবে মৃত্যু হল ভাই ও বোনের। এমন মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে ৩০ মে বৃহস্পতিবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার বাহিরবেনার আমড়াবেয়িয়া গ্রাম।মৃত দুই ভাই ও বোনের নাম রাইহান গাজী (৫)রনিকা গাজী (৩)। স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে এদিন দুপুরে ভাই ও বোন খেলতে খেলতে হঠাৎই পুকুরের জলে পড়ে গেলে জলে ডুবে মৃত্যু হয় দুজনের। বাহিরবেনা আমড়াবেড়িয়া এলাকার বাসিন্দা রাইহান গাজি তার ছোট্টো বোন রনিকা গাজীকে নিয়ে খেলা করছিল,আর খেলতে খেলতে এলাকার একটি পুকুরের জলে পড়ে যায় বোন রনিকা গাজী। পুকুরের জলে পড়ে বোন রনিকা গাজী কে হাবুডুবু খেতে দেখে দাদা রাইহান গাজী বোন রনিকাকে বাঁচাতে এগিয়ে যায়।

বোনকে বাঁচাতে গিয়ে দুজনে পুকুরের জলে তলিয়ে যায়।এদিকে জাহের ও পাখির পরিবারের সদস্যরা দুই ভাইবোন বাড়ি আসছে না দেখে এলাকায় খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। বেশ কিছুক্ষণ ধরে খোঁজাখুঁজি করতে করতে তারা দেখতে পায় রাইহান ও রনিকা পুকুরের জলে ভাসছে। দুজনকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা দুজনকে মৃত বলে ঘোষণা করে।মুহূর্তে মৃতের পরিবারের সদস্যরা কান্নায় ভেঙে পড়ে।এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া।এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ বাহিনী।পুলিশ দেহ দুটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।পুলিশ জানান পুকুরের পড়ে গিয়ে জলে তলিয়ে গিয়ে ডুবে মৃত্যু হয় ভাই ও বোনের।দেহ দুটি উদ্ধার করা হয়েছে।তবে কিভাবে এমন ধরনের ঘটনা ঘটলো সে বিষয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মেচেদা স্টেশনে স্মার্ট মেশিন নীরবে নিভৃতে কাঁদে

সব্যসাচী সান্যাল : উন্নত পরিষেবা এবং কাউন্টারে টিকিট কাটার ভীড় এড়ানোর জন্য ইষ্টার্ন এবং সাউথ ইষ্টার্ন রেলওয়ের কর্তৃপক্ষের তরফে বহু স্টেশনে রেল যাত্রীদের স্মার্টকার্ড ব্যবহারের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এতে কিছুটা হলেও স্মার্টকার্ড ব্যবহারে রেলযাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা বেড়েছে। তবু বহু ট্রেনযাত্রী পুরনো অভ্যাস মত টিকিট কাউন্টারের সামনে ভীড় করে দাঁড়িয়ে পড়েন। রেলের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের যাত্রীদের স্মার্টকার্ড ব্যবহার করার উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন। রেলে যারা প্রতি নিয়ত টিকিট কেটে যাতায়াত করেন তারা স্মার্টকার্ড ব্যবহারে এখনও অভ্যস্ত হতে পারছেন না। আলিপুর বার্তা পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যায় শিয়ালদহ ডিভিশনে স্মার্টকার্ড ব্যবহারে রেল কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার কথা বিশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল। এমনকি অনেক দামি মেশিন অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। স্মার্টকার্ডের প্রচলন সীমিত হওয়া নিয়ে বিভিন্ন স্টেশনে এক একরকমের অভিজ্ঞতা। কোথাও প্রতিটি টিকিট ভেন্ডিং মেশিনের জন্য ফেসিলেটর হিসাবে নিযুক্ত রেলের অবসর প্রাপ্তকর্মচারীরা প্রতিনিয়ত আসেন না এবং বিকল্প কোনও ব্যবস্থা নেই। কোথাও আবার টিকিট ফুরিয়ে গেলে নতুন রোল ব্যবহার করার হাজারো ঝামেলার থেকে মেশিন আউট ও ফরওয়ার্ড করে রাখা সংশিষ্ট স্টেশনকর্তৃপক্ষ শ্রেয় মনে করেন। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে রেলের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বাস্তবমুখী কিছু

ঢাকা অবস্থায় পড়ে আছে স্মার্ট মেশিন

নতুন চিন্তাভাবনা করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে কোন এনজিও সংস্থা যারা যাত্রী সেবামূলক পরিষেবায় আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে আসতে চায় তাদের উৎসাহিত করা দরকার। কথা হচ্ছিল হাওড়া স্টেশনের কমার্শিয়াল ইনস্পেক্টর তালুকদার মহাশয়ের সাথে।

বেশ হাসিখুশি মনুষ। রেলযাত্রীদের নানা সমস্যা আগ্রহ নিয়ে শোনেন। কিভাবে স্মার্টকার্ড জনসাধরণের মধ্যে আগ্রহ বাড়ানো যায় তা গভীর ভাবে ভাবছেন বলে মনে হোল। এদিকে আবার মেচেদা স্টেশনে গিয়ে দেখা গেল স্মার্টকার্ডের ব্যবহার উপযোগী মেশিনগুলি অব্যাহত অবস্থায় ঢাকা দিয়ে রাখা। মনে হয় না স্মার্টকার্ডের ব্যবহার উপযোগী মেশিনগুলি সন্মন্ধে রেলের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ খোঁজখবর রাখেন। রাজ্যে এত শিক্ষিত বেকার ছেলে তাদের সুযোগ না দিয়ে অনিচ্ছুক অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মীদের ফেসিলেটর হিসাবে নিযুক্ত করা কতটা রেল পরিষেবায় কাজে লাগবে ভাবা দরকার। রেল কর্মচারীদের মধ্যে এক অংশের গয়ং গচ্ছ ভাব ত্যাগ করে আধুনিক যুগের সঙ্গে উন্নত রেলপরিষেবার সাথে নিজকে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। মেট্রোকার্ড, ব্যাঙ্কের এটিএম কার্ড, ইন্টারনেটে অন লাইন ব্যবহার যদি সহজভাবে করা যায় তাহলে স্মার্টকার্ড ব্যবহারে রেলযাত্রীরা কেন সড়গড় হতে পারবে না? আশা করা যায় রেল যাত্রীরা আগামী দিনে আরও সচেতন হবেন এবং রেলযাত্রীদের স্মার্টকার্ড ব্যবহার পর্যাপ্ত সংখ্যায় বৃদ্ধি পাবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে বিল ছাপিয়ে টাকা তুলতে গিয়ে ধৃত প্রতারক মাওলানা

নিজস্ব প্রতিনিধি : একদিকে চলছে প্রাকৃতিক দাবদাহ আবহাওয়া। তারই জেরে অতিষ্ট সাধারণ মানুষজন। পাশাপাশি চলছে পবিত্র রমজান মাস। দীন দরিদ্র থেকে ধনী সম্প্রদায়ের মানুষজন বিভিন্ন মাদ্রাসা,মসজিদ এবং দরিদ্র অসহায়দের কে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে দান ধর্ম করে থাকেন পবিত্র এই রমজান মাসে।

Receipt No.: Book No.:
DARUL ULOOM JAMIA ZAKARIA SUNDARBAN MADRASHA
551 Under taken By: Basanti Sachiakhali Education & Welfare Foundation
Certificate for the Exemption U/S 80G (5) (VI) of the income Tax Act 1961 & Regd. U/S 12AAI. T. ACT 1961
At P.O.:- Chunakhali, P.S.- Basanti, Sundarban Area, Dist- 24 Pgs.(S), Pin- 743611, West bangal, India
Mobile: 9732186715
B. C. E. W. F e-mail : darululoomsundarban@yahoo.in ● bcewfsundarban@gmail.com
Date:-
Received with thanks from .... the sum of rupees ....
in cash / by cheque / D.D. No. .... dated ....
Bank .... on account of ....
Rs.- Secretary Collcetor
Note : Donation to this Society are exempt u/s 80G of the Income Tax Act 1961

এই সেই ভুয়ো বিল

সেই রমজান মাসেই একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নামে নকল কুপন বিল ছাপিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সহ বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষজনের কাছে সাহায্যে হিসাবে টাকা নিয়ে প্রতারণা করার অভিযোগ উঠলো এক মাওলানা যুবকের বিরুদ্ধে। বিলের কুপন সহ প্রতারক যুবক কে ধরে স্থানীয় লোকজন বাসন্তী থানার পুলিশের হাতে তুলেদেন। ধৃত যুবকের নাম মাওলানা মেহেবুব আলি। বাসন্তী থানার পুলিশ ধৃত কে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করার পাশাপাশি এমন প্রতারণায় আর কেউ যুক্ত আছে কি না সে বিষয়েও তদন্ত শুরু করেছে।

স্থানীয় সুত্রে জানাগেছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী থানার সচিয়াখালি গ্রামের ওই যুবক পেশায় মাওলান।দীর্ঘ প্রায় তিনবছর ধরে বাসন্তী ব্লকের নির্দেশখালির "বাসন্তী চুনাখালী এডুকেশনাল অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন" নামক একটি প্রতিষ্ঠানের নামে বিল কুপন ছাপিয়ে সাধারণ মুসলমান মানুষজনদের কে প্রতারণা করে আসছে।বুধবার দুপুরে স্থানীয় এলাকায় নকল বিল কুপন দিয়ে বিলের টাকা সংগ্রহ করার সময় স্থানীয়দের সন্দেহ হওয়ায় মাওলানা মেহেবুব আলি কে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করলে প্রতারণা করার কথা স্বীকার করে সে । এলাকার জনসাধারণ প্রতারক মাওলানা এবং তার সাথে থাকা নকল বিল কুপন পুলিশের হাতে তুলে দেন।

উল্লেখ্য দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী ব্লকের নির্দেশখালির শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল মানার আকাদেমি। ছেলে ও মেয়েদের জন্য দুটি আলাদা ক্যাম্পাস। পাশাপাশি একটি হাসপাতাল রয়েছে। এটা পরিচালনা করেন "বাসন্তী চুনাখালী এডুকেশনাল অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন"। আর সেই ফাউন্ডেশনের নামে নকল রসিদ তৈরি করে টাকা তুলতে গিয়ে ধরা পড়ে প্রতারক মাওলানা মেহেবুব আলি।

এবিষয়ে প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার মৌলানা আনোয়ার হোসেন কাসেমীর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি সুদূর লন্ডন থেকে ফোনে বলেন "এলাকা সাধারণ মানুষকে এমন ছদ্মবেশী প্রতারক থেকে সতর্ক থাকার আবেদন জানিয়েছেন।

পাশাপাশি তিনি বলেন প্রতারক মেহেবুব আলি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সহ রাজ্যে বিভিন্ন প্রান্তে এমন প্রতারণা দীর্ঘ প্রায় তিন বছর ধরে চালিয়ে আসছে। প্রতারকের যাতে কঠোর শাস্তি হয় সেই আবেদন জানিয়েছি প্রশাসনের কাছে।"

প্ল্যাটফর্ম উঁচু করার কাজ চলছে শম্বুক গতিতে,

অসুবিধায় সাধারণ যাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার ক্যানিং স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম উঁচু করার কাজ চলছে শম্বুক গতিতে, অসুবিধায় সাধারণ যাত্রীরা। এমনই অভিযোগ নিত্য যাত্রীদের। স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠতে গেলে প্লাটফর্ম আর ট্রেনের উচ্চতা অনেক বেশি হওয়ায় শিশু,মহিলা কিংবা বয়স্ক ব্যক্তিদের ট্রেনে উঠতে গিয়ে প্রায়ই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল। অভিযোগ অনেক সময় ট্রেনে উঠতে গিয়ে দুর্ঘটনার ও সম্মুখীন হতে হয়েছে সাধারণ নিত্য রেলযাত্রীদের। অবশেষে সাধারণ রেলযাত্রীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার প্রায় সমস্ত স্টেশনের প্লাটফর্ম ট্রেনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্লাটফর্ম উঁচু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে রেল দফতর।

যার ফলে সুন্দরবনের সিংহদুয়ার তথা ঐতিহাসিক ক্যানিং স্টেশনের প্ল্যাটফর্মগুলির উঁচু করার কাজ শুরু হয়। যাত্রী সাধারণের অভিযোগ দীর্ঘ প্রায় এক মাস হতে চললো সুন্দরবনের সিংহদূয়ার ক্যানিং রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম এর উঁচু করা কাজ চলছে শম্বুক গতিতে। আর এই শম্বুক গতিতে কাজ চলায় নিত্য সাধারণ রেলযাত্রীরা ট্রেনে ওঠা নামা কিংবা স্টেশনে যাতায়াতের জন্য চরম অসুবিধায় পড়েছেন। এই ক্যানিং স্টেশন দিয়ে প্রতিদিনই দেশবিদেশের প্রচুর পর্যটক সহ নিত্য রেলযাত্রীরা যাতায়াত করেন। সাধারণ নিত্য রেলযাত্রী অমল সরদার, মেঘনাথ মন্ডল,বিপুল তরফদার'রা অভিযোগের সুরে বলেন, আমাদের মতো সাধারণ যাত্রীদের সুবিধার জন্য ক্যানিং স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম উঁচু হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু ক্যানিং স্টেশন চত্বরে যে ভাবে যত্রতত্র ইমারতি দ্রব্য পড়ে রয়েছে তাতে করে ট্রেন ধরার জন্য কিংবা ট্রেন থেকে নেমে প্ল্যাটফর্ম দিয়ে হেঁটে যাতায়াতের সময় চরম সমস্যা পড়তে হচ্ছে। অনেক সময় স্টেশন চত্বরে পড়ে থাকা বালি পাথরের উপর পড়ে গিয়ে জখম হচ্ছেন আমাদের মতো সাধারণ যাত্রীরা। যাত্রী সাধারণের কথা মাথায় রেখে অবিলম্বে ক্যানিং স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম গুলির উঁচু করার কাজ দ্রুত শেষ করা উচিত।

পরিত্যক্ত বাড়িতে বন্দুক উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : পরিত্যক্ত একটি বাড়ির শৌচাগার থেকে বন্দুক উদ্ধার করলো ক্যানিং থানার সাতমুখী ফাঁড়ির পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার হেড়োভাঙা গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকালে পরিত্যক্ত বাড়ির শৌচাগারে স্থানীয় এক ব্যাক্তি শৌচাগারের জন্য গেলে দেখতে পায় শৌচাগারের মধ্যে বন্দুক পড়ে রয়েছে । শৌচাগারে বন্দুক পড়ে রয়েছে । এরপর স্থানীয় লোকজন ক্যানিং থানায় খবর দিলে স্থানীয় সাতমুখী ফাঁড়ির পুলিশ এসে পরিত্যক্ত বাড়ির শৌচাগার থেকে তিনটি বন্দুক ও চার রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। কে বা কারা এবং কি উদ্দেশ্যে পরিত্যক্ত শৌচাগারে বন্দুক রেখেছিল সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মোদী প্রধানমন্ত্রী, খুশিতে ফ্রি চা মদনের দোকানে

মলয় সুর : ধারে ভারে তিনি গেরুয়া বাহিনীর কট্টর সমর্থক। শুধু একটি বিষয় ছাড়া তার সঙ্গে কোনও তুলনাই চলে না নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীর। ফের নমোর নেতৃত্বে বিজেপি ক্ষমতা দখল করায় খুশি ভদ্রেশ্বরের শ্রীমানী ঘাট লেনের চা-বিক্রেতা মদন সাউ। ৩০ মে (বৃহস্পতিবার) সন্ধ্যা ৭ টায় দিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবনে দ্বিতীয় বারের জন্য মোদী প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ বাক্য পাঠ করলেন। এই আনন্দ ও বিজয়োৎসবে মদন আম জনতাকে ফ্রিতে পুরে সবজি ও চা খাওয়ালেন। খবর চাউর হতেই আনন্দে সামিল হন সাধারণ মানুষ থেকে গেরুয়া বাহিনীর রাজনৈতিক নেতারা। হুগলির আসনে এই প্রথম জয়ী হয়েছেন বিজেপির মহিলা মোর্চার রাজ্য সভাপতি লকেট চট্টোপাধ্যায়। ৭৩ হাজার ভোটে দু'বারের জয়ী তৃণমূল প্রার্থী ডাঃ রত্না দে নাগকে পরাজিত করেন। এবার লকেটের প্রাপ্ত ভোট এক লাফে বেড়ে ৬,৭০,০৩১ দাঁড়িয়েছে। গোটা দেশেও মোদীর জয়জয়কার। তাই দোকানের মালিক মদন সাউ মোদী মন্ত্রীসভার শপথ বাক্য পাঠ অনুষ্ঠান আমজনতাকে সরাসরি টিভিতে দেখার জন্য ব্যবস্থা করেন। বাড়িতে বউ ও বাচ্চা রয়েছে। কোনও রকমে সংসার চলে যায়। কারণ জিজ্ঞেস করায় মদন বলেছে, নরেন্দ্র মোদী ফের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আনন্দে বিনে পয়সায় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নাস্তা খাওয়ানোর উদ্যোগ নেয়। মোদী তো জীবনের প্রথমে চা-বিক্রেতা ছিলেন। আজ না হয় ভাগ্যের জোরে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন।

গোসাবায় তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষ, আটক ২

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিজেপি তৃণমূলের সংঘর্ষে উত্তপ্ত হল গোসাবা ব্লকের লাহিড়ীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। আয়লার নদী বাঁধ নির্মাণকে কেন্দ্র করে বচসায় জড়িয়ে পড়ে বিজেপি ও তৃণমূলের কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকরা।শুরুতে পূর্ব পরশমনি গ্রামের দীপঙ্কর মন্ডল নামের এক তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে হামলা চালিয়ে মোটর বাইক সহ বাড়িতে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ ওঠে বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ এরপরই পাল্টা হিসেবে তৃণমূলের পক্ষে ভাঙচুর চালানো হয় সুব্রত সরদার নামে এক বিজেপি সমর্থকের বাড়িতেও। মুহুর্তের মধ্যে সেই গন্ডগোলের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে আশেপাশের এলাকায়। শুরু হয়ে যায় উভয়পক্ষের যথেচ্ছ বোমাবাজি।পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সুন্দরবন উপকূল থানার ওসির নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী যায় এলাকায়। এবং সেখান থেকে দুজন বিজেপি সমর্থককে আটক করা হয়েছে।এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা থাকায় পুলিশ পিকেটিং বসানো হয়েছে।

আয়লা তুমি এখন কেমন আছো?

সুভাষ চন্দ্র দাশ, সুন্দরবন : আয়লা তুমি কেমন আছো গো? কেমন আর থাকবো? একদম ভালো নেই!২০০৯ সালের ২৫ মে সোমবার থেকে আজ অবধি স্বামী সাইক্লোনের অত্যাচারে জর্জরিত আয়লা একদমই ভালো নেই! থানা-পুলিশ-কোর্ট কাছারি অনেক কিছুই হয়েছে কিন্তু আয়লার জীবনের পরিবর্তন এল কই? এক সময় আয়লা - সাইক্লোনের সাংসারিক গন্ডগোল নিয়ে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম ভিন্ন ভিন্ন ভাবে লিখে আলোকিত করেছিল। কিন্তু প্রায় ১০ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও তাদের সংসারে কোনওরূপ পরিবর্ত লক্ষ্য করা যায়নি।

যৌতুক হিসাবে যা কিছু ছিল তা সবই শেষ আয়লার গৃহস্থে! এখন বাচ্চা-কাচ্ছা নিয়ে কোন প্রকারে প্রাণে বেঁচে থাকাই দায়!পুকুরে জল নেই, খাবারের অভাব,মাঠে ঠিকমতো ফসল ফলে না, গৃহস্থে গরু-ছাগল-হাঁস-মুরগী তুলনা মূলক ভাবে নেই। জঙ্গলে মধু নেই, নদীতে বাঁধ নেই। এত সবের পরও ডাঙায় আবার দক্ষিণ রায়ের বিভিন্ন সময় উপদ্রব! তারপর নিজেদের বাসস্থানের কোন স্থায়িত্ব নেই। এমন জ্বালা-যন্ত্রণা আর ভালো লাগে না। নিজের ঘরটা কোন রকমে ৩৫০০কিলোমিটার বেড়া দিয়ে সাজিয়েছিল সাইক্লোন। তা আবার ২৫ মেনিজেদের মধ্য বচসা করে বেড়া ভাঙতে ভাঙতে আয়লা রাগের বশে প্রায় ৭৭৮ কিলোমিটার বেড়া ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে। আজও সেই বেড়া আর মেরামত হয়নি!হবেই বা কি করে?এখানে তো রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে চলছে নানান ধরনের রঙিন খেলা। তাই সামনে বর্ষা আর পূর্ণিমা-অমাবস্যার ভরা কোটালে জল বাড়লে ভয় লাগে। যেকোনও মুহূর্তে আবার নিজের কুঁড়ে ঘরটা (সুন্দরবন) ভেঙে তছনছ হয়ে না যায় এমনই আশঙ্কার মধ্যে জীবন কাটাতে হচ্ছে।

গন্ডগোলের পর প্রতিবেশীরা (কেন্দ্র ও রাজসরকার) বলেছিলেন

৭৭৮ কিমি ভেঙে যাওয়া বেড়া (নদী বাঁধ) এবার কংক্রিটের করে দেবে আর নিজেদের থাকার জন্য ঘর বানিয়ে দেবে,না হলে এককালীন দশ হাজার করে টাকা দেবে। কিন্তু কোথায় কি?এই সামান্য টাকার জন্য সাইক্লোন কে(আয়লার স্বামী) বিভিন্ন ব্যাঙ্কের কর্মকর্তাদের কাছে ছোটাছুটি করতে হয়েছে যাতে করে ব্যাঙ্কে একটি পাশবই খোলা যায়। যদিও বা ম্যানেজারের দয়ায় পাশবই টা হল কিন্তু টাকা কোথায়? আর যদিও বা টাকা এল রাজনৈতিক দাদারা ৫০০-১০০০ টাকা করে চেয়ে নিয়েছে আয়লার পরিবারের কাছ থেকে! না হলে টাকা পাওয়া যাবে না। এতসব ঝামেলার মধ্য দিয়ে চলছে আয়লা-সাইক্লোনের একান্নবর্তী সংসার (সুন্দরবন বাসী)। আয়লা-সাইক্লোন দুজনেই দাপুটে, কেউ কাউকে তোয়াক্কা করে না। তারপর দুজনেরই রাশির মিল নেই। উভয় উভয়ের রাশির শত্রু রাশি। স্বামী-স্ত্রী তে মিল নেই। ভালো ডাবও নেই।

আয়লা এমন দাপুটে মেয়ে যে,গন্ডগোলের পর বাড়ির সব গাছপালা কেটে ধ্বংস করছে পরিবেশ। সেই সাথে সাথে নদীতে যত্রতত্র ময়লা, প্লাস্টিক, আবর্জনা ফেলা,বেআইনি ভাবে নদীতে মীন ধরা এ সব তো চলছেই পাশাপাশি এমন কাজের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদও নষ্ট হচ্ছে।

এতসব ঝঞ্ঝাট ঝামেলা সহ্য করেও মান সম্মানের দিকে তাকিয়ে সাইক্লোন আয়লাকে নিয়ে সংসার করতে চায়। কিন্তু কিছুতেই তা হচ্ছে না। এতসবের পর প্রতিবেশীরা বলাবলি করছে আগামী দিনে আয়লা ও সাইক্লোনের রাশিফল খুবই খারাপ আসতে চলেছে। দুজনেরই গৃহে তখন শনি মহারাজ বিরাজ করে অবস্থান করবে। ফলে দুজন যদি রেগে গিয়ে আচমকা ক্ষিপ্ত হয়ে গন্ডগোল পাকায় তাহলে আয়লা-সাইক্লোনের একান্নবর্তী পরিবার(সুন্দরবনের ১০২ টি দ্বীপ) ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

এহেন গ্রহদোষ কাটাতে আয়লা-সাইক্লোনের মধ্যে মতের মিল আনতে হবে। আর তা না হলে প্রতিবেশীরা (রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার)কেউই আয়লার পরিবার(সুন্দরবন)কে রক্ষা করতে পারবে না পৃথিবীর মানচিত্র থেকে বিলীন হয়ে যেতে পারে আয়লার একান্নবর্তী সংসার (সুন্দরবন)।

যাতে আয়লা-সাইক্লোনের পরিবারের সকলে(সুন্দরবনের মানুষ,পাখি পশু এবং প্রাকৃতিক সম্পদ গাছপালা)পৃথিবীতে সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকতে পারে তার জন্য প্রতিবেশী অর্থা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার কে সঠিক ভাবে অগ্রণি ভূমিকা নিয়ে গাছপালা লাগাতে হবে,নদীবাঁধ সঠিক ভাবে নির্মাণ ও মেরামতি করতে হবে। রক্ষা করতে হবে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ব-দ্বীপ সুন্দরবন অর্থা আয়লার একান্নবর্তী পরিবারকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের সকলের।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৩ বর্ষ, ৩২ সংখ্যা, ১ জুন – ৭ জুন, ২০১৯

শিক্ষামন্ত্রীর শিক্ষা জিজ্ঞাসা

সম্প্রতি রাজ্য ও দেশের নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশ্যে আসার পর রাজনীতিকরা তাদের কাজের মূল্যায়ণ নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু করেছেন। এ রাজ্যও ব্যতিক্রম নয়। একদা বাম আমলে কমপক্ষে হাফ ডজন শিক্ষা মন্ত্রী ছিলেন। নানা স্তরের শিক্ষা নিয়ে তারা ভাবনা চিন্তা করতেন। এ বাংলায় পরিবর্তনের সরকার আসার পর মাত্র একজন শিক্ষামন্ত্রী প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষা দফতর সব দিকেই নজরদারী চালাতে বাধ্য হচ্ছেন। স্বাভাবিক ভাবেই এসব ক্ষেত্রে আমলা নির্ভরতা প্রকট হয়। একদা প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্যব্রত বসু জানিয়েছিলেন বাম আমলে শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োগে যে পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতি হয়েছিল তার বিরুদ্ধে 'অডিট' হবে। দিন গড়িয়ে গেছে বাস্তবে বহু নিম্ন মেধা শিক্ষক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা স্তরে আসন দখল করে বসে আছেন।

কলেজ সার্ভিস কমিশন নিয়ে সেদিনও প্রশ্ন ছিল, আজও আছে। বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী ফেসবুকে মতামত চেয়েছেন শিক্ষার মানোন্নয়ন নিয়ে। সাধু ভাবনা। গোড়াতেই শিক্ষক নিয়োগে স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে সর্বস্তরে প্রথমেই এক্ষেত্রে মেধাকেই গুরুত্ব দেওয়া উচিত। পরীক্ষার পদ্ধতির ক্ষেত্রেও খোলনলচে বদলাবার প্রয়োজন আছে। দ্বিতীয়ত, শিক্ষার অধিকার আইন মানতে গিয়ে যে সিলেবাস তৈরি করা হয়েছে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। বিনামূল্যে ছাত্রছাত্রীরা বই খাতা পেলেও সেই সব বইয়ের বিষয়বস্তু কতটা বাস্তব ভিত্তিক তা যথাযথ ও যোগ্য শিক্ষাবিদদের নিয়ে পুনর্মূল্যায়ণ করা দরকার।

শিক্ষা প্রাঙ্গণ গুলি সম্পূর্ণভাবে রাজনীতি মুক্ত করতে না পারাও মা মাটি মানুষ সরকারের ব্যর্থতা স্বীকার করতে হবে। শিক্ষার অধিকার আইনকে মর্যাদা দিতে গিয়ে বিদ্যালয় স্তরে ছাত্রছাত্রীদের উপর ও তাদের শিক্ষক শিক্ষিকাদের ওপর অযথা 'শিক্ষার সময় বাড়ানোর' নতুন নিয়ম প্রকৃত শিক্ষাগ্রহণ পরিবেশকে বিঘ্নিত করছে। শিশুরা একদিকে যেমন একঘেঁয়ে বিদ্যালয় শিক্ষায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে, পাড়া প্রতিবেশি বন্ধু বান্ধব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শৈশব হারিয়ে ফেলছে অন্য দিকে শিক্ষাদাতারাও ক্লান্তির চাপে হারিয়ে ফেলছেন হৃদয় মোচন করা শিক্ষাদানের আগ্রহ। যা অতীতে শিক্ষক ছাত্র সম্পর্ককে মজবুত করতো।

শিক্ষকতা পেশায় যে নিশ্চয়তা ছিল তা ক্রমশই নানা প্রশাসনিক জটিলতায় আজ অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। একজন শিক্ষক তার জীবন সাধনা দিয়ে এই পেশার সঙ্গে একাত্ম অনুভব করেন। সেই ঐতিহ্য আজ ধ্বংসের মুখে। স্রেফ পেশাগত দায়িত্বে এসে ঠেকেছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করা সত্ত্বেও সঠিক বেতন তারা পান না। এমন কি শিক্ষা দফতরের ডি আই তাদের সঙ্গে দেখা করেন না এমন অভিযোগও পাওয়া যায়। বহু শিক্ষক শিক্ষিকা আগের জমানার মতোই পেনসন না পেয়ে অনিশ্চয়তায় দিনের পর দিন কাটিয়ে চলেছেন এমন তথ্যও আছে। বিকাশ ভবনের এক শ্রেণির শাসক ঘেঁষা কর্মীর বদান্যতায় এমনটা ঘটছে। শিক্ষামন্ত্রী নিশ্চয়ই তাঁর আরও জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে পাবেন একটু অনুসন্ধান করলে।

২০১৯ এর নির্বাচনের শিক্ষা : শুরু হল জনগণের জোট

উজ্জ্বল গোঁসাই

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দলিল বা কর্মসূচিতে ভারত রাষ্ট্রের শ্রেণি চরিত্র বর্ণনায় ভারতকে 'আধা সামন্ত তান্ত্রিক' আধা পুঁজিবাদী রাষ্ট্র হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী তাদের কর্মসূচির মূল কথা ছিল জন–গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করা। যাই হোক আজ আর তার কোনও গুরুত্ব নেই। কিন্তু তাদের ব্যাখ্যানুযায়ী সামন্ততন্ত্র আছে মানে সামন্ত প্রভু ও বিদ্যমান থাকার কথা। কিন্তু আমরা সামন্ত প্রভুদের বাস্তবের মাটিতে তেমনভাবে দেখা না পেলেও অন্যরূপে এতোদিন দেখে এসেছি সেটা হলো বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা সামন্ত প্রভুদের মতো (ফিউডাল লর্ড) বিরাজ করতেন। গত সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনে এই ফিউডাল লর্ডদের তালুকদারির মৃত্যু ঘন্টা বেজেছে। সেই সব ফিউডাল লর্ডদের হাজার হাজার বা লক্ষ একর জমি ছিল না, কারণ জমিদারি প্রথা ভারত থেকে উঠে গেছে, কিন্তু কয়েক কোটি করে ভোটার ছিল তাদের জিম্মায়। যার জোরে তারা এক একটা ভূস্বামীর মতো প্রভাবশালী মনে করত নিজেদের। এই জনসমষ্টিকে তারা নিজেদের পৈতৃক সম্পত্তি বলে মনে করে ইচ্ছা মতো ব্যবহার করত। এই ভোটারদের ভোটে তারা এমএলএ, এম পি হয়েছেন, মন্ত্রী হয়েছেন। রাষ্ট্রের ঘাড়ে বসে আমিরি করে এসেছে। লক্ষ কোটি টাকার সম্পদ করেছে। সামন্ততান্ত্রিক যুগে সামন্ত প্রভুরা তাদের প্রজাদের শাসন শোষণ করত। তারা মনে করত জমি যেমন তাদের তেমনি প্রজারাও তাদের ক্রীতদাস। জমিবার যা বলবে প্রজারা তাই শুনতে বাধ্য হবে।

ভারতে জাতপাত ধর্মের ভিত্তিতে এতো দিন বিভিন্ন রাজনীতিকরা যে রাজনীতি করে এসেছে বিভিন্ন রাজ্যে তারা নিজের জাতের মানুষদের তাদের চিরাচরিত ভোটার ভেবে এসেছে। তারা মনে করত কোনও অবস্থাতেই তাদের জাতের ভোট অন্য কোথাও যাবে না। তাই তারা রাজনীতিতে নানান দুষ্কর্ম করেও বহাল তবিয়তে নেতার গদিতে আসীন থাকে। কারও কব্জায় দলিত ভোট। কারও কব্জায় যাদব ভোট, কারো হাতে যাদব প্লাস মুসলিম ভোট। কারও হাতে জাঠদের টিকি বাঁধা। আবার কারও কাছে রাজপুত, ব্রাহ্মণ। এদের জমিদারি বলতে ছিল এই ভোট ব্যাঙ্ক। এরা এই সব মানুষদের ভোটার ভেবেই নিশ্চিন্ত থাকতেন। এরা যে সচল সবল যুক্তিশীল, বাস্তববোধ সম্পন্ন মানুষ তা কিন্তু নেতারা মনে করত না। তাই তারা ইচ্ছা মতো একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করত।

জাত ধর্মের বাইরের কিছু দল যারা বিপ্লবের স্বপ্ন ফেরি করে ফিরত। এবং এই পথেই তারা সংসদ ক্ষমতার স্বাদ পায়। সেই বামপন্থীরাও এতোদিন ভোট ব্যাঙ্কের জোরে রাজনীতির ছড়ি ঘুরিয়ে এসেছে। এরা কেউ জনগণের স্বাধীন সত্তার অস্তিত্বে আস্থাশীল ছিল না। কিন্তু ২০১৯এর লোকসভা নির্বাচনের রায় এই সব দল ও নেতাদের গালে সপাটে চপেটাঘাত করেছে। তাদের জোটের হিসাব সব উথাল পাথাল করে দিয়েছে। ভারতের সাধারণ মানুষ।

সমবেত জনতা বলতে চেয়েছে, 'আমরা কারো ভোট

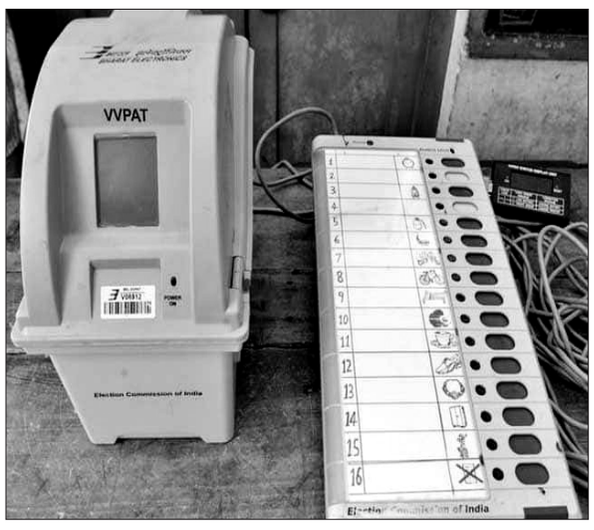

ব্যাঙ্ক নই? আমরা স্বাধীন মানুষ। আমাদের নিজস্ব জ্ঞান বুদ্ধি আছে। আমরাও দেশের গর্বে গর্বিত হই। আবার দেশের দুর্দশায় দুঃখিত হই। নেতাদের হাতে তামাক খেতে আর রাজি নই। আমরা আমাদের বিবেচিত ব্যক্তিকে ভোট দেবো। তোমাদের দেখিয়ে দেওয়া ধান্দাবাজ নেতাদের নয়, এই বার্তাটার দেশের জনগণ দিয়েছে দেশের নেতাদের। এবার যদি জ্ঞান চক্ষু উদয় হয়।

দেশের মিডিয়া কুল ও কম দায়ী নয় এই ভোট বিভাজনে। তারাও ভোট এলেই অমুক কেন্দ্রে যাদব ভোট কত পারসেন্ট? মাধব ভোট কত পারসেন্ট? সংখ্যালঘু ভোট কত পারসেন্ট? এই নিয়ে চলে চুল চেরা বিশ্লেষণ। কার জয় কার পরাজয়ের সম্ভাবনা। তারা কে ভালো লোক, কার ভোট পাওয়া উচিত সেই নিয়ে কথা বলে না। জনমত গড়ায় যদি মিডিয়ার ভূমিকা থেকে থাকে তাহলে তারাও এই ভোট ব্যাঙ্ক বিভাজনের জন্য দায়ী।

এই যে রামের ভোট, বামের ভোট–এসবের বাস্তব ভিত্তি নেই। খুব আশার কথা যে ভারতের জনগণ এই প্রথম স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করেছে ভোট বাক্সে। এদেশের নাগরিকরা অভিজ্ঞতা দিয়ে ৭০ বছর ধরে একটা সত্য বুঝেছে যে নেতারা মুখে যতই গণতন্ত্র বলে গলা ফাটাক। আসলে গণতন্ত্র রক্ষা করতে হয় সেই সাধারণ মানুষকেই। যারা নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ তোলে তাদের শিক্ষা দিয়েছে জনগণ। নির্বাচন কমিশন যখন চ্যালেঞ্জের ডাক দেয় তখন কোনও দল তা গ্রহণ করে না। কিন্তু ভোট এলেই সেই ইভিএম নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে। সেই নেতাদের শিক্ষা দিয়েছে জনগণ। যারা বা যে মুখ্যমন্ত্রী ভাবে যে আমি উন্নয়ন করেছি বলে জনগণ আমার কেনা গোলাম– সেই নেতাদের স্বৈরতান্ত্রিক চিন্তায় ছাই দিয়েছে। যারা ডাক দেয় বিরোধী শূন্য পঞ্চায়েত গঠন করার এবং তার দলের লোকেরা বিরোধীদের নমিনেশন টুকু জমা দিতে দেয় না। ওসি, এসপি, বিডিও, এসডিও, ডিএম এর নির্লজ্জ ভূমিকা দেখে যে মানুষগুলো হতবাক হয়ে গিয়েছিল তাদের মধ্যে যারা ইভিএম এর কাছে যেতে পেরেছে তারাই 'গণতন্ত্রের থাপ্পড়'মেরেছে। সেই সব শাসকদের যারা গণতন্ত্রকে গলা টিপে হত্যা করতে চেয়েছে। যে বা যারা পোস্টারে ব্যানারে একজন এমপিকে বাংলার যুবরাজ বলে ক্ষমতা জাহির করতে চেয়েছে তারা ভুলে গেছে যে ভারতের কত রাজা মহারাজা আজ নিতান্ত সাধারণ মানুষ ভারতের গণতন্ত্রের নোটাই মহিমা। এক উল্টোপথে হেঁটে যারা রাজা–মহারাজা–যুবরাজ সাংস্কৃতি চালাতে চায় তাদের শিক্ষা দিয়েছে মানুষ। এ রাজ্যের মানুষ সে সন্ত্রাসের ভোট আর চায় না তারই ইঙ্গিত দিয়েছে এই নির্বাচন।

সব থেকে বড় শিক্ষাটা হল প্রান্তিক মানুষরাই গণতন্ত্র রক্ষায় বড় ভূমিকা পালন করেছে। আদিবাসী, বনবাসী মানুষ, পাহাড় পাহাড়তলির মানুষেরা ভয় সন্ত্রাসের বাঁধা টপকে এগিয়ে এসে পরিবর্তন এনেছে। আমরা যারা শহর ও শহরতলির শিক্ষিত জনগণ আমাদের সুখ ভোটের বিশাল আয়োজন আছে হাতের কাছে। তাকে এড়িয়ে শাসকদের বিষ নজরে পড়ে কেন ঝামেলা পাকাবো। তাই আমরা শাসকের ছত্রছায়াতেই নিশ্চিন্ত। কিন্তু তাই গণতন্ত্রের সৌরভ হল শাসক পরিবর্তন করা– সেই কাজটাই এই বাংলার প্রান্ত জনেরা সঠিক সময়ে করেছে। এই নির্বাচনের সব থেকে বড় শিক্ষা হলো যে রাম বামের জোট নয়, প্রকৃত অর্থে জনগণের জোট হয়েছে।

রাজনীতি ছেড়ে দেব!

সত্যিই কি কথা রাখবেন তারা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সপ্তকান্ডের সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচন মোটের উপর শান্তিপূর্ণ ভাবে শেষ হয়েছিল ১৯ মে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন নেতা–নেত্রীরা নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের বাক্য ব্যয় করে মন্তব্য করেছিলেন এমনটাই হলে রাজনীতি ছেড়ে দেব।

উল্লেখ্য সারা দেশে বিজেপি ১২০টির বেশি আসন পেলে রাজনীতি ছেড়ে দেব বক্তা ছিলেন অনুব্রত মণ্ডল, বিজেপি পুনরায় ক্ষমতায় এলে রাজনীতি ছেড়ে দেব বক্তা ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, মোদী আবার প্রধানমন্ত্রী হলে দেশ ছেড়ে চলে যাবেন বলেছিলেন শাবানা আজমি ও নাসিরউদ্দিন, রাহুল গান্ধি আমেঠীতে হারলে রাজনীতি ছেড়ে দেব। বক্তা ছিলেন বিখ্যাত ক্রিকেটার নবজ্যোত সিং সিধু। উল্লিখিত কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির কথা মেলেনি কিংবা প্রমাণিত হয়নি!

দেশের তাবড় তাবড় গণমান্য ব্যক্তিরাই দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ করে থাকেন। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এমন অসাধারণ চ্যালেঞ্জ ও করেছিলেন। দেশের সমস্ত মানুষের ভালোর জন্য এই সব মহানব্যক্তিদের কথা অত্যন্ত তাপর্যপূর্ণ। দেশের অধিকাংশ মানুষও চান নেতা–নেত্রীরা তাঁদের কথার প্রতি আস্থা রেখে পূর্ণ মর্যাদা রাখবেন।

এখন দেখার বিষয় মহান ব্যক্তিরা জনসাধারণের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত বাক্য ব্যয় করেছিলেন তাঁরা সেই কথার কত শতাংশ কাজ করেন সেদিকে চাতকের মতো তাকিয়ে জনসাধারণ।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

কর্মযোগের আদর্শ

তবে রেড–ইন্ডিয়ানরা নানাপ্রকার উন্নতি এবং নগরাদি নির্মাণ করে নাই কেন? কেনই বা তাহারা চিরকাল বনে বনে শিকার করিয়া বেড়াইল? তোমাদের পূর্বপুরুষগণের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন প্রকার মস্তিষ্কশক্তি ও ভিন্ন প্রকার সংস্কারসমষ্টি আসিয়া একযোগে কাজ করিয়া নিজেদের উন্নতি করিয়াছে। আত্যন্তিক বৈষম্যশূন্যতাই মৃত্যু। যতদিন এই জগৎ থাকিবে, ততদিন বৈষম্য থাকিবে, সৃষ্টিচক্র যখন শেষ হইয়া যাইবে, তখনই পূর্ণ সাম্যভাবের স্বর্ণযুগ আসিবে। তাহার পূর্বে সাম্যভাব আসিতে পারে না। তথাপি এই ভাব আমাদের এক প্রবল প্রেরণাশক্তি। সৃষ্টির জন্য যেমন বৈষম্য না থাকিলে সৃষ্টি থাকিত না, আবার সাম্য বা

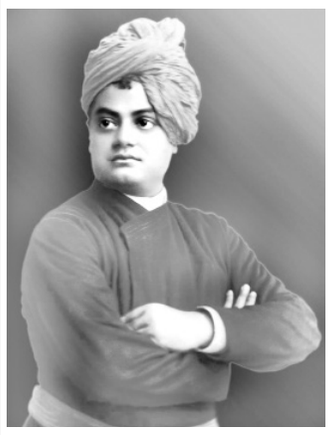

মুক্তিলাভের ও ঈশ্বরের নিকট ফিরিয়া যাইবার চেষ্টা না থাকিলেও সৃষ্টি থাকিত না। এই দুই শক্তির তারতম্যেই মানুষের অভিসন্ধিগুলির প্রকৃতি নিরূপিত হয়। কর্মের এই বিভিন্ন প্রেরণা চিরকাল থাকিবে, ইহাদের কতকগুলি মানুষকে বন্ধনের দিকে এবং কতকগুলি মুক্তির দিকে চালিত করে।

এই সংসার 'চক্রের ভিতরে চক্র'–এ বড় ভয়ানক যন্ত্র। ইহাতে যদি হাত দিই, তবে আটকা পড়িলেই সর্বনাশ। আমরা সকলেই ভাবি কোন বিশেষ কিছুটা করিবার পূর্বেই দেখি আর একটি কর্তব্য অপেক্ষা করিতেছে। এই বিশাল ও জটিল জগৎযন্ত্র আমাদের সকলকেই টানিয়া লইয়া যাইতেছে। ইহা হইতে বাঁচিবার দুইটিমাত্র উপায় আছে। একটি এই যন্ত্রের সহিত সংস্রব একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া, উহাকে চলিতে দেওয়া এবং একধারে সরিয়া দাঁড়ানো সকল বাসনা ত্যাগ করা। ইহা বলা খুব সহজ, কিন্তু করা একরূপ অসম্ভব। দুই কোটি লোকের মধ্যে একজন ইহা করিতে পারে কিনা, জানি না। আর একটি উপায় এই জগতে ঝাঁপ দিয়া কর্মের রহস্য অবগত হওয়া ইহাকেই 'কর্মযোগ' বলে। জগৎ যন্ত্রের চক্র হইতে পলায়ন করিও না, উহার ভিতরে থাকিয়া কর্মের রহস্য শিক্ষা কর। ভিতরে থাকিয়া যথাযথভাবে কর্ম করিয়াও এই কর্মচক্রের বাহিরে যাওয়া সম্ভব। এই যন্ত্রের মধ্য দিয়া ইহার বাহিরে যাইবার পথ।

ফেসবুক বার্তা

দুর্লভ ছবি

হুগলির 'হিন্দমোটর' কারখানা

1960 সাল

যমজ দুই বোন হতে চায় অধ্যাপিকা, দারিদ্রতার জন্য স্বপ্ন অধরা!

নিজস্ব প্রতিনিধি : নুন আনতে পান্তা ফুরায়। বাবা–মা দুজনেই অন্যর জমিতে দিনমজুরের কাজ করেন। নিজেদের বসত বাড়ি ছাড়া আর কিছুই নেই। কোনওরকমে চার জনের সংসার চলে। সেই পরিবারের যমজ দুই মেয়ে এবার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় নজরকাড়া সাফল্য পেয়েছে। চারটি বিষয়ে লেটার মার্কস সহ প্রীতিলতা বর্মন উচ্চমাধ্যমিকে পেয়েছে ৩৯৭। স্নেহলতা বর্মন দুটি লেটার মার্কস সহ উচ্চমাধ্যমিক এ পেয়েছে ৩৭৯। হতদরিদ্র যমজ দুই বোনের উচ্চমাধ্যমিকে এমন ফলাফল দেখে খুশি তাদের মন্মথনগর উচ্চমাধ্যমিক হাইস্কুলের শিক্ষক–শিক্ষিকারা।

কিন্তু অর্থনৈতিক অভাব অনটনের জন্য পড়াশোনায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রত্যন্ত গোসাবা থানার বিপ্রদাসপুরের চন্ডীপুর গ্রামের যমজ দুই বোনের।

ছোট থেকেই মেধাবি দুই বোন যা স্কুলের শিক্ষকরা উপলব্ধী করতে পেরেছিলেন। আর সেই কারণে স্কুল ছুটি হলে ও স্নেহলতা ও প্রীতিলতা কে স্কুলেই টিউশন পড়াতেন। মাধ্যমিক পরীক্ষায় ও স্কুলের শিক্ষদের সাহায্যে ভালো ফলাফল করেছিল যমজ দুই বোন।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রত্যন্ত সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের বিপ্রদাসপুর গ্রামপঞ্চায়েতের চন্ডীপুর গ্রামের কৃতী দুই যমজ বোন। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে

প্রতিদিন স্কুলে যাতায়াত করত পড়াশোনার জন্য। সবুজসাথীর সাইকেল পাওয়ার পর সামান্য হলেও কষ্ট কিছুটা লাঘব হয়। দুই বোন কলাবিভাগ নিয়ে পড়াশোনা করলেও প্রীতিলতা দর্শন শাস্ত্র এবং স্নেহলতা ইতিহাস নিয়ে পড়াশোনা করে অধ্যাপিকা হতে চায়। যমজ দুই বোনের পিতা নিত্যানন্দ বর্মন দীনমজুরের কাজ করেন। অন্যের জমিতে চাষের কাজ করে যা আয় করেন তা দিয়ে দুই মেয়ের পড়াশোনা খরচ চালাতে হিমশিম খেতে হয় দরিদ্র এই পরিবারের। অভাবের তাড়নায় নিত্যানন্দবাবুর একমাত্র ছেলে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে।

এই কষ্টের সংসারের যমজ দুই মেয়েকে কি ভাবে কলেজে পড়াশোনা করাবেন সেই চিন্তায় পড়েছেন সুন্দরবনের এই বর্মন পরিবার। নিত্যানন্দ বর্মন বলেন দুই মেয়ে উচ্চ শিক্ষিত হয়ে অধ্যাপিকা হতে চায়। কিন্তু এই দরিদ্র পরিবারে কি ভাবে সম্ভব? জানি না ওদের স্বপ্ন কতটা সত্যি হবে। লোকের জমিতে খাটাখাটনি করে দুবেলা দুমুঠো অন্ন ঠিক ভাবে ওদের মুখে তুলে দিতে পারি না। সেখানে কি করব ভেবে উঠতে পারছিনা। প্রীতিলতা ও স্নেহলতা'র মা বলেন, ছোটবেলা থেকে যমজ দুই বোন পড়াশোনায় অত্যন্ত মেধাবী। ঠিকমতো বই খাতা কিংবা স্কুলের সরঞ্জাম কিনে দিতে পারেনি। তাসত্বেও ওদের অদম্য জেদ আর ইচ্ছাশক্তি এবং স্কুলের শিক্ষকদের সাহায্যে উচ্চমাধ্যমিকে এমন ফলাফল করেছে। যমজ দুই বোনের স্কুল শিক্ষক ধীমান নস্কর সহ স্কুলের অন্যান্য শিক্ষকরা তাদের পাশে থাকবেন বলে বর্মন পরিবার কে আশ্বস্থ করেছেন।

রাখী–পূর্ণিমা হতে চায় ডব্লুবিসিএস অফিসার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং ঃ দুই যমজ কন্যা আর এক পুত্র নিয়ে ছোট্ট সংসার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার মাতলা ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কুলতলি গ্রামের দ্রুপদ সরদার।তিনি এক সময় চিটফান্ডের এজেন্ট ছিলেন।চিটফান্ড বন্ধ হওয়ার পর দ্রুপদ বাবুর কপালে নেমে আসে ঘোর অন্ধকারময় দিন।জমি–বাড়ি বিক্রি করে আমানতকারীদের বেশকিছু টাকা পরিশোধ করলেও আর্থিক অনটন হওয়ায় বাড়ির অদূরে একটি চপের দোকান করে সামান্য উপার্জন করে যমজ দুই মেয়ে আর এক ছেলেকে লেখাপড়া শেখানোর পাশাপাশি আমানতকারীদেরকে ও টাকা পরিশোধ করতে থাকেন।

দুই যমজ মেয়ে পড়াশোনায় খুব মেধাবী হলেও বই খাতা সঠিক সময়ে না পেয়ে অনেক সময় হতাশ হয়ে পড়ে। পরিস্থিতি এতটাই করুণ হয় যে অবশেষ দুই মেয়ে রাখী এবং পূর্ণিমা পড়ার ফাঁকে বাবা মায়ের সাথে চপ দোকানে গিয়ে চপ ভাজা এবং বিক্রি করার কাজ করতেন। এহেন দ্রুপদ বাবু যমজ দুই মেয়ে দারিদ্রতা উপেক্ষা করে পড়াশোনা করে বাবা–মা তথা স্কুলের মুখ উজ্জল করে সাড়া ফেলে দিয়েছিল ক্যানিং মহকুমা এলাকায়।গত দুবছর আগে যমজ দুই বোন রাখী–পূর্ণিমা ক্যানিংয়ের ট্যাংরাখালী পরশুরাম যামিনী প্রাণ হাইস্কুল থেকে ৬১২ নম্বর পেয়ে তাক লাগিয়ে দেয়। আশ্চর্যের বিষয় প্রথম শ্রেণী থেকে মাধ্যমিক পাশ করা পর্যন্ত যমজ দুই বোনের নম্বররে কোন হেরফের ঘটেনি। এমন ঘটনা তাজ্জব শিক্ষক–শিক্ষিকা মহল থেকে সমগ্র ক্যানিং মহকুমা বাসী।

২০১৯ এ উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফল ঘোষণা হতেই যমজ দুই বোনের সেই রেকর্ড ভেঙে ফেলে নিজেরাই। রাখী তার দিদির থেকে ২ নম্বর বেশি পেয়েছে।

রাখী সরদার পাঁচ বিষয়ে লেটার মার্কস সহ ৪৭৯ নম্বর পেয়েছে,বাংলায় ৯৬,ইংরাজী ৮২,এডুকেশন ৯৭,ভূগোল ৯৭,সংস্কৃত ৯৮ এবং ঐচ্ছিক বিষয় ইতিহাস ৯৩।

অন্যদিকে পূর্ণিমা সরদার পেয়েছে পাঁচটি বিষয়ে লেটার মার্কস সহ ৪৭৭ নম্বর পেয়েছে,বাংলায় ৯৭, ইংরাজী ৮৭,এডুকেশন ৯৪, ভূগোল ৯৭, সংস্কৃত ৯৬ এবং ঐচ্ছিক বিষয় ইতিহাস ৯৩।

অভাব অনটনের সংসারে তাদের মা ও দীর্ঘ দু–বছর অসুস্থ। দুই বোন নিজেদের পড়াশোনার খরচ জোগাতে খুলেছে একটি কোচিং সেন্টার। নাম দিয়েছে রাখী–পূর্ণিমা কোচিং সেন্টার।

অসহার অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে যমজ দুই বোনের এমন ধারাবাহিক সাফল্যে গর্বিত ক্যানিং মহকুমা এলাকার বাসিন্দারা। রাখি–পূর্ণিমা বড় হয়ে হতে চায় WBCS অফিসার। সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষ জনের

সেবায় কাজ করতে চায় যমজ দুই বোন।

আগামী দিনের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে চায় ওরা।

দ্রুপদ বাবু অবশ্য ভেঙে পড়েছেন মেয়েদের কে শিক্ষিত করার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। সামান্য চপ দোকান চালিয়ে সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হয়। তারপর মেয়েদের পড়াশোনা খরচ!

অবশ্য সহাস্য রাখি–পূর্ণিমা'র জবাব কোচিং সেন্টারে পড়িয়ে যেনতেন প্রকারে আমাদের কে WBCS অফিসার হয়ে বাবা মায়ের এবং শিক্ষা গুরুদের মুখ উজ্জল করে দরিদ্র মানুষজনের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। ট্যাংরাখালি পরশুরাম যামিনী প্রাণ উচ্চমাধ্যমিক হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মোতিলাল খান স্কুলের দুই ছাত্রীর আগামী দিনের সাফল্য কামনা করে বলেন যমজ দুই বোনের অদম্য জেদ। আশা করি আগামী দিনে সমস্ত বাধা অতিক্রম করে ওদের লক্ষ্যে ওরা অনায়াসে পৌঁছে যাবে।

সুন্দরবনের গর্ব অন্ধ রীতু হতে চায় শিক্ষিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাবা–মায়ের একমাত্র সন্তান রীতু দেবনাথ। জন্মগত অন্ধ। পরিবারের লোকজন ছোট বেলা থেকেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তের নামীদামি চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। বংশের একমাত্র দীপশিখা রীতু দেবনাথ যদি পৃথিবীর আলো দেখতে পায়।জন্ম থেকেই দুটি চোখের নার্ভ শুকিয়ে যাওয়ায় চিকিসকদের কোন চিকিৎসাই কাজে আসেনি।অবশেষে চিকিৎসার হাল ছেড়ে দিলেও মেয়েকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রত্যন্ত সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের ৩নং আরামপুর গ্রামের বাসিন্দা সুবীর দেবনাথ ও তাঁর স্ত্রী জ্যোৎস্না দেবনাথ। রীতু জন্মগত অন্ধ হওয়ায় তাকে কলকাতার বেহালায় অন্ধ স্কুলে ভর্তি করেন পরিবারের লোকজন। ছোট থেকেই অত্যন্ত মেধাবী রীতু দেবনাথ শুনে শুনে পড়া মুখস্থ করতে পারতো অনায়াসে।এমন প্রতিভা দেখেই স্কুলের শিক্ষক–শিক্ষিকারা রীতুকে অতিরিক্ত সময় দিয়ে তার পাশে থেকে জ্ঞানের আলো যাতে করে প্রস্ফুটিত হয় তার জন্য সর্বদাই চেষ্টা করে গেছেন। গত দুবছর আগেই রাইটার নিয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে দুটি বিষয়ে লেটার মার্কস সহ ৪৬৯ পেয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল।

পড়াশোনার পাশাপাশি রীতু রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুল সঙ্গীত, আধুনিক গান এবং আবৃত্তিকার হিসাবে পারদর্শী, এর পাশাপাশি বিভিন্ন অনুষ্ঠান মঞ্চে গান এবং কবিতা পাঠ সুনাম অর্জন করেছে রীতু।

মাধ্যমিক পাশ করার পর রীতু তার প্রত্যন্ত গ্রামের স্কুল গোসাবা আর আর

(গভঃ)ইনষ্টিটিউশন এ ভর্তি হলে সেখান থেকে এবছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় তিনটি বিষয়ে লেটার মার্কস সহ ৩৯৪ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয়। ক্যানিং মহকুমা এলাকায় একমাত্র জন্মগত অন্ধ রীতুর এমন অভাবনীয় সাফল্যে তার স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা সহ এলাকার মানুষ জন আনন্দিত।

রীতু জানায় বড় হয়ে সে হতে চায় শিক্ষিকা।ছড়িয়ে দিতে চায় শিক্ষার আলো।ভবিষ্যতে দরিদ্র মেধাবী অন্ধ ছাত্র ছাত্রীদের পাশ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে তাদের পাশে দাঁড়াতে চায়।

জীবনে আলো না দেখতে পেলেও শিক্ষার আলোয় সমাজকে আলোকিত করে নিজের ইচ্ছা পূরণ করতে বদ্ধ পরিকর। রীতুর এমন অদম্য জেদ আর ইচ্ছা তার আগামী দিনের সাফল্যের চাবিকাঠি।

গোসাবা আর আর (গভঃ)ইনষ্টিটিউশন এর প্রধান শিক্ষক তপন কুমার মন্ডল বলেন, রীতুর স্মৃতি শক্তি আর জেদের জন্য উচ্চমাধ্যমিকে এমন সাফল্য এনে দিয়েছে। আশাকরি সমস্ত জল্পনা–কল্পনা উপেক্ষা করে আগামী দিনে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে। রীতু শুধু আমাদের গর্ব নয়,সমগ্র সুন্দরবন দ্বীপ বাসীর কাছে উজ্জল দৃষ্টান্ত। অর্থনৈতিক ভাবে কোন রকম কষ্ট নেই।রীতু যদি সামান্য একটু পৃথিবীর আলো দেখতে পেতো জন্মদাতা পিতামাতা হিসাবে আনন্দ পেতাম।বিধাতার অভিশাপ আমাদের একমাত্র মেয়ে অন্ধ। এমন কথা বলেই কান্নায় ভেঙে পড়েন দম্পতি। মুহূর্তের মধ্যেই দুচোখ মুছেই আগামী দিনের সাফল্যের দিকে চাতকের মতো অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে।

আতস কাঁচে অভাব অনটনেও তাক লাগাল প্রীতি

মলয় সুর, চন্দননগর : আর্থিক প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করেই, উচ্চ মাধ্যমিকে ৮০ শতাংশ নম্বর

পেয়েও পড়াশোনার খরচ কীভাবে সামলাবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছে ভদ্রেশ্বর মনসাতলা এলাকার বাসিন্দা চন্দননগর বঙ্গ বিদ্যালয় স্কুলের কৃতী ছাত্রী প্রীতি নিয়োগীর পরিবার। সে কলা বিভাগে ৪০০ নম্বর পেয়েছে। তার ইচ্ছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজে ইংরাজীতে অনার্স নিয়ে পড়াশোনা করার। প্রীতির বাবা ভদ্রেশ্বর অ্যাঙ্গাস জুট মিলের কর্মী। তার বাবা পবিত্র নিয়োগী জানালেন, টাকার জন্য মেয়েকে বেশি গৃহশিক্ষক দিতে পারিনি। এবার তো পড়ার খরচ অনেক বাড়বে। এবার সে তিনটে বিষয়ে লেটার পেয়েছে। প্রীতির বিষয় ভিত্তি নম্বর হল, বাংলায় ৭৫, ইংরাজী ৮২, ইতিহাস ৭৫, ভূগোল ৮৬, এডুকেশন ৮২, অর্থনীতি ৭২। অদূর ভবিষ্যতে সে শিক্ষিকা হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে কলেজে ভর্তি হওয়ার চেষ্টা করছেন। তার মা পাপিয়া গৃহবধূ। পবিত্র ও পাপিয়া দেবীর একমাত্র সন্তান। সে ২০১৭ সালে মাধ্যমিকে ৫৫২ নম্বর পেয়ে নজর কাড়া সাফল্য নিয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। আর সেই ধারাকে বজায় রেখে জীবনের দ্বিতীয় বড় ইনিংসেও সাফল্য আসে। তবে মেয়ের এই সাফল্যে বাড়িতে খুশির হাওয়া বইছে। অবশ্য এরজন্য পবিত্রবাবু জুট মিলের ছুটির পর বাড়তি আয়ের জন্য অটো চালান। উচ্চ মাধ্যমিকের ফল বের হওয়ার পর থেকেই শুভ্যানুধ্যায়ীদের কাছ থেকে অভিনন্দন পেয়ে আপ্লুত প্রীতি।

উচ্চমাধ্যমিকে চন্দননগরের শ্রমণ ৪র্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি : পড়াশোনার অদম্য ইচ্ছের কাছে হার মেনেছে

পরিবারের সকলে। উচ্চ মাধ্যমিকে অসাধারণ ফল করেছে চন্দননগর শ্রীঅরবিন্দ বিদ্যামন্দির স্কুলের কৃতী মোধাবী ছাত্র শ্রমণ জানা যুগ্মভাবে রাজ্যের মেধা তালিকায় ৪৯২ নম্বর পেয়ে চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে। তার বিষয় ভিত্তিক প্রাপ্ত নম্বর বাংলায়– ৯৬, ইংরাজী– ৯৩, জীবনবিজ্ঞান– ৯৮, পদার্থবিজ্ঞান– ৯৮ এবং গণিত– ১০০। সে পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও সহায়িকা বইয়ের সাহায্য নেয়।

এছাড়া নম্বর বাড়ানোর জন্য ছায়া প্রকাশনী ও বাংলায় রায় ও মার্টিন, এবিটিএ টেস্ট পেপার বইগুলি অনুসরণ করেছে। দিনের বেশির ভাগ সময়ই শ্রমণ পড়াশোনা নিয়ে থাকতো। তার সব বিষয়ে গৃহশিক্ষক ছিল। তার পড়ার বাঁধাধরা কোনও নিয়ম ছিল না। সে টেস্ট পরীক্ষায় ৪৩৩ নম্বর পায়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, এর আগে ২০১৭তে শ্রমণ মাধ্যমিকে রাজ্য মেধা তালিকায় ষষ্ঠ স্থান অর্জন করেছিল। তার বাবা ডাঃ শান্তনু জানা সরকারি বিএলডিও পদে হাওড়া ডোমজুড়ে রয়েছেন। মা অপর্ণা জানা গৃহবধূ। তাদের আদি বাড়ি মেদিনীপুরে কেশপুর এলাকায় বর্তমানে চন্দননগর ফটক গোড়া এলাকার বাসিন্দা, সংসারে স্বচ্ছলতার গন্ধ আছে। ইতিমধ্যেই ইন্সটিটিউট অফ সায়েন্স বেঙ্গালুরু থেকে চিঠি এসেছে। তবে সে বলে, আগামী দিনে আমার একমাত্র স্বপ্ন চিকিৎসক হওয়া।

এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারব। তার স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা কস্তুরী রায় বলেন, চন্দননগর শ্রীঅরবিন্দ বিদ্যামন্দির স্কুলের নাম সে গর্বিত করেছে। পড়াশোনায় যেমন মেধাবী তেমনি বিনয়ীও। দু'বার সে স্কুলের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছে। নিয়ম করে খেলাধূলা না করলেও ইউরোপীয়ান কাপ বিশ্ব ফুটবলের আসরে বার্সালোনা দলের সমর্থক। সেখানে বিশ্বকাপের লিওনেল মেসির ভক্ত। অবসর সময়ে বাঙালির কিংবদন্তী শিল্পীদের গান শুনে সময় কাটায়।

টোটো চালকের ছেলে রাজ্যে সপ্তম

অভীক মিত্র, বীরভূম : ৪৮৯ নম্বর পেয়ে বোলপুর উচ্চবিদ্যালয়ের রাজীব হাজরা উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যে সপ্তম স্থানাধিকার করলো।

স্নিগ্ধাকে সংবর্ধনা দিচ্ছেন এসএফআই সদস্যরা

বাবা প্রশান্ত হাজরা টোটোচালক এবং মা কৃষ্ণা হাজরা বোলপুর মহকুমা হাসপাতালের চুক্তিভিত্তিক সাফাইকর্মী। বাড়ি বোলপুর নীচু বাধঁগোড়া। জেঠু সুভাষ হাজরা সহায়তা করেছেন বলে জানায় রাজীব। রাজীবের বিষয়ভিত্তিক প্রাপ্ত নম্বর : গণিত – ১০০,পদার্থবিদ্যা – ৯৮,জীববিদ্যা – ৯৮,রসায়ন – ৯৬, ইংরাজী – ৯৭। হাইমাদ্রাসা পরীক্ষায় নওদা পালুন্দি হাইমাদ্রাসার ছাত্র শেখ আমির ৬৮৯ নম্বর পেয়ে সবাইকে চমকে দিয়েছে। আমিরের বাড়ি বাসাপাড়া। বাবা শেখ আজাবুল বেসরকারি বাসের কন্ডাক্টর। আইসিএস পরীক্ষায় ৯৯.৫% নম্বর পেয়ে দেশে তৃতীয় স্থানাধিকার করলো বোলপুর সেন্ট টেরেসা বিদ্যালয়ের তিয়াস সাহু। বাড়ী শান্তিনিকেতনের গুরুপল্লী। বাবা ড: গোকুল সাহু লাভপুর শম্ভুনাথ কলেজের গণিত অধ্যাপক,মা বাংলা শিক্ষিকা। তিয়াসের বিষয়ভিত্তিক প্রাপ্ত নম্বর : ভূগোল – ১০০,সমাজবিদ্যা – ১০০,ইংরাজী – ৯৯,গণিত – ৯৯, রাষ্ট্রবিজ্ঞান – ৯৯। অর্থনীতি স্নাতক করে গবেষণা করতে চায় তিয়াস। 'মেধার কাছে যেকোনো প্রতিবন্ধকতাই তুচ্ছ' – তা ফের একবার প্রমাণ করলো বাসাপাড়ার আমির এবং বোলপুরের রাজীব।

মাটি ও মানুষ

জেনে নিন চাষের খুঁটিনাটি

নিজস্ব প্রতিনিধি : বোরো ধান বোরো ধান থোড় মুখে দ্বিতীয় চাপানে ইউরিয়া ২৮.৫ কেজি ও মউরেট অফ পটাশ ৮ কেজি প্রয়োগ করতে হবে। বোরো ধানে একরে ৮ কেজি সালফার প্রয়োজন, সুপার ফসফেট ব্যবহার করলে আলাদাভাবে সালফারের প্রয়োজন নেই। জিঙ্কের অভাব জনিত এলাকার একরে ১০ কেজি জিঙ্ক সালফেট মূলসার বা প্রথম চাপানে প্রয়োগ করা যায়। মাটির পরিবর্তে পাতায় প্রয়োগ করতে হলে রোয়ার ১ মাস ও ১৫ মাস পরে প্রতি লিটার জলে ০.৫ গ্রাম চিলেটেড জিঙ্ক গুলে স্প্রে করতে হবে।

বেরো ধানে ঝলসা রোগ দেখা দিতে পারে। মেঘলা ও কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় যখন আক্ষেপিত আদ্রতা ৯০ শতাংশ, রাতের তাপমাত্রা ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার কম থাকে, তখন এই রোগের আক্রমণ দেখা দিতে পারে। আক্রান্ত জমিতে ট্রাইসাইব্রাজোল ৫০%, ০.৫ গ্রাম বা আইসো-প্রোথিওনেল ৪০%, ১ মিলি প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে। সপ্তাহ অন্তত দুদিন মাঠে নেমে কোনাকুনি হেঁটে রোগপোকার প্রার্দুভাব পর্যবেক্ষণ করুন, ধানের গুছির গোড়ায় নজর রাখতে হবে। বাদামি বা হলদেটে রং এর ছোটো ছোটো শোষক পোকা দলবদ্ধ ভাবে গাছের গোড়ায় বসে রস চুষে খায় এবং গাছের গোড়া পচে যায়। লক্ষ্য না রাখলে মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। এক্ষেত্রে, গুছি প্রতি বাদামি শোষকের সংখ্যায় সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেতে বন্ধু পোকা যেমন, মাকড়সা, বোলতা, মিরিড বাগ ইত্যাদির সংখ্যাও দেখে নিয়ে ওষুধ প্রয়োগের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। প্রয়োজন হলে বোরোপাইরফস ১৫% ডিপি বা কার্বারিল ৫% ডিপি ১০ কেজি প্রতি একরে অথবা অ্যাসিফেট ০.৭৫ গ্রাম বা অ্যাসিফেট ২৫% + ফেনভেলারেট ৩% ১ মিলি বা থায়েমিথোক্সাম ২৫% ডব্লুজি. ০.৩৪ গ্রাম বা ফেনুবুকার্ব ৫০% ইসি ১৫০ মিলি বা বুপ্রোফেজিন ২৫% এস সি ১৫মি

মুগ– পাতায় সদা গুঁড়ো পাউডার দেখা গেলে কার্বেডাজিম ১ গ্রাম বা ট্রাইডেমর্ফ ০.৫ গ্রাম হারে প্রয়োগ করতে হবে। হলদে বুটেরেগ দেখা গেলে ডাইমিথোয়েট ২ মিলি প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে। মুগে লেদ পোকার আক্রমণ দেখা দিলে প্রতি লিটার জলে ৪ গ্রাম গুড় ১ মিলি ট্রয়াজোফস বা ১ গ্রাম মিথেমিল গুলে স্প্রে করতে হবে।

হাইব্রিড সূর্যমুখী : এই ফসলে গোড়া পচা রোগ হয়। এই রোগে গাছের গোড়া পচে গিয়ে

গাছ ঢলে করে। রোগের লক্ষণ দেখা গেলে প্রতি লিটার জলে ৪ গ্রাম হারে ব্লইটক্স গুলে গাছের গোড়া ভিজিয়ে দিতে হবে। এছাড়া সূর্যমুখীর মাথা পচা রোগ হয়। এই রোগ হলে আক্রান্ত গাছের ফুলের পেছনে বোটা লেগে থাকা অংশে প্রথমে সাদা তুলোর মতো ও পরে কালচে চক্রান্ত দেখা যায়। ফুল ফোঁটার সময়ে প্রতি লিটার জলে ২.৫ গ্রাম হারে ম্যানকোজের গুলে স্প্রে করলে উপকার পাওয়া যায়। সূর্যমুখীর সব থেকে ক্ষতিকারক পোকা হলে তামাকের ক্রীড়া পোকা যেগুলি ফুলের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। আক্রমণের প্রথম অবস্থায় হাত দিয়ে বেছে বেছে বালতিতে ওষুধ গোলা জলে ফেলে মারা আবশ্যক। পরবর্তী দশায় জৈব কীটনাশক বিটি ১ গ্রাম বা হেলিকোর্ভাপা (এস) অথবা (এইচ) ১ মিলি প্রতি লিটার জলে গুলে বিকালের দিকে স্প্রে করা উচিৎ। জাব পোকার জন্য যে কোনও সর্বাঙ্গবাহী ওষুধ ও অন্যান্য পোকা বিশেষত লেদার জন্য ইনডক্সাকার্ব ১ মিলি বা স্পাইনোস্যাড ০.৫ মিলি ব্যবহারে সুফল পাওয়া যাবে।

যখন ফুলের পিছনদিক হলদে হয়ে নরম তুলতুলে হয়ে পেকে যায় ও বীজ কালো হয়ে শক্ত হয়ে যায় তখন ফুল কেটে নিতে হবে।

তিল : সারিতে বীজ বুনলে বীজ বোনার ১৫–১৬ দিন পর প্রতি সারিতে ১০ সেমি বা রমার জন্য ৮ সেমি অন্তর চার রেখে বাকি চারা তুলে ফেলতে হবে। প্রতি বর্গমিটারে তিলোত্তমার জন্য ৩৫–৪০টি এবং রমা জাতের জন্য ৪০–৫০ টি গাছ রাখা প্রয়োজন বীজ বোনার ২০–২১ দিন পর একরে ১২ কেজি নাইট্রোজেন চাপান সার হিসেবে প্রয়োগ করে হালকা সেচ দিতে পারলে ভাল হয়। তিল চাষে সাধারণত ২টি সেচ দিতে হয়, প্রথমটি বীজ বোনার ৩০–৩৫ দিন পর ও দ্বিতীয়টি এর আরো ২০–২৫ দিন পরে দিতে হবে।

চিনাবাদাম : বাদামের পাতায় এই সময়ে টিক্কা বা মরচে পরা রোগ দেখা দিতে পরে। এই রোগের লক্ষণ দেখা গেলে জলে ২.৫ গ্রাম হারে ম্যানকোজেব বা মাটাল্যাক্সিল ৮ শতাংশ+ ম্যানকোজের ৬৪ শতাংশ মিশ্রণ ২.৫ গ্রাম হারে প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করলে উপকার পাওয়া যায়। গোড়া পচা বা শিকড় পচা রোগের জন্য বেনোমিল ০.৫ গ্রাম বা কার্বেন্ডাজিম ১ গ্রাম বা ম্যানকোজেব ২.৫ গ্রাম বা হেক্সাকোনজোল ১.৫ মিলি প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

পাট : পাট চাষের প্রস্তুতি নিতে হবে। বেলে–দোঁয়াশ, এঁটেল–দোঁয়াশ বা পলি–দোঁয়াশ মাটিতে পাট ভাল জন্মায় মাটির পিএইচ ৬.০–৭.৫এর মধ্যে থাকলে ভাল হয়। সাধারণত উঁচু ও মাঝারি জমিতে মিঠা পাট ভাল হয়। সব রকম জমিতে তিতা পাট চাষ করা যায়। প্রয়োজনীয় জাতের উন্নত মানের বীজ সংগ্রহ করতে হবে। মিঠা পাটের উন্নত জাতগুলি হল– চৈতালি, বাসুদেব, নবীন, বৈশাখীতোষ, সুবর্ণজয়ন্তী তোষা, শক্তি, সূর্য, সুবলা, সুরেন, ইরা ইত্যাদি। তিতা পাটের উন্নত জাতগুলি হল– সোনালী, সবুজ, সোনা, শ্যামলী, পদ্ম, রেশমা, মিতালী, শ্রাবন্তী, পার্থ, বিধান–১, বিধান–২, বিধান–৩ ইত্যাদি।

মিঠা পাট সারিতে বুনলে হেক্টরে ৪ কেজি, ছিটিয়ে বুনলে ৬ কেজি এবং তিতা পাট সারিতে বুনলে হেক্টরে ৬ কেজি, ছিটিয়ে বুনলে ৮ কেজি বীজের প্রয়োজন হয় প্রতি কেজি বীজ ৫ গ্রাম থাইরম বা ম্যানকোজের মিশিয়ে শোধন করতে হবে। মূলসার নাইট্রোজেন ২০ কেজি, ফসফেট ৩০ কেজি ও পটাশ ৩০ কেজি দিতে হবে। চারা বেরোনোর ২১ দিন পর প্রথম চাপানে ২০ কেজি ও চারা বেরোনোর ৩০–৩৫ দিন পরে দ্বিতীয় চাপানে ২০ কেজি নাইট্রোজেন প্রয়োগ করতে হবে। সালফারের ঘাটতি থাকলে হেক্টরে ৩০ কেজি সালফার প্রয়োগ করতে হবে। সেচহীন এলাকায় কালবৈশাখীর বৃষ্টির সুযোগ নিয়ে দ্রুত বীজ বোনার ব্যবস্থা করতে হবে। বিস্তারিত জানতে আপনার ব্লকের স্থানীয় কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক ব সহ–কৃষি অধিকর্তার কার্য্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

দারিদ্রের কাছে হার না মানার জেদেই ডাক্তার হতে চায় বর্ণালী

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি : অভাব অনটনের মধ্যেও রীতিমতো পড়াশোনা করে রাজ্যের মেধা তালিকায় যুগ্মভাবে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন কোন্নগর নবগ্রাম হীরালাল পাল উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রী বর্ণালী ঘোষ। সে ৪৯৪ নম্বর পেয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। সব বিষয়ে লেটার। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর বাংলায় ৯৪, ইংরেজি ৯৭, জীববিজ্ঞান ১০০, পদার্থবিজ্ঞান ৯৭, গণিত ১০০। প্রতিটি বিষয়ে গৃহশিক্ষক ছিল। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি বাবার, তার বাবা খগেন ঘোষ কোন্নগর নবগ্রাম রেল স্টেশনের কাছেই আলু–পিঁয়াজের দোকান রয়েছে। উদায়স্ত পরিশ্রম করে দোকানটা দাঁড় করান। মা পুর্ণিমা অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রের শিক্ষিকা, সামান্য আয় থেকে তাঁর সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরনোর অবস্থা। তাদের বাড়ি ডানকুনি পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডে ঘড়িয়ালের সাতঘড়া এলাকায়। বর্ণালী নবগ্রাম হীরালাল বালিকা বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হয়। প্রথম থেকেই পড়াশোনায় তুখোড়। তারা দুই বোন ছোট সৌমিলি। সে একই স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ছে। ইতিমধ্যেই বর্ণালী জয়েন্ট পরীক্ষা দিয়েছে। তার সরল উত্তর ভবিষ্যতে ডাক্তারি পড়তে চায়। উচ্চমাধ্যমিকে ভাল ফল হবে আশা করেছিলাম। কিন্তু মেধা তালিকায় একেবারে তৃতীয় স্থানে উঠে আসবে ভাবিনি। মেয়ের সাফল্যের দাবিতার অনেকে। ১৯৫২ সালে স্থাপিত এই বিদ্যালয়টি। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে ধারাবাহিকভাবে ফল ভাল হলেও এই প্রথম মেধা তালিকায় নাম উঠে এসেছে এই স্কুলের। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা রীনা ঘোষ সরকার বলেন, বর্ণালীর হাত ধরেই আমাদের স্কুল এই প্রথম আলোয় এল। আমাদের কাছে এটা আনন্দের দিন।

বিজেপি কর্মীদের ওপর বোমাবাজির অভিযোগ

প্রথম পাতার পর

এরপর বিজেপির নেতৃত্বে নোদাখালি থানায় বিক্ষোভ দেখায়। এরপর তৃণমূল কংগ্রেস ডোঙাড়িয়া চৌরাস্তায় দুঘন্টা রাস্তা অবরোধ করে। তৃণমূলের দাবি বিজেপির লোকেরাই বোমাবাজি করেছে। বজবজ–২ নম্বর ব্লকের বিজেপি সভাপতি গৌতম প্রামাণিক বলেন, আমরা নরেন্দ্র মোদীর শপথ উপলক্ষে শান্তিপূর্ণ ভাবে পতাকা লাগাচ্ছিলাম। সেই সময় তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা গোপাল প্রামাণিকের বাড়িতে বোমা মারে। সে লিখিতভাবে থানায় অভিযোগ করেছে। বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। অন্যদিকে বজবজ–২ নম্বর ব্লকের যুব তৃণমূলের কার্যকরী সভাপতি বুচান ব্যানার্জী বলেন, অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বিজেপির লোকজনই বোমাবাজি করে এলাকায় দাঙ্গা বাঁধাতে চাইছে। আমরাও থানায় লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছি।

দোষ কার

প্রথম পাতার পর

এত উন্নয়ন– পরিষেবা সত্ত্বেও বিজেপির এই দাপট কেন? দোষ কার? জেলা ব্লক বুথ স্তরের নেতা কর্মীদের? না শীর্ষ নেতা–নেত্রীদের? তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জী ইতিমধ্যেই সাংবাদিক বৈঠক করে বলেছেন, হিন্দু–মুসলমানের তাস খেলে, কোটি কোটি টাকা খরচ করে বিজেপি মানুষকে বোকা বানিয়েছেন। তৃণমূলের নেতা–নেত্রীদেরও দোষারোপ করেছেন, তলে তলে বিজেপির সঙ্গে যোগ রাখার জন্য। বেশ কয়েকজন নেতা–নেত্রীর ডানাও ছেঁটেছেন। বাম ভোট রামে গেছে বলেও অভিযোগ করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে শুধুই কি এই সব কারণে তৃণমূলের রঙ ফিকে হচ্ছে? রাজ্যে হিন্দু–মুসলমানের মেরুকরণ ভোটের জন্য শুধু কি বিজেপিই দায়ী? নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক রাজ্যের এক হেভিওয়েট নেতা বললেন, নেত্রী যখন যা নির্দেশ দিয়েছেন তাই করেছেন তৃণমূলের কর্মীরা। কিন্তু ওপরতলার ভুল ভাল কিছু মন্তব্য ও সিদ্ধান্তই তৃণমূলকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। ভোটের আগে মেদিনীপুরে প্রচারে গিয়ে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি শুনে মুখ্যমন্ত্রী গাড়ি থেকে নেমে এলেন, চিৎকার চেঁচামেচি করলেন, এই দৃশ্য কয়েক মিনিটের মধ্যে ভাইরাল হয়ে গেল। বিজেপি প্রচারে বলল, রাজ্যের মানুষ জয় শ্রীরাম কোথায় বলবে, পাকিস্তানে? এটা কি ভোট মেরুকরণ হল না? গত বৃহস্পতিবার ভাটপাড়াতেও একই কাণ্ড করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিজেপির পাতা ফাঁদে পা দিচ্ছেন। আর ততোই ভোট ভাগাভাগি হয়ে যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী সংখ্যালঘুদের উদ্দেশ্যে করে বললেন, 'যে গরু দুধ দেয় তার লাথিও খাব' এটা কী ধরনের কথা! মুখ্যমন্ত্রীর মুখে এই কথা কী শোভা পায়? হিন্দুরা ভাবতেই পারেন, আমরা যখন দুধ দিই না, তাহলে 'দিদি' ওদের নিয়েই থাকুন। অন্য দিকে মুসলিমরাও ভাবতে পারেন, তাহলে আমরা গরু? শ্রীনগরের পুলওয়ামায় জঙ্গি হামলার পর সারা দেশ যখন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সোচ্চার তখন দিদির কিছু মন্তব্য রাজ্যবাসী ভালো ভাবে নেয়নি। তারও প্রভাব পড়েছে এই ভোটে।

এ ছাড়াও গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে মনোনয়ন পর্ব থেকে ভোট পর্যন্ত যে দৃশ্য রাজ্যবাসী দেখছে তাও ভুলতে পারেনি রাজ্যের ভোটাররা। মানুষকে ভোটে দাঁড়াতে না দেওয়া, বোমা–পিস্তলের আস্ফালন, গুণ্ডাগিরি, গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার জ্বালার প্রতিফলন ঘটেছে লোকসভা নির্বাচনে। তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জীর উত্থান দেখেছে রাজ্যবাসী। কি লড়াই সংগ্রাম তাঁকে করতে হয়েছে, গণতন্ত্রের জন্য যাঁর কণ্ঠ ছিল সোচ্চার, তাকেই গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে নির্বাক ও মূক থাকতে দেখে রাজ্যের মানুষ কার্যত হতাশ হয়েছেন।

আরও একটি বিষয় রাজ্যের শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতীরা কর্মসংস্থানের ব্যাপারে তৃণমূলের ওপর আস্থা রাখতে পারেনি। এটাও ঠিক নিচু তলার সব তৃণমূল কর্মী নেতারাও স্বচ্ছ নয়। তাদের আচার আচরণও অনেককে তৃণমূলের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করেছে। সামগ্রিক পর্যালোচনা দলের অন্দরে দরকার। তা না হলে যে ঝড় উঠেছে, তাতে তৃণমূলের দূর্গ অটুট থাকা অনিশ্চিত।

মহিলা সদস্য ৭৮

প্রথম পাতার পর

এবারের লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের ৪২টি আসনের মধ্যে ১২টিতে কোনও মহিলা প্রার্থী ছিলেন। বাকি ৩০ টি আসনের মধ্যে অন্তত তিনটিতে জাতীয় বা রাজ্য পর্যায়ের স্বীকৃত দলেরও প্রার্থী ছিলেন না। লোকসভা বা বিধানসভাগুলি মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের প্রস্তাব এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। এই অবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষ থেকে আরও বেশি সংখ্যক মহিলাকে প্রার্থী করা দরকার। এ রাজ্য থেকেও মহিলা সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে হলে রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষ থেকে আরও বেশি রাজনীতির সদিচ্ছার প্রয়োজন রয়েছে। এ বিষয়ে বোধ করি দ্বিমত হবেন না। মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের প্রস্তাবকে বাস্তব রূপ দেওয়ার মতো, এক্ষেত্রেও প্রথম ও শেষ কথা রাজনৈতিক সদিচ্ছা। আর এর সাহায্যেই লোকসভায় মহিলাদের অধিকতর প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে নির্বাচকমণ্ডলীতে তাদের বিরাট উপস্থিতির প্রতি খানিকটা হলেও সম্মান দেখানো হবে।

গণধর্ষণকান্ডে গ্রেপ্তার চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চিনপাই: বছর চল্লিশের এক গৃহবধূকে গণধর্ষণের ঘটনায় কাঞ্চন ঘোষ,পার্থ ঘোষ,সুশান্ত ঘোষ এবং রূপক ঘোষ নামে চার যুবককে গ্রেপ্তার করলো সদাইপুর থানার পুলিশ। বাড়ি আদুরিয়া গ্রামে। কাঞ্চন টিউশন পড়ায়। বিনয়নগর থেকে জামথলিয়া মোটরসাইকেলে যাওয়ার সময় রবিবার বিকালে চিনপাই বারুদ কারখানা জঙ্গলে স্বামীকে গাছে বেঁধে রেখে এক গৃহবধূকে জঙ্গলে টেনে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করে দুই যুবক বলে অভিযোগ নির্যাতিতার স্বামীর। নির্যাতিতার স্বামী কাঞ্চনকে মোটরবাইকে ধাওয়া করলে চিনপাই বিশ্রামতলায় কাঞ্চনকে ধরে ফেলে জনতা। শুরু হয় গণপিটুনি। পুলিশ এসে উদ্ধার করে। পরে বাকী তিন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। নির্যাতিতার মেয়ে এবং বিবাহিত ছেলে আছে। সোমবার সিউড়ি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে নির্যাতিতা গৃহবধূর ডাক্তারি পরীক্ষা করা হয়। মঙ্গলবার সকালে ধৃতদের সিউড়ি আদালতে তোলা হলে ধৃতদের ছয়দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

PARISEVA
DOCTORS' CHAMBER & CLINIC
(Air Condition)
175/1, D. H. Road, Thakurpukur, Kolkata-700 063
Phone : 8017827137 / 6290356816
অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত চিকিৎসা কেন্দ্র স্বল্পমূল্যে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা
পরীক্ষা
ECG ✪ USG ✪ CT SCAN
ANGIOGRAPHY ✪ ECHO ✪ PHYSIOTHERAPY ✪ PATHOLOGY
DOCTORS
চক্ষু বিভাগ ✪ মেডিসিন বিভাগ ✪ শিশু বিভাগ
স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ বিভাগ ✪ চর্ম বিভাগ
ORTHO ✪ SURGERY
All types of spectacles, contact lances & sunglasses are available here at the rate of Bow Bazar
TIME
সোমবার থেকে শনিবার
সকাল ৮.৩০টা থেকে ১.৩০টা
বিকাল ৫টা থেকে ৯টা
এ্যাম্বুলেন্স ও অক্সিজেনের ব্যবস্থা আছে

গড়িয়ায় সর্ব প্রথম এম. ডি. (আয়ুর্বেদ) ডাক্তার মণ্ডলীর দ্বারা পরিচালিত আয়ুর্বেদ ক্লিনিক
বৃক্ষা আয়ুর্বেদা
যে কোন পুরাতন ও জটিল পেটের রোগ, বাতব্যাধি, ত্বকের রোগ, হাঁপানী, অ্যালার্জী, পুরনো সর্দিকাশী, স্থৌল্য, ব্লাডসুগার, স্ত্রীরোগ, বন্ধ্যাত্ব এবং যে কোন প্রকার যৌন রোগ ইত্যাদি দায়িত্ব সহকারে চিকিৎসা করা হয়। এছাড়া পাইলস, ফিসার, ফিসচুলার মত রোগ ঔষধ দ্বারা বা KS পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা হয়।
ডাঃ এ.কে. গড়াই M.D (Ay)
ডাঃ পি. মিশ্র M.D (Ay)
100% গ্যারান্টি চিকিৎসা
বিনা অস্ত্রোপচারে
অর্শ PILES ভগন্দর FISTULA
নালিঘা FISSURE
স্থান ঃ– ক্ষুদিরাম মেট্রো স্টেশন (রেমিডি হসপিটালের কাছে) কোলকাতা - ৭০০ ০৮৪
Cont.: 6291318772 / 6291426088

মহানগরে

উচ্চ মাধ্যমিকে মেধা-তালিকায় ১৩৭

বরুণ মণ্ডল : লিখিত পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৭৫ দিনের মাথায় এ বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলফল আনুষ্ঠানিকরূপে বিধাননগরস্থিত বিদ্যাসাগর ভবন থেকে গত ২৭ মে প্রকাশ করা হল। এবারের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলের প্রথম ১০টি স্থানের মেধা-তালিকায় সমমানের শতাধিক এবছর ৮৬.২৯ শতাংশ ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হয়েছে। যা গতবারের তুলনায় ২.৫৪ শতাংশ বেশি। গতবার পাশের হার ছিল ৮৩.৭৫ শতাংশ। এবার ৬০ শতাংশ বা তার বেশি নম্বর পেয়েছে ৪২.৩৯ শতাংশ। যা গতবারের তুলনায় ২.১৫ বেশি। গতবার ছিল ৪০.২৪ শতাংশ। আর এই প্রবণতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পরীক্ষার প্রোগ্রামের সঙ্গে যেহেতু উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রোগ্রামের সম্পর্ক রয়েছে। এজন্য মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রোগ্রাম প্রকাশিত হলেই আমরা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রোগ্রাম প্রকাশ করব। বিস্তারিত প্রোগ্রাম সংসদের 'ওয়েব সাইট'-এ তুলে দেওয়া হবে। এবার বিজ্ঞান বিভাগ থেকে প্রথম হয়েছে দু'জন। সুরিস্থিত

গ্রেডে টপ ফাইভ সাবজেক্ট

গ্রেড	২০১৭	২০১৮	২০১৯
'ও' গ্রেড (৯০-১০০ শতাংশ নম্বর পেয়েছে)	৩৩০২ জন	৫,২৪৮ জন	৭,৮১৮ জন
'এ+' গ্রেড (৮০-৮৯ শতাংশ নম্বর) পেয়েছে	৩৫,৮৮১ জন	৪১,৪২৮ জন	৪৭,৭৫৯ জন
'এ' গ্রেড(৭০-৭৯ শতাংশ নম্বর) পেয়েছে	৮২,৬৭৮ জন	৮৩,১৩২ জন	৮৯,৫৭৯ জন
'বি+' গ্রেড (৬০-৬৯ শতাংশ নম্বর) পেয়েছে	১,১৯,৬৬৫ জন	১,২১,১৫৩ জন	১,১৭,৯৯৩ জন
'বি' গ্রেড (৫০-৫৯ শতাংশ নম্বর) পেয়েছে	১,৬৪,৪০৯ জন	১,৬৮,৫০১ জন	১,৫৮,৭৫৩ জন
'সি' গ্রেড (৪০-৪৯ শতাংশ নম্বর) পেয়েছে	১,৬৮,৭৩৭ জন	২,০১,৮৯৯ জন	১,৯৭,২৬৬ জন
'পি' গ্রেড (৩০-৩৯ শতাংশ নম্বর) পেয়েছে	২০৩৪ জন	২,২৩৮ জন	১,৫৮৬ জন
সর্বমোট	৫,৭৬,৭০৬ জন	৬,২৩,৫৯৯ জন	৬,২০,৭৫৩ জন

মেধাবী ছাত্রছাত্রী একই স্থানে তারা তাদের আসন গ্রহণ করেছে। প্রথম ১০টি স্থানের মেধা তালিকায় ৪৮৬-৪৯৮ এই ১৩টি সংখ্যার ফারাকে স্থান পেয়েছে সর্বমোট ১৩৭ জন ছাত্রছাত্রী। এর মধ্যে ছাত্রী রয়েছে ৩৫ জন। এটাও উচ্চ মাধ্যমিকের গত ৪৩ বছরের ইতিহাসে সর্বকালীন রেকর্ড। উচ্চ মাধ্যমিকের মেধা তালিকায় প্রথম ১০টি স্থানে পড়ুয়ার সংখ্যা এ পর্যন্ত কোনও বছরই তিন অঙ্ক ছুঁতে পারেনি। গত ২০১৮তে প্রথম দশে ছিল ৮০ জন। তাদের মধ্যে নম্বরের ব্যবধান ছিল ১৬ (৪৮১-৪৯৬)। এর মধ্যে ছাত্রী ছিল ২১ জন। ২০১৭তে প্রথম দশে ছিল ৫৩ জন। তাদের নম্বরের ব্যবধান ছিল ১৭ (৪৮০-৪৯৬)। এর মধ্যে ছাত্রী ছিল ১৩ জন। ২০১৬তে প্রথম দশে ছিল ৫৬ জন। তাদের নম্বরের ব্যবধান ছিল ১৩ (৪৮৩-৪৯৫)। এর মধ্যে ছাত্রী ছিল ১০ জন। ২০১৫-তে প্রথম দশে ছিল ৩৫ জন। তাদের নম্বরের ব্যবধান ছিল ১৬ (৪৮১-৪৯৬)। পাশের হারেও উচ্চ মাধ্যমিক ৪৩ বছরের যাবতীয় রেকর্ডকে পিছনে ফেলে ৩০-৫৯ শতাংশ নম্বর পাওয়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা এবার উল্লেখযোগ্য ভাবে কমেছে। ২০১৮তে ৩০-৫৯ শতাংশ নম্বর পেয়েছিল ৫৯.৭৬ শতাংশ ছাত্রছাত্রী। এবার পেয়েছে ৫৭.৬১ শতাংশ ছাত্রছাত্রী। যা গতবারের থেকে ২.১৫ শতাংশ কম। এবার মোবাইল ফোন ব্যবহার ও হোয়াটস অ্যাপ করতে গিয়ে ধরা পড়ায় ১৮ জনের পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। তার মধ্যে ৫-৬ জন শুনানির সময় হাজির হয়নি। বাকি দের এক বছরের জন্য পরীক্ষা বাতিল হয়েছে। এবার কোনও রেজাল্ট ইনকমপ্লিট নেই। এবার ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীরা ৬.২৬ শতাংশ বেশি পরীক্ষা দিয়েছে। এর মধ্যে প্রচুর ফাস্ট জেনারেশন লার্নার আছে বলে সংসদ সভানেত্রী মহুয়া দাস জানান। এবার পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্রের থেকে ছাত্রীর সংখ্যা ৫৩,৮৪১ জন বেশি। এদিন সংসদ সভানেত্রী অধ্যাপিকা মহুয়া দাস বলেন, আগামী বছর অর্থাৎ ২০২০ সালের উচ্চমাধ্যমিক (নিউ অ্যান্ড ওল্ড সিলেবাস) পরীক্ষার প্রোগ্রাম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের মাধ্যমিক বীরভূম জেলা স্কুলের শোভন মণ্ডল ও কোচবিহার জেনকিন্স স্কুলের রাজর্ষি বর্মণ। তাদের প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৮। মেধা তালিকায় যুগ্মভাবে তারা রয়েছে প্রথম স্থানে। কলা বিভাগ থেকে এবার প্রথম হয়েছে বীরভূমের সাঁইথিয়া টাউন হাই স্কুলের রাকেশ দে। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪২৯।

মেধা তালিকায় সার্বিকভাবে তাঁর স্থান চতুর্থ। বাণিজ্য থেকে প্রথম হয়েছে দু'জন। উত্তর পলকাতার নিমতলা ঘাট স্ট্রিট স্থিত জ্ঞান ভারতী বিদ্যাপীঠের (বয়েজ) কমল সাউ ও লেক থানার শরৎ বোস রোডের ন্যাশনাল হাই স্কুলের ছাত্রী কোমল সিংহ। দু'জনেরই প্রাপ্ত নম্বর ৪৬৮। সার্বিকভাবে তাদের স্থান দশম। এবার মাধ্যমিকের মেথা তালিকায় কলকাতার স্টুডেন্ট ছিল একজন। উচ্চ মাধ্যমিকে কলকাতার স্টুডেন্ট রয়েছে ১৯ জন। এবার রাজ্যে ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম এবং সার্বিকভাবে দ্বিতীয় আর কলকাতা মহানগরে প্রথম হয়েছে সেক্টর ওয়ান স্থিত বিধাননগর গভর্নমেন্ট হাই স্কুলের সংযুক্ত বোস। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৬।

জলকষ্ট মুক্তিতে কলকাতায় একাধিক প্রকল্প গৃহিত

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০১৫-'১৮ দীর্ঘ চার বছর যাবৎ তৎকালীন মহানাগরিক প্রতি মাসিক পুর অধিবেশনে বারংবার তার বক্তব্যে পুরসংস্থার শাসক ও বিরোধী আসনের সমস্ত ১৪৩ জন পুরপ্রতিনিধিকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, প্রত্যয় জানিয়ে বলেছিলেন, কলকাতার দুই প্রধান পরিস্রুত পানীয় জল উৎপাদন কেন্দ্র পলতা জলপ্রকল্প ও গার্ডেনরিচ জল উৎপাদন প্রকল্পে পানীয় জলের কোনও রকম ঘাটতি নেই। প্রয়োজন মতো জল উৎপাদন হচ্ছে। শহরের বেশ কিছু 'পকেটে' পানীয় জলের ঘাটতির কারণ মূলত 'পাইপ লাইন' ও 'রিজার্ভার কাম বুস্টার পাম্পিং স্টেশনে'র অভাব। গত ডিসেম্বরে কলকাতার মহানাগরিকের পরিবর্তনের পর থেকেই নতুন মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম এখন বলতে শুরু করেছেন এ শহরে জল উৎপাদনে যেমন ঘাটতি রয়েছে তেমনি পানীয় জলের অপচয়ও রয়েছে। শহরে গরম পড়তে প্রথাগতভাবে পরিস্রুত পানীয় জলের উপর্যুপরি ঘাটতি বাড়তে শুরু করেছে। ঘাটতি প্রকট আকার ধারণ করেছে যাদবপুর ও টালিগঞ্জ এলাকার পুর ওয়ার্ডগুলিতে এবং পশ্চিম বেহালার ১২৫, ১২৬, ১২৭ ও ১২৮ নম্বর ওয়ার্ডগুলিতে। কমবেশি চার হাজার বর্গ কিলোমিটার ক্ষেত্রমান বিশিষ্ট ১২৭ নম্বর ওয়ার্ডের সর্বত্র

পানীয় হাহাকার। যে এলাকায় গভীর নলকূপ আছে সেখানে পানীয় জলের সমস্যা তুলনায় কিছুটা কম। এই ওয়ার্ডের সর্বত্র বহু সরু সরু অলি-গলি, লেন, বাইলেন আছে যেখানে জলের গাড়ি- প্রবেশ করতে পারে না। সেখানে পানীয় জল সংকট ভয়ঙ্কর আকার ধারণ এই উর্ধ্বমুখী তাপমাত্রার পারদে। গত ২১ মে পুর অধিবেশনে এই আসন্ন জলন্ত সমস্যা নিয়ে মুলতুবি প্রস্তাব উত্থাপন করেন পুর বামফ্রন্টের মুখ্য সচেতক গড়িয়া এলাকার ১১১ নম্বর ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি চয়ন ভট্টাচার্য। তিনি বলেন এই প্রখর গ্রীষ্মের মরশুমে কলকাতা পুর সংস্থার বিশেষত সংযোজিত এলাকার অনেক জায়গায় পানীয় জলকষ্ট বাড়ছে। মহানগরের অনেক সম্পত্তি করদাতা আজও পরিস্রুত পানীয় জলের জন্য ভূগর্ভস্থ অপরিস্রুত জলের ওপর নির্ভর করেন। পরিস্রুত পানীয় জলের সরবরাহ ব্যাহত। চয়নবাবুর নির্দিষ্ট প্রস্তাব 'বিগ ভায়া টিউব ওয়েলের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ জল পানীয় জল হিসাবে ব্যবহার করার বিকল্প পথ অবিলম্বে বার করা হোক। পুরসংস্থার নিজস্ব পরিস্রুত পানীয় জল উৎপাদন আরও বাড়ানোর জন্য নির্দিষ্ট যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই প্রস্তাবের সমর্থনে আরও প্রস্তাব রাখেন বাম পুর প্রতিনিধি মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী। পুর বামফ্রন্ট নেত্রী রত্না রায় মজুমদার এবং জাতীয় কংগ্রেসের বরিষ্ঠ পুর প্রতিনিধি প্রকাশ উপাধ্যায়। এই প্রস্তাবের জবাবি বক্তব্যে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, নিশ্চিতভাবে বলা যায় ২০০৬-এর তুলনায় জলের যে সমস্যা ছিল, আজকে সে পরিস্থিতির অনেকটাই উন্নতি হয়েছে। কিন্তু ১০০ শতাংশ জল সরবরাহ ঠিক হয়ে গিয়েছে, এটা আমি কখনই গর্ব করে বলতে পারি না। আর এই প্রখর গ্রীষ্মে জলের চাহিদা তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু জল উৎপাদন তিনগুণ বৃদ্ধি পায়নি।

পরিবর্তে গঙ্গার জলস্তর নেমে যাওয়ায় জন্য যতক্ষণ পাম্প চালানো হতো, এখন ততক্ষণ পাম্প চালানো সম্ভব হচ্ছে না। পাম্পে কাদা উঠে যাচ্ছে। মহানাগরিক এই মহানগরের পানীয় জল উৎপাদন ক্ষেত্রগুলির উৎপাদন বৃদ্ধির কথা বলতে গিয়ে বলেন, গার্ডেনরিচে নতুন একটি দৈনিক ২৫ মিলিয়ন গ্যালন জন উৎপাদন প্রকল্পের কার্যকর আগামী নভেম্বর মাসে শুরু হচ্ছে। ধাপার জয়হিন্দ জল প্রকল্পের উৎপাদন ৩০ থেকে বাড়িয়ে দৈনিক ৫০ মিলিয়ন করা হচ্ছে। সেজন্য 'ডিটেলস প্রজেক্ট রিপোর্ট' (ডিপিআর) তৈরি হয়ে গিয়েছে। টালিগঞ্জ-যাদবপুর গড়িয়ার জল সমস্যার কথা মাথায় রেখে গড়িয়ার ঢালাই ব্রিজের কাছে কলকাতা হস্তান্তরিত কেএমডিএ-র সাদ একর জমিতে দৈনিক ১০ মিলিয়ন গ্যালন পরিস্রুত পানীয় জল উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি হবে। ডি পি আর তৈরি হচ্ছে। সোনারপুর থেকে 'র ওয়াটার' আনা হবে। এবং এই অঞ্চলে পূর্বের মতোই ধাপা থেকেও জল আসবে এবং মহেশতলা পুর এলাকায় নতুন একটি দৈনিক ৩০ মিলিয়ন গ্যালন জল উৎপাদন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এটা হয়ে গেলে গার্ডেনরিচের পরিস্রুত পানীয় জল মহেশতলাতে না পাঠিয়ে টালিগঞ্জ-যাদবপুর অর্থাৎ দক্ষিণ কলকাতাতে পাঠানো হবে। মহানাগরিক বলেন, পানীয় জল সমস্যার সমাধানে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। একটু সময় লাগবে। এই সমস্ত পরিকল্পনা আগামী দু'বছরের মধ্যে বাস্তবায়িত হয়ে গেলে আমার মনে হয় কলকাতার আরও কোথাও জল সমস্যা থাকবে না। এছাড়াও 'সেভ ওয়াটার মুভমেন্ট' প্রকল্পে কলকাতার সমস্ত পুর প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ করার কথাও তিনি জানান।

একঝলকে কলকাতা দক্ষিণ (২৩)

লোকসভা নির্বাচন : ২০১৪	লোকসভা নির্বাচন : ২০১৯
মোট ভোট দাতা : ১৬,৬৩,৩০৬	মোট ভোটদাতা : ১৭,২৮,২৫৯
মোট বৈধ ভোট : ১১,৬৮,১২৭	মোট বৈধ ভোট : ১২,০৬,৬৪৫
মোট প্রাপ্ত ভোট (শতাংশ)	মোট প্রাপ্ত ভোট (শতাংশ)
তৃণমূল : সুব্রত বক্সি (জয়ী) : ৪,৩১,৭১৫ (৩৬.৯৫)	তৃণমূল : মালা রায় (জয়ী) : ৫,৭৩,১১৯ (৪৭.৫০)
বিজেপি : তথাগত রায় : ২,৯৫,৩৭৬ (২৫.২৮)	বিজেপি : চন্দ্র কুমার বসু : ৪,১৭,৯২৭ (৩৪.৬৪)
সিপিএম : নন্দিনী মুখোপাধ্যায় : ২,৭৮,৪১৪ (২৩.৮৩)	সিপিএম : নন্দিনী মুখোপাধ্যায় : ১,৪০,২৭৫ (১১.৬৩)
কংগ্রেস : মালা রায় : ১,১৩,৪৫৩ (৯.৭১)	কংগ্রেস : মিতা চক্রবর্তী : ৪২,৬১৮ (৩.৫৩)
নোটা : ১৯,৫১১ (১.৬৭)	নোটা : ১৪,৮২৪ (১.২৩)

একঝলকে কলকাতা উত্তর (২৪)

লোকসভা নির্বাচন : ২০১৪	লোকসভা নির্বাচন : ২০১৯
মোট ভোট দাতা : ১৪,১৬,৬১০	মোট ভোটদাতা : ১৪,৪৩,৮১৮
মোট বৈধ ভোট : ৯,৫৬,১৪৮	মোট বৈধ ভোট : ৯,৫০,৬১৩
মোট প্রাপ্ত ভোট (শতাংশ) :	মোট প্রাপ্ত ভোট (শতাংশ) :
তৃণমূল : সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় (জয়ী) : ৩,৪৩,৬৮৭ (৩৫.৯৪)	তৃণমূল : সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় (জয়ী) ৪,৭৪,৮৯১ (৪৯.৯৬)
বিজেপি রাহুল সিনহা : ২,৪৭,৪৬১ (২৫.৮৮)	বিজেপি : রাহুল সিনহা : ৩,৪৭,৭৯৬ (৩৬.৫৯)
সিপিএম : রূপা বাগচি : ১,৯৬,০৫৩ (২০.৫০)	সিপিএম : কনীনিকা বোস ঘোষ : ৭১,০৮০(৭.৪৮)
সোমেন্দ্রনাথ মিত্র : ১,৩০,৭৮৩ (১৩.৬৮)	কংগ্রেস : সৈয়দ শাহিদ ইমাম : ২৬,০৯৩(২.৭৪)
নোটা : ৯,১০৩ (০.৯৫)	নোটা : ৬,৭৩৬ (০.৭১)

শরীর নিয়ে কথা

পাঠাতে পারেন প্রশ্ন উত্তর দেবেন অভিজ্ঞ ডাক্তাররা

ভালো থাকার সহজ উপায়

নিজেকে দেখা এবং মানুষ নিয়ে চলতে শেখা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই- সেই কবে তিনি এই কথাগুলো বলে গেছেন। চির নতুন, চির সত্য, পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় 'মানুষ আর মান হুঁশ, যাঁর চৈতন্য হয়েছে, সেই মানহুঁশ। চৈতন্য বা চেতনা না হলে বৃথা মানুষজন্ম।' হুঁশ অর্থাৎ যাঁর মধ্যে বিচারবোধ আছে। ভাল-মন্দ বিচার। কোন কাজ করতে গিয়ে ভেবে দেখা- আমি যে কাজটি এই মুহূর্তে করতে চলেছি তা ভাল না মন্দ, তাৎক্ষণিক হয়তো বা ভাল। কিন্তু পরবর্তী পরিসরে বিপদ বা অস্থিরতা এনে দেবে না তো! এই কাজের বলে আমার সার্বিক কল্যাণ হবে তো? আবার আমার এই কল্যাণ অন্যের জীবনে বাধা সৃষ্টি করবে না তো, কারণ আমরা সমাজবদ্ধ জীব। সমাজের যা কিছু কল্যাণময় তার সৃষ্টিতে প্রকৃতির প্রত্যেকেরই অবদান অনস্বীকার্য, আর ক্ষুদ্র এককোষী জীব ব্যাকটিরিয়া থেকে শুরু করে ডাইনোসর পরবর্তী কালে বৃহদাকার ডিম এবং হাতির মত জীবেরও অবদান অনস্বীকার্য।

বর্তমান জীবন অর্থাৎ যে সমাজ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আমরা এখন চলেছি, এই সময়ে উপরোক্ত আলোচনার গুরুত্ব অপরিসীম। আমরা এখন মূল্যবোধকে দূরে সরিয়ে মূল্যযুক্ত বা সমৃদ্ধির জীবনযাপনের আকর্ষণে আকর্ষিত, আপ্লুত, আবেগতাড়িত। এই প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ে যাচ্ছে একটি ঘটনার কথা। অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার। পরিবারে মা-বাবা-বোন এবং সে নিজে। বাবা কৃষিকাজে এবং সব্জি বেচে সংসার চালান, ছেলে এবং মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করেছেন, মা গৃহবধূ। ওঁরা সবসময় সজাগ ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যৎ চিন্তায়, কিন্তু এক কথায় স্বদেশে সূচি পরিবার। রোজ সকালে এবং সন্ধ্যায় সন্তানকে বলতেন বড়লোক হও। দেখতে দেখতে একদিন মধ্যবিত্ত – উচ্চ মধ্যবিত্ত পাশ করল ছেলেটি।

একদিন স্কুল যাবার পরে একটি অসহায় বন্ধুকে তাৎক্ষণিক দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করার পরে সেই ছেলেটি হঠাৎই মিডিয়ার কল্যাণে পাদপ্রদীপের আলোয় চলে আসে। এবং তাঁদের জীবনে পরিবর্তন আসতে শুরু করে। তাকে এবং তাদের পরিবারকে পাড়ার লোকেরা সমীহ করতে শুরু করে। এবং ধীরে ধীরে তাদের মনের মধ্যে একটি অহং জমতে শুরু করে। সব কিছুই তারা এইভাবে তাই হবে এবং হতে বাধ্য এই দৃঢ় মনোভাব তাদের ৪ জনের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে পড়ে।

এইভাবে দেখেন একদিনের সরল নিষ্পাপ কিশোর ভাগ্যচক্রে বড়লোক হয়ে পড়ে এবং তার বাবা-মাকে বলে মা আমি তোমাদের কথা রেখেছি। তাদের সংসারে এখন কোনও কিছু অভাব নেই। কিন্তু কি যেন হারিয়ে গেছে। এখনও তাদের পাড়ার ছেলেরা, আত্মীয় স্বজন সমীহ করে, কিন্তু সেটা ভালোবাসা মিশ্রিত এবং আবেগপ্রবণ নয়। তারা চারটি প্রাণী কিছুতেই আর আগের মতো হতে পারে না। তাদের দেবতাদের প্রতি যে শ্রদ্ধা-ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল তা একেবারেই বিলুপ্ত, তারা শত চেষ্টা সত্ত্বেও আর আগের জীবনে ফিরতে পারছে না।

উপরোক্ত ঘটনাটিকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখব বাবা-মার সন্তানের প্রতি Expectation এত বেশি ছিল, যে সে বড় মানুষ না হয়ে বড়লোক বনে গেল। বর্তমান সমাজ যেভাবে চলছে তাতে আমরা দেখতে পাই সমাজের মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত থেকে শুরু করে উচ্চবিত্ত প্রত্যেকেই প্রায় (৮০ শতাংশ) সব কিছুরই প্রত্যাশা এত ফেলেছে তার ফলে তারা মূল্যবোধকে বিসর্জন দিয়ে সমৃদ্ধির জীবন যাপনে অভ্যস্ত হতে চাইছে। সূক্ষাতিসূক্ষ্ম যে বিচারবোধ যে ভালমন্দ তা তারা বুঝতে পারছে না। কিসে তাদের ভাল হবে আর কি করলে খারাপ হবে ওই বোধ আজ বিলুপ্ত। যদি বাসে ট্রামে ওঠেন দেখবেন চারজনের সিটে তিনজনে বসে আছে, আপনাকে দাঁড়াতে দেখে কেউ কিন্তু বসার জায়গা দেবে না। যদি আপনি বসার জন্য সরতে বলেন তারা এমন ভাব দেখাবেন যেন আপনাকে দয়া করা হচ্ছে।

সরবে তো নাই উল্টে এমন আচরণ করে আপনাকে যতটুকু জায়গা ছাড়বে তাতে আপনি বসতে পারবেন না। অথচ চারজন ভালভাবেই বসা যায়। ওই মানুষগুলো হয়তো বা শিক্ষক, কেউ হয়তো বা সমাজের উচ্চ জায়গায় বিচরণ করেন, কেউ কেউ অফিসের উঁচু পোস্টে আছেন। ওনাদের ভাগ্যচক্রে যদি কোন সময় সুযোগ দেওয়া হয় আমজনতার সামনে বক্তব্য রাখার জন্য বিষয় বস্তু যদি হয়- সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে দেখবেন কারা আপনাকে বাসে ন্যায্য বসার দাবি নিয়ে সিট যেটা আলোচনা করতে হবে তা হল- আমি কে?

কেনই বা আমি ? এই জীবনের উদ্দেশ্য কি? মামা জীবন বড় দুর্লভ। মানব জীবনের উদ্দেশ্য আত্মার উন্নত, ভ্যালু অ্যাকাউন্ট, ইতিবাচক মনোভাব ভ্যালু অডিশন করতে সাহায্য করে। সরল জীবন যাপন করে, মানুষের সাথে ভাল ব্যবহার করা, প্রত্যেকের এমন বিশ্বাস রাখা সবচেয়ে জরুরি। আজকের দিনে যা কিছু সমস্যা তার সবের পিছনেই রয়েছে তাঁদের গোপন ভয়, অজানার মুখোমুখি হতে ভয়, দুঃখ-দুর্দশা, সংগ্রাম, প্রতিযোগিতা, রোগ, ব্যর্থতা জনিত হতাশা বা অসাফল্য সমস্ত কিছুরই সম্মুখীন হতে হয়। সবার জীবনে মুক্তির জন্য একটিই মাত্র- জীবনের বিরুদ্ধে দাঁড়াও, সাহসে বুক বেঁধে তার মুখোমুখি হও। প্রত্যেক মানুষকে সজাগ হতে হবে তিনটি জিনিস আবশ্যক হয়।

১। সততার শক্তিতে দূর বিশ্বাস।

২। ঈর্ষা ও সন্দেহের অভাব।

৩। কারা ভালো হতো এবং ভালো কাজ করতে চেষ্টা করছে তাদের সকলকে সাহায্য করা।

মেয়েদের স্বাস্থ্য : নিঃশব্দেই পেরিয়ে গেল দিনটি

প্রতিরুদ্ধ বাউল : পরিবারের সকলের খাওয়া হলে যা রইল সেটাই হল মা-ঠাকুমাদের সারাদিনের ডায়েট। বেলা গড়িয়ে গেলেও কাজ আর শেষ হয় না ঘরের মেয়েদের। রান্না বান্না, ঘর গোছানো সবই করতে হবে নিখুঁত পরিপাট্যে। শহর জীবনের ছোঁয়া লাগেনি যেসব প্রত্যন্ত অঞ্চলে, যাদের আমরা প্রান্তিক গ্রাম বলে অভিহিত করি সেখানে তো মেয়েদের প্রাত্যহিক জীবনে শুধুই অন্তহীন কর্মযোগ। জ্বালানি যোগাড় থেকে শুরু করে জলের সন্ধান সবই মেয়েদের কাজ। উনুনের দমবন্ধ ধোঁয়ায় বুক ভরিয়ে, চোখ জ্বালিয়ে পরিবারের মুখে তুলে দিতে হবে সুস্বাদু পুষ্টিকর ফরমাইশি খাবার। তাও আবার নিজের ইচ্ছেমত নয়, যা যোগান দেওয়া হবে তার মধ্যে থেকে। এই কঠোর পরিশ্রমী জীবনের পর নিতে হয় সন্তান ধারণের দায়িত্বও। অনিচ্ছায় একের পর এক গর্ভধারণ করতে হয় অন্যের ইচ্ছায়। এখানেই শেষ কি? অপদার্থ পৌরুষ বজায় রাখতে, নেশাগ্রস্ত স্বামীর মুখে দুমুঠো জোগাতে নামতে হয় রোজগারের পথেও। এরই মাঝে মেয়েদের স্বাস্থ্য হারিয়ে যায় সংসারের চোরাবালির অন্দরে।

ব্রেকফাস্ট, হেলথ ড্রিঙ্ক, ব্যালেন্সড ডায়েট, নিউট্রিশান শব্দগুলি পৃথিবীর সামান্য শতাংশ মেয়েদের জন্য তৈরি। তৃতীয় বিশ্বের বেশিরভাগ দেশেই মেয়েদের স্বাস্থ্যের জন্য একটাই শব্দ তৈরি হয়েছে তা হল অবহেলা। এখনও অসংখ্য গর্ভবতী মায়ের মৃত্যু হয় অপুষ্টি ও সঠিক চিকিৎসার অভাবে। ভারত ব্যতিক্রম নয়। আজও এদেশে বেশিরভাগ মায়েদের স্বাস্থ্য টোটকা আর গাছ-গাছালির পথ্যে আর জলপড়া-তেলপড়া-র নিদানে আবদ্ধ। গত ২৮ মে ছিল 'ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ অ্যাকশান ফর ওমেন হেলথ'। অর্থাৎ মেয়েদের স্বাস্থ্যের জন্য কাজ করার দিন এটি। এমন একটি দিন কিন্তু হারিয়ে গেল ঔদাসিন্যে। মেয়েদের স্বাস্থ্য পড়ে থাকল সেই অন্ধকারে যেখানে আদৌ কোনওদিন সমাজের আলো পড়বে কিনা সন্দেহ। অনিয়ম-বেনিয়ম আর না খাওয়ার তিরে মেয়েদের স্বাস্থ্য এগিয়ে যাবে রক্তাল্পতা, গ্যাসট্রিক, সিরোসিস অফ লিভারের চক্রব্যূহে।

১৯৮৭ সালে মেয়েদের স্বাস্থ্য বিষয়ে কোস্টরিকায় আন্তর্জাতিক সম্মেলন চলাকালীন লাতিন আমেরিকা এবং ক্যারাবিয়ান ওমেন হেলথ নেটওয়ার্ক প্রস্তাব দেয় ২৮ মে দিনটি পালিত হোক মেয়েদের স্বাস্থ্যের জন্য কার্য্যকর দিবস হিসাবে। সেই থেকে নানা দেশে পালিত হয়ে আসছে দিনটি। ১৯৯৯ সালে এই দিনটিকে সরকারিভাবে স্বীকৃতি দেয় দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার। বর্তমানে বহু দেশ এগিয়ে এসেছে দিনটি পালন করতে। ভারত এই দিনটি পালনের উপযুক্ত ক্ষেত্র হওয়া সত্ত্বেও এখানে কিন্তু এখনও কক্ষে পায়নি দিনটি। ৪৫ বছর আগে আন্তর্জাতিক ভাবে দিনটির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলেও ভারতে তেমনভাবে এখনও জনপ্রিয়তা পায়নি ঔদাসিন্যে ভরা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে। এ দেশের মা-বোনেরা আজও জানেনা দিনটির কথা। এবারও ২৮ মে এলো সূর্যোদয়ের হাত ধরে। চলেও গেল সূর্যাস্তে। তবুও মেয়েদের স্বাস্থ্য পড়ে থাকলো সেই তিমিরেই। একটাই আবেদন দিনটিকে চিনুন, অপরকে চেনান। উদ্যোগী হোক মহিলা কমিশন। নারীবাদী সংগঠনগুলি এই দিনটিতে এতো নিশ্চুপ কেন?

HD MAKE-UP ARTIST
Any kind of make-up for any ocation

Make-up for Bridal, Party, Portfolio Shoot, Conceptual Shoot, Out Door Shoot, Pre Wedding Shoot etc.
Contact/Whats App
Sucharita Debnath
7278060431

মাঙ্গলিকী

শিলচর ভাষা শহিদ দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৬ মে রবিবার হাওড়া শানপুর শ্যামা সংঘের উদ্যোগে শানপুর (দক্ষিণ) দাশনগর হাওড়ায় পালিত হল প্রবাহ মাসিক ২০৬ তম আসর এবং১৯ মে শিলচর ভাষা শহিদ ও রবীন্দ্র নজরুল জন্মোৎসব পালন । বিকেল ৪ টে শহিদ বেদীমূলে পতাকা উত্তোলন ও পুষ্প নিবেদন এবং বিবেকানন্দের মর্ম মূর্তিতে পুষ্প নিবেদনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। তারপর মূল অনুষ্ঠান শুভরাম্ভ হয় শিশু শিল্পী সৌমাল্য দত্তের সঙ্গিতের মধ্যে দিয়ে। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঋষিণ মিত্র, সুশান্ত রায়, রবীন দাস, নিমাই চরন সাধুখাঁ, কাশিনাথ দাস, ইকবাল দরগাই, ডঃ

অজিত কুমার কর, শঙ্কর চক্রবর্তী প্রমুখ। এদিন নাচ গান কবিতা পাঠ ছাড়াও ১৯ মে শিলচর ভাষা শহিদ দিবস উপলক্ষে আলোচনা হয়। এই অনুষ্ঠান ঘিরে এলাকার মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। মনোরম পরিবেশে এদিন এই অনুষ্ঠান এক কথায় ছিল অসাধারণ।

শহিদ বসন্ত বিশ্বাস স্মরণ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'শহিদ বসন্ত বিশ্বাস স্মারক সমিতি'র উদ্যোগে শহিদ বসন্ত বিশ্বাসের ১০৫তম আত্মোৎসর্গ দিবস স্মরণ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় ১১ মে, ২১৯ কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল হলে (৫৫, সূর্য্য সেন স্ট্রিট, কলকাতা–৯)। শহিদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন সমিতির সভাপতি প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী শতবর্ষী শ্রী পূর্ণেন্দু প্রসাদ ভট্টাচার্য। পরে উপস্থিত সকলে প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। উদ্বোধনী সংগীত বন্দেমাতরম পরিবেশন করেন শ্রীমতী চন্দ্রাণী কর্মকার। চন্দনের ফোঁটা দিয়ে অতিথিদের বরণ করেন নিভা পাখিরা।

সমিতির সম্পাদক শ্রীমধুসূদন জানা উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে শহিদ বসন্ত বিশ্বাসের পূর্ববর্তী বিপ্লবী শহিদ প্রফুল্ল চাকীর (ছদ্মনাম দীনেশ রায়ের) উপর বক্তব্য রাখেন। বলেন প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করেননি, তাঁকে গুলি করে মেরে দেওয়া হয়েছিল। সমিতির কার্যকরী সভাপতি ড. শিশুতোষ সামন্ত সমিতির অতীত ও অতীত অনুষ্ঠান বিষয়ে বক্তব্য রাখেন এবং বলেন, বছরের চারটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমরা ধীরে ধীরে প্রায় ৯৪ জন বিপ্লবী শহিদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করব। তাঁদের মধ্যে আদিবাসী পুরুষ ও মহিলা বিপ্লবীও থাকছেন। সভাপতি যিনি সামনের অক্টোবরে শতবর্ষ পূর্ণ করবেন, তিনি সামগ্রিক ভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনের উপর আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, বিপ্লবীদের প্রতি সুবিচার করতে হলে জাতপাতহীন, ধর্মনিরপেক্ষ শোষণমুক্ত সমাজ গড়তে হবে।

আজকের মূলবক্তা শরৎচন্দ্র বসুর দৌহিত্র শ্রী অভিজিৎ রায় ইংরেজ সরকারের হাতে বিপ্লবীদের বিভৎস অত্যাচারে ঘটনা উল্লেখ করে বলেন নদিয়ার পোড়াগাছার নীলবিদ্রোহের মহানায়ক দিগম্বর বিশ্বাস ছিলেন শহিদ বসন্ত বিশ্বাসের মেজদাদু। বসন্ত বিশ্বাসের কঠোর জীবন–যাপন ও শেষে দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দানের ঘটনার উল্লেখ করেন। সাংবাদিক শ্রী অপূর্ব দাস বসন্তের বাল্যকাল, লেখাপড়া এবং বিপ্লবীদলে যোগ দেওয়ার বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। সমিতির সহ–সভাপতি অধ্যাপক প্রফুল্লকুমার মাইতি দুচার কথায় শহিদ বসন্তের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতির সম্পাদক তিমিররঞ্জন হালদার জনৈক কবির কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে বসন্ত–জীবনের উপর আলোকপাত করেন। ডঃ সামন্ত বলেন, ১৯১২–র ২৩ ডিসেম্বর দিল্লিতে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের–২–এর উপর বোমাটি বসন্তই ছুঁড়েছিলেন রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে। ফাঁসির আগে তাঁর উপর নৃশংস অত্যাচার চালালেও তার মুখ দিয়ে ইংরেজ পুলিশ কোনও কথাই বের করতে পারেনি। চট্টগ্রাম পরিষদের স্বরোজরঞ্জন চৌধুরী মহাশয় মাস্টারদা সূর্যসেনের উপর বক্তব্য রাখেন।

অভিজিৎ রায় তার বক্তব্যের শেষে বলেছিলেন যে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস নতুন করে লেখার প্রয়োজন। তার এই বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়ে শ্রী কার্তিক চ্যাটার্জী বলেন, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসকে আমাদের আগামী প্রজন্মের কাছে তুলে না ধরতে পারলে ভারতের ভবিষ্যৎ ঘোর তমসায় আবৃত হয়ে পড়বে। তার অতি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শ্রোতাদের উদ্বেল করে তোলে।

যে বা যারা কবিতা বা স্বদেশী গানে ভুবন ভরিয়ে রেখেছিলেন তাদের মধ্যে ছিল বালক শুভ্রজ্যোতি সামন্ত এবং ছিলেন চন্দ্রাণী কর্মকার, অজান্তা আঢ্য, স্মৃতিকণা ভট্টাচার্য, মুক্তি বসু ও দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়।

সমিতির সহ–সম্পাদক তরুণ বিশ্বাস, সম্পর্কে শহিদের নাতি, উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে সভার কাজ শেষ করেন। সমাপ্তি সংগীত জনগণ...' গানে চন্দ্রাণী কর্মকার। অনুষ্ঠানটির কিছু কিছু অংশ ভিডিও বন্দি করেন জনস্বার্থ বার্তার সম্পাদক হিমাংশু হালদার এবং ক্যামেরা বন্দি করেন সমিতির সম্পাদক শ্রী মধুসূদন জানা।

গোবরডাঙা সেবা ফার্মাসির সাহিত্য উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোবরডাঙা সাহিত্য উৎসবের প্রথম বর্ষ পালিত হল গোবরডাঙা সেবা ফার্মার্স সমিতির কার্যালয়ে। এখানে প্রতি মাসে সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হয় প্রথিতযশা সাহিত্যিক ও শিশু সাহিত্যিকদের নিয়ে। নবম সাহিত্য সভাটিই এখানে প্রথম বর্ষের 'গোবরডাঙা সাহিত্য উৎসব' হিসাবে উদযাপিত হল গত ২৫ মে, শনিবার।

মে মাসে বাংলা সাহিত্যের দুই নক্ষত্রের জন্ম। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলকে স্মরণ করে এ মাসেই সাহিত্য উৎসব অনুষ্ঠিত হল। এই উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ ছিলেন বিখ্যাত গবেষক, সাহিত্যিক ও সমাজকর্মী গোবরডাঙারই মানুষ, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক পবিত্রকুমার মুখোপাধ্যায়, যাঁর সারাজীবনের সাহিত্যকীর্তির মূল্যায়ণে এদিন সম্বর্ধনা দেওয়া হয়।

মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন 'যমুনামতী'র কর্ণধার শ্রীসরোজকান্তি চক্রবর্তী, তিনি এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। ছিলেন সাহিত্যিক শ্রী ঋতুপর্ণ বিশ্বাস, অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় শ্রীরামমোহন দত্ত ও শ্রীগৌতম মিস্ত্রি এবং মধ্যমণি শ্রীপবিত্রকুমার মুখোপাধ্যায়। বাংলাদেশের প্রথিতযশা সাহিত্যিক অনুপম ইসলাম। অনুষ্ঠানে দ্বিতীয় দফায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীসুখেন্দু দাস। ছিলেন গোবরডাঙা গবেষণা পরিষদের কর্ণধার শ্রী দীপক দাঁ প্রমুখ।

সমিতির স্বেচ্ছাসেবক শ্রী মিঠুন মুখার্জীর উদ্বোধনী সঙ্গীত দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এর আগে রবীন্দ্রনাট্যে এখানে পালিত হয়ে যাওয়ার জন্য এইদিন কবি নজরুলের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। সাহিত্যিক চিন্ময় গোলদারের আকস্মিক মৃত্যুতে সভায় নীরবতা পালন করা হয়।

সমিতির সম্পাদক শ্রী গোবিন্দলাল মজুমদার সমিতির কাজকর্ম ও সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা, বিশেষ করে শিশুমনে সাহিত্য বিকাশের ভাবনার ব্যাপারে

আলোচনা করেন। এরপর সমিতি থেকে সম্পাদক ও সদগতি শ্রীপবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়কে সম্বর্ধিত করেন। তাঁর জীবন ও সাহিত্যকর্ম, সামাজিক কাজের ওপরে আলোচনা করেন শ্রী দীপক দাঁ, শ্রী সুখেন্দু দাস, শ্রী ঋতুপর্ণ বিশ্বাস, শ্রী বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, শ্রী রামমোহন দত্ত প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে দশজন অসহায় অসুস্থ বৃদ্ধ–বৃদ্ধাকে 'এসো হাত ধরি' প্রকল্পে এদিন মাসিক খাদ্যদ্রব্য প্রদান করা হয় ও সমিতির পক্ষ থেকে ভরপেট খাইয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ২৬ জন ছাত্রছাত্রীদের মাসিক অনুদান ও শিক্ষাসামগ্রী দেওয়া হয়। তিনটি স্কুলের নয়জন ছাত্রছাত্রীকে বিশেষ গুণাবলির জন্য ডিকশনারি, খাতা ও পেন দেওয়া হয়। বিষমুক্ত হাট মেলায় প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের পাঁচজন শিশু ছাত্রছাত্রীদের (ছাত্রকল্যাশর বিদ্যাপীঠের) জ্যামিতি বক্স, খাতা ও পেন দেওয়া হয়।

বহু কবি ও লেখক তাঁদের কবিতা, গল্প ইতদ্যাদি অনুষ্ঠানে পাঠ করেন। বেশ কিছু শিশু ছাত্রছাত্রী স্বরচিত কবিতা ও বিখ্যাত কবিদের কবিতা আবৃত্তি করে শোনায়। সঙ্গীতে শিল্পী তপন মুখোপাধ্যায়, কানাইলাল হালদার, শশধর সরকার, কল্পনা পাল, তাপস দত্ত, জয়দেব ভট্টাচার্য প্রমুখ অনুষ্ঠানে গান গেলে শোনান।

সব মিলিয়ে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে এই সাহিত্য উৎসব। সারা দিনের অনুষ্ঠান হওয়ার জন্যে দুপরে খাওয়া দাওয়ার ও বন্দোবস্ত ছিল। অনুষ্ঠান শেষে সমিতির কনফারেন্স হলে একটি সম্পাদকীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, গোবরডাঙার ভবিষ্যৎ সাহিত্য চর্চার গতিপ্রকৃতি আলোচনার জন্য।

বিজয়কৃষ্ণ গার্লস কলেজে আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাওড়ার বিজয়কৃষ্ণ গার্লস কলেজের বাংলা বিভাগ এবং IQAC এর যৌথ ব্যবস্থাপনায় গত ১৪ মে দুপুর ১টায় কলেজের জীবনানন্দ সভাগৃহে বসেছিল এক আলোচনা সভার। বিষয় ছিল, ''বাংলা নাটকের ঐশ্বর্য পর্ব : গিরিশচন্দ্র এবং দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক ও গান।'' বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, চলচ্চিত্রাভিনেতা, গায়ক ও লেখক ড. শঙ্কর ঘোষ। শুরুতেই বিজয়কৃষ্ণের মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়। এই আলোচনা সভার গুরুত্ব নি বললেন। QAC–এর প্রধান ড.

শ্বেতা গুহ। বক্তব্য রাখলেন অধ্যাপক ড. পার্থ ঘোষ।

বক্তাকে তাঁরা বরণ করে নিলেন। এক ঘন্টা ব্যাপী এই আলোচনা সভায় গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের বিভিন্ন ধরনের নাটকের মূল্যায়ন করলেন ড. শঙ্কর ঘোষ। বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে গিরিশচন্দ্রের ধর্মমূলক নাটক থেকে এবং দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটক থেকে গানও শোনালেন তিনি। সেই তালিকায় ছিল কেশব কুরী করুণাদীনে (চৈতন্যলীলা), কেমন করে হরের ঘরে (আগমনী), জয় শিবশঙ্কর (দক্ষযজ্ঞ), জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই (বুদ্ধদেব চরিত), দুখিনী ব্রাহ্মণী কোলে (নসীরাম), ধনধান্য পুষ্প ভরা (সাজাহান), আজি এসেছি বঁধূ হে (সাজাহান), ঘনতমসাবৃত অম্বর ধরণী (চন্দ্রগুপ্ত), ঐ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে (চন্দ্রগুপ্ত) প্রভৃতি গান গুলি।

প্রশ্নোত্তর পর্বে ড. ঘোষ আরও কিছু তথ্য জানালেন। সমগ্র অনুষ্ঠানের সঞ্চালনার গুরু দায়িত্ব সামলেছেন বাংলা বিভাগেরই ড. অনুপ কুমার বিশ্বাস। ধন্যবাদ জ্ঞাপনের দায়িত্বে ছিলেন ড. অজয় মণ্ডল। সমগ্র অনুষ্ঠানকে সাফল্য মণ্ডিত করে তুলতে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের ভূমিকা স্মরণযোগ্য। যাঁদের মধ্যে ছিলেন ড. সিক্তা মুৎসুদ্দি (বিভাগীয় প্রধান), ড. শেলী ভট্টাচার্য, ড. মিষ্ঠু মল্লিক, আরাধনা ব্যানার্জি, পার্থসারথি নন্দী, মৈত্রেয়ী দাস।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে সাধক রামপ্রসাদ বন্দনা

শ্রেয়সী ঘোষ : শাক্ত পদাবলী সাহিত্যের পথিকৃৎ সাধক রামপ্রসাদের জীবনকথা পরিবেশিত হল গত ১৫ মে বুধবার সন্ধ্যা ৭টায়। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের অভেদানন্দ মঞ্চে পুণ্য জীবনকথা অনুষ্ঠানে রামপ্রসাদকে কথায় ও গানে তুলে ধরলেন প্রখ্যাত অধ্যাপক, চলচিত্রাভিনেতা, গায়ক, লেখক ড. শঙ্কর ঘোষ। রামপ্রসাদের জীবনে ঘটে যাওয়া অলৌকিক ঘটনাগুলিও বক্তা তুলে ধরলেন আকর্ষণীয় ভাবে। বক্তব্যের মাঝে তিনি শোনালেন রামপ্রসাদের বিখ্যাত কিছু গান। যার মধ্যে রয়েছে মনরে কৃষি কাজ জানো না, ডুব দে রে মন কালী বলে, মাগো তারা ও শঙ্করী, মা আমায় ঘুরাবি কতো, মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া, বসন পরো মা, কলুষ বিনাশিনী কালী, এবার আমার উমা এলে প্রকৃতি গান গুলি। শেষের দুটি গান পরিবেশন করতে এলেন সঙ্গীতের বিশিষ্ট শিক্ষাগুরু প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর গান দুটি হল, 'ভেবে দেখ মনে কেউ কারো নয়' এবং 'আসার আশা ভবে আসা'। ধর্মপ্রান মানুষের অন্তর দ্রবীভূত হল এমন মনোজ্ঞ সঙ্গীতানুষ্ঠানে। শিল্পীদের তবলায় ও শ্রীখোলে সহযোগিতা করলেন সুকমল দাস। মন্দিরায় সহযোগিতা করলেন অরুণ দত্ত।

গ্রামকেন্দ্রিক সিনেমা

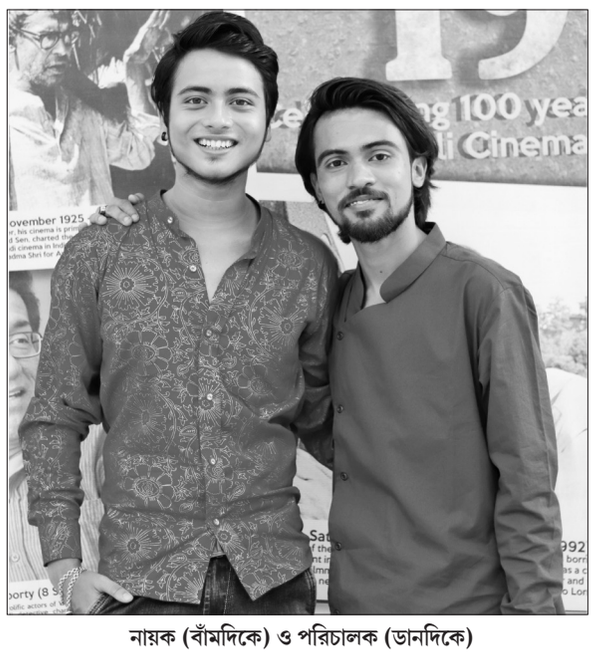

নায়ক (বাঁমদিকে) ও পরিচালক (ডানদিকে)

নিজস্ব প্রতিনিধি : মূলত এটি একটি গ্রামকেন্দ্রিক গল্প যেখানে আর্য (সুপ্রতিম সাহা) কে ঘিরে গল্প বুনেছে পরিচালক অর্পণ বসাক, গ্রামের মধ্যে আর্য হঠাৎ চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়ায় প্রত্যেক গ্রামবাসীর কাছ কারণ আর্য মেকআপ আর্টিস্ট হতে চায়। যখন সবাই আর্য কে নিয়ে মজা করে তখন রিমি (সায়ন্তনী দেব) এই চরিত্রটি আর্যর পাশে এসে দাঁড়ায়।

আশ্চর্যজনকভাবে আর্য বাবার কাছেও যখন সে তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা জানায় তার বাবার সঙ্গে তার একটা অশান্তি সৃষ্টি হয়, যখন সবকিছু আর্যর জীবনে খারাপ যাচ্ছিল, এমনই কিছু ঘটনা ঘটে যার জন্য নিজেরই প্রতিফলন হিসেবে খুঁজে পাবে। ছবির কাহিনী ও চিত্রনাট্য লিখেছেন পরিচালক স্বয়ং। সংগীত পরিচালনায় পীযূষ দাস। মেকআপ করেছে অর্ণব দাস ও প্রলয় কর্মকার। সিনেমাটোগ্রাফার রাহুল মন্ডল ও সঞ্জীব মন্ডল।

নিজের এই ছবি প্রসঙ্গে অর্পণের অভিমত প্রতিফলন একটা এমনই গল্প যেখানে আর্য চরিত্র দর্শকের কাছে একটা প্রতিফলন হয়ে দাঁড়াবে তাদের নিজেদেরই সুপ্রতিম–এর অভিমত আর্য চরিত্র কোনও চরিত্র না আলাদা করে আর্য আমরা সবাই পরিচালক ও প্রযোজকের ইচ্ছে গল্পটি তৈরি হওয়ার পর কিছু ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে পাঠাবে, তারপর ২০২০তে বাণিজ্যিকভাবে রিলিজ করবে প্রতিফলন।

গ্রন্থ প্রকাশ ও স্মারক বক্তৃতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৮ মে গোবরডাঙা গবেষণা পরিষদ সভাগৃহে ড. শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ''সাহসিনী সরস্বতী সেন ও প্রাসঙ্গিক ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন (ঘুঁটিরা ও মঙ্গলগঞ্জ)'' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এছাড়া আলোচনার বিষয় ছিল 'বাঙালির থিয়েটার ভাবনায় রূপান্তর : প্রসঙ্গ নটী বিনোদিনী'। সভাপতিত্ব করেন মেদিয়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা স্বপ্না গাঙ্গুলী। এছাড়া বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রধান বক্তা নাট্য ব্যক্তিত্ব দীপান্বিতা বণিক দাস, ড. শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুখেন্দু দাশ প্রমুখ। গ্রন্থটি উদ্বোধন করেন সভাপতি স্বপ্ন গাঙ্গুলি। প্রধান বক্তা হিসেবে দীপান্বিতা বণিক দাস বলেন যে, সে সময় কোনও নারী চরিত্রে অভিনয়ের কথা ভাবাই যেত না। কিন্তু নটী বিনোদিনীই প্রথম মহিলা যিনি নারী চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকদের আকৃষ্ট করেছিলেন। তাঁর নামে নটী বিনোদিনী হাউস করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেও পরবর্তীতে তাঁর নামে না রেখে 'স্টার' থিয়েটার হল নাম রাখা হল। এক্ষেত্রে তাঁকে যথাযোগ্য সম্মান দেওয়া হল না। কারণ সে একজন পতিতা পল্লির নারী তাই। পরবর্তীতে তারা সুন্দরী দেবী অভিনয়ে এসে থিয়েটারের অর্থনৈতিক দিকটা বাড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন। তারপর তিনকড়ি দাসী, প্রভাবতী দাসী থিয়েটারের মর্যাদা ও আয় অনেকটাই বাড়িয়েছিলেন। এরপর গণনাট্য আন্দোলনের ফলে তৃপ্তি মিত্র, শোভা সেন প্রমুখ আদর্শের থিয়েটার হিসেবে অভিনয় করে গিয়েছেন সুনামের সঙ্গে। উষা গাঙ্গুলি, প্রতিভা আলোকন ইত্যাদির কথাও প্রসঙ্গক্রমে আলোচনায় উঠে আসে। এইভাবে বিনি সুতোয় গাঁথা মালার মতো দীপান্বিতা দেবী এক মনোজ্ঞ বক্তব্য উপহার দিলেন শ্রোতাদের এবং মুগ্ধ করলেন। সুখেন্দু দাশ বলেন যে বারাঙ্গনা না থাকলে নিধুবাবুর গান থাকতো না। সভাপতির বক্তব্যে রাসসুন্দরী দেবী, কাদম্বিনী দেবী কথা বলেন, সঞ্চালনায় দীপককুমার দাঁ প্রশংসনীয়।

বৈচিত্রে ভরা অভিবন্দনা সামার পেন্টিং কার্নিভাল

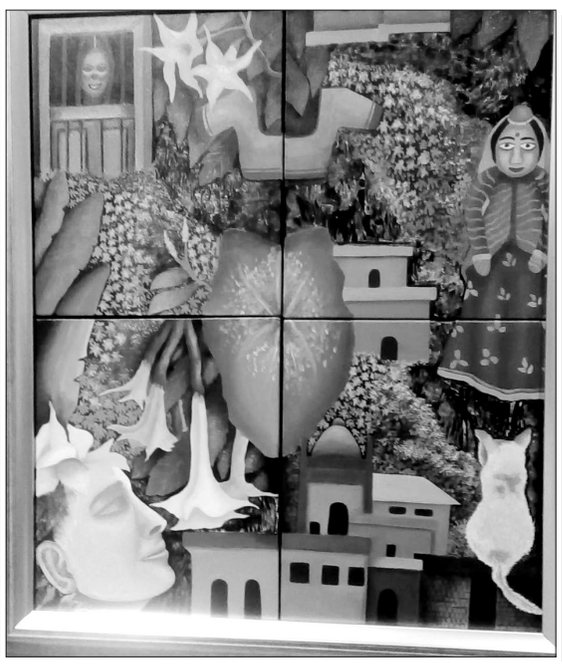

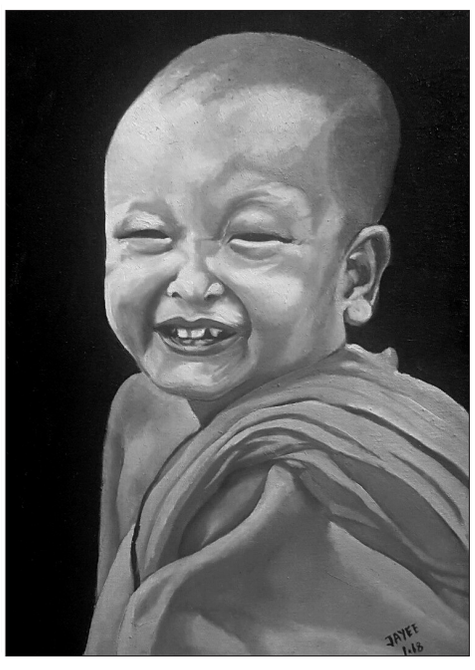

নিজস্ব প্রতিনিধি : ফণীর ফণার ছোবল থেকে রাজ্যবাসী রক্ষা পেলেও গ্রীষ্মের প্রবল তাপ ও তার দোসর লোকসভা নির্বাচনের উত্তাপে শহরবাসী নাজেহাল। চারিদিকে একটাই আলোচনা দেশের ভবিষ্যৎ কার দখলে যাবে, এই রকম একটি পরিবেশের সন্ধিক্ষণে 'অভিবন্দনা' উপস্থাপনা করে সামার পেন্টিং কার্নিভাল। গগনেন্দ্র শিল্প প্রর্দশালায়। ৩৬ জন শিল্পী নানান মানসিকতার এক রং–বেরংএর ৬২টি চিত্র দেখতে দেখতে মনটা বাইরের সমস্তরকম উত্তাপ থেকে অনেকটা দূরে চলে যায়। ভেসে বেড়ায় এক অদ্ভুত কল্পনার জগতে। যেখানে ধরা পড়ে হাজারও রঙের মধ্যে দিয়ে বিশ্বজিৎ পালের জোকারের অদ্ভুত হাসি। আবার কড় মনটা হারিয়ে যায় মিনু দে ও শুকদেব দাসের চমৎকার জল রঙের কাজের মধ্যে।

আবার কখনও মনটাকে বড্ড নাড়া দেয় দীপায়ণ দাসের চিরন্তন প্রেমলীলা। রবীন্দ্রনাথ রক্ষিণের 'দেবী' মন ছুয়ে থাকে। পার্বতী পুত্র গণেশকে নিয়ে ভিন্ন রূপে উপস্থাপনা করেছেন জয়ীতা বসু, অনিন্দিতা গুহ ও শিশির চক্রবর্তী। পার্থপ্রতিম মুখার্জীর মাটি ও রঙের সংমিশ্রণে মা ও শিশুর কাজটি একটু স্বতন্ত্র, যা মন ছুঁয়ে যায়। তনুজ দেবনাথের 'ল্যান্ডস্কেপ' চমৎকার।

বুদ্ধ শান্তির প্রতীক 'বুদ্ধ' কে একটু ভিন্নভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন সুদীপ্ত চ্যাটার্জী। সুব্রত ভৌমিকের 'সময়' যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে। একটা প্রদর্শনীতে এতো রকমের বৈচিত্রময় কাজ সব সময় দেখা যায় না। তাই মনটা নানা রঙের ভিড়ে হারিয়ে যেতে বাধ্য হয়। চমৎকার ভিসন্সে গুণে প্রদর্শনীটির কথা অনেকদিন মনে থাকবে।

পত্র–পত্রিকা আলোচনা

আলেখ্য

(সম্পাদক – বিকাশ চন্দ্র দাশ / ১৩ বর্ষ / শারদ ১৪২৫)–কিশোরদের জন্য নিবেদিত এই সাহিত্য পত্রিকাটি বিলম্বে পাওয়া। ছোটদের জন্য কেবল ছড়া। সুনির্মল চক্রবর্তী, সতীরঞ্জন আদক, হিমাংশু আদক, অরুণ কুমার মান্না গোপাল কুন্তকার, বিকাশ চন্দ্র দাশ প্রমুখের লেখায় উজ্জ্বল। ছোটদের জন্য কেবল ছড়ার বদলে সাহিত্য ও বিনোদনের আরও কোনও স্বাস্থকর উপাদান এই পত্রিকাতে সংযোজন করা যায় কিনা ভেবে দেখতে ক্ষতি কি! (পত্রিকার ঠিকানা– নন্দলাল বসু রোড, দত্ত মিলের মাঠ, কাটোয়া, পূর্ব বর্ধমান – ৭১৩ ১৩০ / 9474115805)

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা **কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১**

বিশ্বকাপে অন্যভাবে শচিন

নিজস্ব প্রতিনিধি : এতদিন ধরে ২২ গজে মাত করেছেন সবাইকে। তারপর রাজার মতো অবসর নিয়েছেন ২২ গজ থেকে। খেলার দুনিয়ায় মাস্টার ব্লাস্টার মেন্টার হয়েও দলকে সঙ্গ দিয়েছেন। এছাড়াও রাজ্যসভায় মাস্টার ব্লাস্টারকে দেখা গিয়েছে প্রতিনিধিত্ব করতে। বক্তব্যও রেখেছেন রাজ্যসভায়। ২০১৯-এর বিশ্বকাপ দেখল তার অন্য এক রূপকে। বিশ্বকাপের প্রথম খেলায় তাঁর ২২ গজের সঙ্গী বিরেন্দ্র সহবাগ, হরভজন সিং এবং সৌরভ গাঙ্গুলীর সঙ্গে মাস্টার ব্লাস্টারকে দেখা গেল ধারাভাষ্যকার হিসেবে। ২২ গজের খেলাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলে ধরলেন দর্শকদের কাছে ধারাভাষ্যর মাধ্যমে। ৪ বন্ধুর এই ইনিংস নজর কেড়েছে বিশ্বাকাপের প্রথম দিন থেকে। এই ভূমিকায় মাস্টার ব্লাস্টারকে স্বাগত জানিয়েছে সকলে।

বছরভর ভলিবল চর্চায় নজর কাড়ছে দাঁইহাট জিতেন্দ্র মিত্র স্মৃতি সংঘ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ক্রিকেট কিংবা ফুটবল নয়, বছরভর ভলিবল খেলাতেই নজর কাড়ছে দাঁইহাট জিতেন্দ্র মিত্র স্মৃতি সংঘ। অন্যান্য জনপ্রিয় খেলাগুলির পাশাপাশি ভলিবল খেলাতেও যাতে নবীন প্রজন্মকে উৎসাহিত করে তোলা যায় তার জন্য এই সংঘের সদস্যরা চেষ্টা করে চলেছেন। যে কারণে ভলিবল খেলায় দাঁইহাটের জিতেন্দ্র মিত্র স্মৃতি সংঘের সুনাম পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমানা ছাড়িয়ে নানান দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এই ক্লাবটি দিকে দিকে বিভিন্ন টুর্নামেন্টে ভলিবলে ধারাবাহিক সাফল্য লাভ করায় তাদের কুর্নিশ জানিয়েছে আপামর শহরবাসী। পূর্ব বর্ধমান জেলার অর্ধ শতাধিক বছরের পুরনো ঐতিহ্যবাহী শহর দাঁইহাটের বিভিন্ন প্রান্তে একটা সময় ভলিবল খেলার রমরমা ছিল। শহরের পাইকপাড়া জিতেন্দ্র মিত্র স্মৃতি সংঘের পাশাপাশি বেড়া সিদ্ধেশ্বরী সংঘ, গণেশজননীতলা তরুণ সংঘ, বিকিহাট লেকগার্ডেনস অগ্রণী সংঘ, হাউসিং বিবেকানন্দ সংঘ, চরপাতাইহাট ছাত্র সংঘ প্রভৃতি ভলিবল খেলায় এতদঞ্চলে যথেষ্টই সুনাম অর্জন করেছিল। কালের গতিকে এখন অবশ্য সেই সুনামে ভাঁটার টান। সারাবছর ফুটবল, ক্রিকেটে জনপ্রিয়তার দাপটে ভলিবলে আগ্রহ হারাচ্ছে নবীন প্রজন্ম। আগে যেখানে সারাটাবছর বিভিন্ন ক্লাবে ভলিবল খেলার চর্চা ছিল এখন তা কার্যত মরসুমি শীতকালীন খেলায় পরিণত হয়েছে। তবে, এরই মধ্যে পাইকপাড়া জিতেন্দ্র মিত্র স্মৃতি সংঘ সতন্ত্র ধারা বজায় রেখে চলেছে। এখানে সারাবছরই ভলিবল খেলার চর্চ চলে। এই খেলাকেই ধ্যানজ্ঞান মনে করায় এখানকার খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্স দেখে কিছুটা হলেও নবীন প্রজন্ম উৎসাহিত বোধ করে। কাটোয়া মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার পরিচালনায় দাঁইহাট পাইকপাড়া ছোটঠাকুরানি তলায় গত ২৫ ও ২৬ মে দুই সন্ধ্যাব্যাপী জমজমাট ভলিবল লিগ অনুষ্ঠিত হল। মোট ৮ দলীয় এই প্রতিযোগিতায় কাটোয়ার ভারতী সংঘ চ্যাম্পিয়ন হয়। ২৬ মে নিজেদের মাঠে চূড়ান্ত পর্বের এই খেলায় দাঁইহাট পাইকপাড়া জিতেন্দ্র মিত্র স্মৃতি সংঘ রানার্স আপ হলেও তাদের খেলোয়াড়রা যেভাবে সেরা পারফরম্যান্সটা দিয়েছেন তা এককথায় অনবদ্য। এই খেলায় কাটোয়ার ইউনিক ক্লাব, ভারতী সংঘ, আপনজন ক্লাব, একতা সংঘ, রানার ক্লাব, চুরপুনী অগ্রগামী কলাঙ্গন, অগ্রদ্বীপ অ্যাথলেটিক ক্লাব ও দাঁইহাট জিতেন্দ্র মিত্র স্মৃতি সংঘ অংশগ্রহণ করেছিল। টানটান উত্তেজনার মধ্যে চূড়ান্ত পর্বের খেলায় কাটোয়ার ভারতী সংঘের কাছে ৫-৩ সেটের ব্যবধানে পরাজয় স্বীকার করতে হয় জিতেন্দ্র মিত্র স্মৃতি সংঘকে।

প্রস্তুতি ম্যাচে চ্যাম্পিয়নের মেজাজে টিম ইন্ডিয়া

অরিঞ্জয় মিত্র

শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপের আগমনিটা দুরন্ত মেজাজে শুরু করল টিম ইন্ডিয়া। ইংল্যান্ডের মাটিতে প্রস্তুতি ম্যাচের এই পর্বে গুরুত্বপূর্ণ লড়াইয়ে বাংলাদেশকে যেভাবে প্রাধান্য নিয়ে হারাল কোহলির দল তা অত্যন্ত তারিফযোগ্য। দেখে নেওয়া মেপে নেওয়া গেল দলের ব্যাটিং ও বোলিং শক্তিকেও। বস্তুত, যে আক্রমণাত্মকে ঢংয়ে ভারত এই ম্যাচে খেলল তা জারি রাখতে পারলে অনেক টিমের কপালেই দুঃখ আছে। এখানে কেউ বলতেই পারেন বাংলাদেশকে হারানো আর অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ডের মোকাবিলা তো এক নয়। সেক্ষেত্রে এটা বলা যায় দীর্ঘদিন ধরে আন্তর্জাতিক সার্কিটে থাকা বাংলাদেশ মোটেই দুর্বল দল নয়। তারা যেভাবে মাঝেমধ্যেই বড় দলকে হারিয়ে অঘটন ঘটিয়েছে সেটা মাথায় রাখা বড় ব্যাপার। তাই প্রস্তুতি ম্যাচ হলেও ভারত যে এই ম্যাচ থেকে বিশাল মানসিক শক্তি লাভ করলে তা বলাই চলে। তবে এরমধ্যেও যেটা মানসিকভাবে জর্জরিত করছে ভারতীয় ব্রিগেডকে তা হল ওপেনিং জুটির চূড়ান্ত ব্যর্থতা। শিখরের মনোনয়ন নিয়ে ইতিমধ্যেই অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন। বিশেষ করে তাঁর ধারাবাহিকতার অভাব নিয়ে বারংবার কথা উঠছে। দ্রুত গতির বোলিং বা সুইং বলে তাঁর দুর্বলতা নিয়েও কথা উঠেছে একাধিকবার। কিন্তু শিখরের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় দলের সহ অধিনায়ক রোহিত শর্মা ব্যর্থ হওয়ায় বেশ নার্ভাস দেখিয়েছে টিম ইন্ডিয়াকে । অন্তত প্রারম্ভিক সময়তে। তিনে নেমে ভারত অধিনায়ক কোহলি অবশ্য জোরদার লড়াই দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। ৪৭ রানে আউট হলেও বিরাটকে পাশ মার্কস দেওয়াই চলে। তবে নিঃসন্দেহে ভারতের স্কোর সাড়ে তিনশো পার করার পিছনে অভিজ্ঞ মহেন্দ্র সিং ধোনি ও কে এল রাহুলের জুটির কথা বলতেই হবে। দুজনেই সেঞ্চুরি করেছেন। বিশাল পার্টনারশিপ গড়ে বাংলাদেশকে ম্যাচে ফিরে আসার সুযোগও দেন নি। দুজনের স্ট্রাইক রেটও ছিল যথেষ্টই ভালো। মূলত এদের দীর্ঘ জুটির ওপর ভর করে এত বড় রান তুলতে সক্ষম হয় ভারত। যে চ্যালেঞ্জ কোনওভাবেই গ্রহণ করতে পারেনি বাংলাদেশ। কয়েকজন ব্যাটসম্যান লড়েছেন। কিন্তু, তাদের যাবতীয় লড়াই মাঠে মারা গিয়েছে। অন্যদিকে ব্যাটসম্যানদের পাশাপাশি বোলিংয়ে নিজেদের তুরুপের তাসেদের দেখে নিতেও পেরেছেন বিরাট। এই কাজে ষোলোআনা সফলও ভারতীয় বোলাররা। বিশেষ করে দুই চায়নাম্যান স্পিনার কুলদীপ যাদব ও যজবেন্দ্র চহ্বাল অসাধারণ বোলিং নৈপুণ্য দেখিয়ে ৩ টি করে উইকটে দখল করে বাংলাদেশি টাইগারদের অর্ধেক মেরে ফেলার কাজ সম্পন্ন করেছেন। বাদবাকিটা ভালোই সরেছেন বুমরাহ, সামি আর ভুবনেশ্বর কুমাররা। এই দলে রবীন্দ্র জাদেজা থাকলেও মূল দলে চহ্বাল আর যাদবকে সরিয়ে জায়গা করে নেওয়া তারপক্ষে যে কঠিন তা বেশ বোঝাই যাচ্ছে।

বিশ্বকাপ এমন একটা টুর্নামেন্ট যেখানে কেউ কাউকে সহজে জায়গা দেয় না। এখানে নিজেদের তুলে ধরাটাই আসল। তবে এবারের বিশ্বকাপে সেরাদের তালিকায় অবশ্যই বিরাট কোহলির দল প্রথম সারিতে রয়েছে। ঘরের মাঠে প্রথমবারের জন্য বিশ্বকাপ জিততে মরিয়া ইংল্যান্ডও। অনেকটা রাজনৈতিক স্লোগান দেওয়ার ভঙ্গিতে ইংরেজ ক্রিকেট লিখিয়ে থেকে সমর্থক বলছেন, 'হয় এবার নয় নেভার'। সত্যি বলতে ক্রিকেটের গর্ভগৃহে এখনও পর্যন্ত একটাও বিশ্বকাপ নেই এটা ইংরেজরা কিছুতেই মানতে পারেন না। ঘরের মাঠে তাই একবার শেষ চেষ্টা করে দেখার মতো মনোভাব তাদের। এই মুহূর্তে ইংল্যান্ড দলটি যথেষ্ট ভালো খেলছে। বিশেষ করে একদিনের র‍্যাঙ্কিংয়ে ভারতকে পিছনে ফেলে তারা এখন নম্বর ওয়ান। সেই র‍্যাঙ্কিংকে কাগজে কলমে আবদ্ধ না রেখে সত্যি সত্যি বাস্তব করতে বদ্ধপরিকর টিম ইংল্যান্ড। অধিনায়ক মর্গ্যান, উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান বেয়ারস্টো, মারকাটারি দামাল ব্যাটসম্যান জস বাটলার (যাকে এই মুহূর্তে ইংল্যান্ডের ম্যাচ উইনার ধরা হচ্ছে) জো রুট, বেন স্টোকস, মইন আলি, আদিল রশিদ, ক্রিস ওকস, মার্ক উড, আর্চার, টম কারেন, লিয়াম প্ল্যাঙ্কেটরা তৈরিও হয়েছেন বড় কিছু করে দেখানোর জন্য। এত কিছুর পরেও যদি দেখা যায় ইংল্যান্ড সেমিফাইনালে যেতে ব্যর্থ হয়েছে তবে মুখ থুবড়ে পড়বে এই অজস্র আবেগ আর ভালোবাসা। সংগঠক দেশ হয়তো তখন শোকগাঁথা তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়বে।

বিগত কতগুলি বিদেশ সফরে টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটসম্যানরা লাগাতার প্রমাণ করেছে বিদেশের মাটিতেও তারা সফল। শুধু টেকনিকে রদবদল ঘটিয়ে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা বড় রান পেয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে। অজি ও কিউয়িদের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের একের পর এক সিরিজ জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের দুর্ভেদ্য হয়ে ওঠা। তার মধ্যে আবার অধিনায়ক বিরাট কোহলি সবাইকে ছাপিয়ে গিয়েছেন। ভালো রান পেয়েছেন রাহানে, রাহুল, রোহিত শর্মা, কেদার যাদব, ধোনিরাও। তুলনামূলকভাবে ভারতীয় ওপেনিং জুটির অন্যতম সেরা স্তম্ভ শিখর ধাওয়ানকে দুর্বল লেগেছে। এক দুটি ম্যাচে দুরন্ত ব্যাট করা ছাড়া তিনি খুব সাধারণ মানের পারফর্ম করেছেন। তাও ভারতীয় ম্যানেজমেন্ট ভরসা রেখেছে শিখরের ওপর। এক্ষেত্রে তার অতীত পারফরমেন্স ও দৃঢ় মানসিকতা ব্যাট করেছে ধাওয়ানের হয়ে। তাও অনেক প্রাক্তন তারকা থেকে ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ এখনও বলছেন এই ভারতীয় দলে দুর্বল জায়গা দুটির একটি যদি দীনেশ কার্তিক হয়, অপরটি নিঃসন্দেহে শিখর ধাওয়ান। ধাওয়ান ধারাবাহিক নন বলেই বারংবার অভিযোগ উঠছে। তাছাড়া বিদেশের যেসব পিচে দ্রুত গতিতে বল ছুটে আসে আর সমানে সুইং করে সেখানে ধাওয়ান কতটা সফল হবেন তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন।

তাছাড়া বিশ্বকাপের আগে আত্মবিশ্বাসের পারদ বেশ কিছুটা হলেও নিচে নেমেছে ভারতের। বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে সেরাদের এভাবে পিছিয়ে থাকা কিন্তু মোটেই ভালো লক্ষণ নয়। বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ঘরের মাটিতে টি-২০ ও ৫০ ওভারের সিরিজে উপর্যুপরি হার নিশ্চিতভাবে ধাক্কা দিয়েছে বিরাট বাহিনীকে। আর মাত্র কদিন পরেই বিশ্বকাপ। তার আগে এই হার কিছুতেই মানতে পারছেন না ভারতবাসী। এর জন্য তারা দুষছেন দলের অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসকে। এটা খুবই সত্যি কথা যে ভারতীয় দল অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডকে তাদের নিজেদের মাটিতে গো-হারান হারিয়ে এল তারাই কেমন গুটিয়ে গেল নিজের দেশের মাটিতে। এই ক্ষেত্রে তুমুল আত্মবিশ্বাস একটা বড় কারণ তো বটেই। তবে তার বাইরেও বেশ কিছু ফাঁকফোকর রয়েছে যা মেরামত করা বিশেষ প্রয়োজন। এদিক থেকে এই মুহূর্তের দরকার চরম সতর্কতার। নইলে ৮ বছর পর বিশ্বকাপ ঘরে তোলার স্বপ্ন লাটে উঠতে পারে। এই ৮ বছর পর বিশ্বকাপ ঘরে তোলার স্বপ্নটা দ্রুত সাকার করতে চাইছেন কোহলি বাহিনি। কারণ, প্রথমবার ১৯৮৩ সালে বিশ্বকাপ জেতার পর ভারতকে ২৮ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল পরবর্তী বিশ্বকাপ ঘরে আনতে। ২০১১ এ মুম্বইয়ে মাহির নেতৃত্বে ভারত বিশ্বকাপ জিতেছিল। সেই দলের অন্যতম সদস্য বিরাট কোহলি আজ ভারত অধিনায়ক। শচীন, যুবরাজ, জাহির খানরা ছিল বিশ্বজয়ী সেই দলের সম্পদ। তার আগে বিশ্বকাপে সেরা পারফরমেন্স বলতে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে ২০০৩ সালে ভারতের ফাইনালে পৌঁছনো। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের অধিনায়কত্বে দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপে ধুঁয়াধার প্রদর্শন করেছিল টিম ইন্ডিয়া। কিন্তু, দুর্ভাগ্য সৌরভের, আপশোস ভারতবাসীর ফাইনালে ওয়ান্ডার্সের মাটিতে রিকি পন্টিং বাহিনির কাছে পরাস্ত হতে হয় ভারতকে। সেজন্য আজও নানা মুনি নানা মত ব্যক্ত করলেও সৌরভের দামাল অধিনায়কত্বের গুণগান এখনও শোনা যায়। সৌরভ যেটা অল্পের জন্য পারেন নি, সেটাই ঘরের মাঠে শেষ করেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। এখন বিরাটের মধ্যে যে আগ্রাসী অধিনায়কত্বের আস্বাদন পাওয়া যায় তার মধ্যে অনেকেই খুঁজে পান সৌরভের মনোভাবকে। এর সঙ্গে ধোনির ঠান্ডা মাথায় ফিনিশ করার মনোভাব আয়ত্ত করতে পারলে বিরাটরা যে ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে তা বলাই বাহুল্য। অপারেশন বিশ্বকাপে তাই ভারতীয় দলের ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ হলেন রবি শাস্ত্রী, বিরাট কোহলি ও মহেন্দ্র সিং ধোনি। এই ত্রিফলা যত সংঘবদ্ধ থাকবে ততটাই সুফল কুড়াবে টিম ইন্ডিয়া।

শতরঞ্জ কা খেল

রবীন বিশ্বাস : কথায় বলে শতরঞ্জ কা খেল। কথায় কথায় খালি রাজা-উজির মারার হককষা। চালের বৈচিত্র্য যে যতটা বাড়াতে পারবে সেই হয়ে উঠবে সবথেকে বড় দাবাড়ু। সুলতানি আমল হোক আর মুঘল জমানা, ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারত হোক আর স্বাধীন দেশ দাবা খেলার সেই আভিজাত্য সমান তালে চলছে। এমনিতে রাস্তাঘাটে আমরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বহু জায়গায় দেখি তাসের আসর জমছে। কাজের দিনেও এভাবে তাসে মেতে থাকাটা হয়তো সর্বনাশাই। কিন্তু ছুটি-ছাটার দিনে যারা বাড়ির ড্রইংরুম কিংবা ক্লাব ঘরে তাসের আড্ডায় জমে ওঠেন তাদের মাফ করা যায়। দাবার ঘরানাটা আবার আলাদা। এখনও অনেক পার্ক বা ব্রিজের নিচে দেখা যায় রীতিমতো মৌতাত নিয়ে দাবা খেলছেন বয়স্করা। মাঝেমধ্যে তাদের সঙ্গে এক-দুহাত মেলাচ্ছেন যুবকরাও। তবে সাধারণভাবে আমাদের কাছে দাবা যেন পরিণত মস্তিষ্ক বা একটু বয়স্কদের খেলা। এই বাংলা থেকেই কিন্তু দিব্যেন্দু বড়ুয়া, সূর্যশেখর গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো তারকারা উঠে এসেছেন। গ্র্যান্ডমাস্টার হয়ে বিশ্ব দাবার জগতে এক কেষ্টবিষ্টুও হয়ে উঠেছেন। বিশ্বখ্যাত দাবাড়ু বিশ্বনাথন আনন্দের সঙ্গেও এদের সমানতালে পাল্লা দিতে দেখা গিয়েছে। আবার দুনিয়ার নিরিখে গ্যারি কাসপারভ না করপোভদের খেলা একটা সময় একাগ্রচিত্তে লক্ষ্য করেছে আমাদের উদীয়মান দাবারু সমাজ।

দাবা খেলার মধ্যে একটা যে রাজকীয় মেজাজ আছে তা মানতেই হয়। আর এই মেজাজের ঘ্রাণ আস্বাদন করার জন্যই নাকি অনেকে এই খেলাকে পেশা বেছে নিয়েছেন। এমনটা শোনা যায় এদের হাল-হাঁড়িতে কান পাতলে। আগে তো এও বলা হত দাবা যারা খেলেন তাদের মগজাস্ত্র হয় সর্বাধিক শান দেওয়া। সেইজন্যই রাজা-উজিরদের খেলা হিসেবে পরিগণিত হত এই প্রাচীন খেলাটি।

এখন অবশ্য শুধু রাজা-মন্ত্রীর ঘরের 'পাবলিক' নয় সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারেও এই খেলার প্রতি বেজায় আকর্ষণ জন্মাচ্ছে। এই শীতকালেও বিভিন্ন পার্ক বা ক্লাব ঘরের এককোণে কিংবা পুরনো বাড়ির অলিন্দে তাকালে দেখা যাবে দুই দাবাড়ু নিমগ্ন হয়ে রয়েছেন সাদা-কালো খোপ খোপ বোর্ডের দিকে তাকিয়ে। একেই বোধহয় বলে শতরঞ্জ কা খিলাড়ি। দাবা খেলার ওপর এখন নজর দিচ্ছে সব সরকারই। আগের থেকে দাবা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও বেড়েছে। দাবা খেলাকে সড়গড় করে তুলতে এর ওপর ওয়ার্কশপের আয়োজনও হচ্ছে নানা জায়গায়। সেখানে দেশি, বিদেশি মাস্টারদের উপস্থিতি আরও নজর কাড়ছে। দাবা খেলার উৎপত্তি কিন্তু প্রাচীন ভারতের রাজা রাজরাদের সময় থেকেই। তখন দাবা খেলা ছিল একটা অন্যতম বুদ্ধিমত্তা ও শৌর্য্যের প্রতীক। কালের নিয়মে এই দাবারও বিকেন্দ্রকরণ ঘটেছে। রাজা-উজিরদের খেলা সঞ্চালিত হয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। ওই দাবার ভাষায় যাদের বোড়ে বলা হয় সেই সাধারণের মধ্যে সমাদৃত হয়েছে দাবা। দাবার বোর্ড দেখলে এখনও 'দাঁড়াও পথিকবর' এর মতো থমকে দাঁড়ান অনেকেই। বস্তুত মানসিক শান্তি ও প্রফুল্লতার সন্ধান খোঁজেন তাঁরা এর মাধ্যমে।

অন্য খেলাতেও নজর দিক নমো-২

ধনঞ্জয় চক্রবর্তী : মোদী সরকার কালোবাজারীদের ঠান্ডা করতে যে উদ্যোগ নিয়েছে তাকে কুর্নিশ করতেই হয়। তাও ক্রীড়া দফতরের দ্বিতীয়বার প্রত্যাবর্তনের পর নমোর থেকে অনেক কিছু আশা করছে। পর্যাপ্ত বরাদ্দ পায়নি বলে সবসময়ই একটা অভিযোগ থেকে গিয়েছে। এটা নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে ক্রীড়া মহলে। বিশেষ করে ফুটবল, হকি সহ বহু এমন স্পোর্টস আছে যেসব ক্ষেত্রে সরকার যদি একটু দৃষ্টি দেয় তবে ভারত বিশ্বে একটা নাম হয়ে উঠতে পারে। অথচ এইসব ব্যাপারে অদ্ভুত অনীহা রয়েছে সরকারের। কংগ্রেস জমানা পেরিয়ে বিজেপি তথা এনডিএ আমলেও এর বিস্তার ঘটেনি। প্রতিরক্ষা খাতে সরকার ব্যয় বাড়াতেই পারে দেশকে মজবুত ভিত্তি প্রধান করতে। তার পাশাপাশি ক্রীড়া ক্ষেত্রকেও তুলে ধরার মনোভাব পোষণ করাটা জরুরি। কারণ যার আদর্শে বিশ্বাসী আজকের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সেই স্বামী বিবেকানন্দও দেশ গঠনে শরীর চর্চার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন। যুব সমাজকে গীতা পাঠ না করে ফুটবল খেলতে পরামর্শ দিতেন এই আধ্যাত্মিক পুরুষ। মোদি সাহেব বিশ্ব যোগ দিবসে রাজপথে যোগাসন করেন খুব ভালো কথা।

কিন্তু জাতির মেরুদন্ডকে সবল করে তুলতে দেশের খেলাধুলার আগ্রগতিকে অবশ্যই অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত ভারত সরকারের। হাতে গোনা কয়েকটা দেশ যে খেলাটি মেতে থাকে সেই ক্রিকেটের সাফল্য ভারতকে কখনই আন্তর্জাতিক শিরোপা দেবে না ক্রীড়া জগতে। এর থেকে হকি, ফুটবল, ব্যাডমিন্টন, অ্যাথলেটিক্স, কুস্তি, বক্সিং, সাতার প্রভৃতি খেলার বিকাশে সরকারি ব্যায় অনেকাংশেই বাড়ানো উচিত। তবেই গিয়ে শুধু এখানে যে পরিমাণ অর্থ লগ্নি করা হয় তার ছিটেফোটাও যদি অন্য কয়েকটি খেলায় আসে তবে দেশের খোলনলচেই পালটে যেতে পারে। অলিম্পিক্সস, এশিয়ান গেমসের মতো আন্তর্জাতিক আসরে পদকের ছড়াছড়ি হতে পারে। অথচ প্রচুর খেলা আছে যাতে ভারতের সম্ভাবনা

একটা সিন্ধু-দীপা বা সাক্ষীর দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে না। অলিম্পিক্স এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক আসরে এরকম হাজারো প্রতিভার ঝলকানি ঘটবে।

এমনিতেই ভারতে একটা বদনাম আছে মাত্র কয়েকটি দেশের খেলা ক্রিকেটকে নিয়ে আদিখেলা দেখানোর জন্য। আইপিএলে অনেক। সেদিকগুলো এখন থেকে বেছে যদি সরকার তাতে জোর দেয় তবে পূর্ণাঙ্গ উন্নতির সুফল পাবে এদেশ। কারণ অন্য মাধ্যমের চেয়ে খেলাধুলার প্রভাব কোনও অংশে কম নয়। ধর্মের থেকেও যে ফুটবল খেলা যুবকদের কাছে বেশি প্রয়োজনীয় তা স্বয়ং স্বামীজি বলে গিয়েছেন।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com